Priya Nath Chatterjee

Priya Nath Chatterjee

জ্যোতিরিঙ্গণ

স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৮৭০ অব্দের জুন হইতে ১৮৭১ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা।

ভবানীপুর;

কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটীর যত্নে ভবানীপুর সাপ্তাহিক যন্ত্রে

শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৭১

Priya Nath Chatterjee

সূচিপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অপব্যয়ী পুত্রের দুর্দ্দশা দর্শনে উক্তি	৪০
অদ্ভুত জন্তু	৪৪
অলঙ্কার	৭৯
আমার গোপাল	৬
আমেরিকার আদিম নিবাসীদের আমোদ	৬৯
আমি আপনকার চিরদাস	১২১
আশ্চর্য্য মনঃপরিবর্ত্তন	১২৪
আলু চুরি ও রাজকীয় ক্ষমা ...	১৩৩
ইংলণ্ডের রাজপরিবার	৯৯
ঈগল পক্ষীর অত্যাচার	২০
উদারচরিত ভৃত্য	১৩৮
উষ্ট্র	১২৯
খনি	৮৯
ঘড়ি	১৩৫
চীনদেশের নাপিত	১৫
চীনদেশের চিকিৎসক	২৮
চোক্ গেল	১৩০
ধর্ম্মগীত	১১২
ধার্ম্মিকের জয়	১১৭
নানাবিধ যান	১৩৭
পরিশ্রম	১৪২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পারস্যরাজ ফতে আলীশা ...	৩২
বরফ	১০
বর্ষাকাল	১২
বিশপ কটন	১১৩
বীরাঙ্গনা উপাখ্যান	৭,১৯,৪১,৫৫,৬৭,৮০, ৯৩,১১৫,১২৭,১৪০
বৈজ্ঞানিক কথা	১,১৩,২৫,৩৭,৪৯,৬১,৭৩, ৮৫,৯৭
মধুপায়ী পক্ষী	৭৬
মালতী	২২,৩৩,৪৫,৫৮,৭০,৮৪
মুক্তা	৪
মৃত্যু শয্যা	৬৫
যূষফ ও ফিরৌণ রাজা	১০৫
রেলওয়ে ষ্টেশন ও বাষ্পীয় শকট	৮৩
লেডী হেয়ারউডের জীবনচরিত	১২,১৭, ৩০,৭৬,৯০,১০১
শ্বেত ভল্লুক	১৪১
সদ্ভাব-লহরী	৯৫,১০৭,১২০,১৩১,১৪৩
সাধু পৌল ও ফিলিপীয় কারারক্ষক	৫৬
সিন্ধুঘোটক	৫৩
সুশীলার মনোবেদনা	১০৯
হিমালয়	১৩৯

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

প্রথম কথা।

পদার্থবিদ্যা ও তাহার অনুশীলনের ফল।

শরৎ কামিনী। দাদা, তুমি যে বলেছিলে যে চারুপাঠ পড়া হইলে, পদার্থবিদ্যার বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবে, তা দিলে না?

রমেশ। হাঁ, এক্ষণে আমার অবসর হইয়াছে, তোমাদের উহার বিষয় কিছু শিখাইব।

ক্ষিরদ কামিনী। আমরা কি পদার্থবিদ্যার কথা বুঝিতে পারিব? পদার্থবিদ্যা কাহাকে বলে?

র। দেখ, যে কোন বিষয় কেন শিক্ষা কর না, চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়; তবে কি না, কোন কোন বিষয় অতি সহজে ও অল্পায়াসে শিক্ষা করা যায়, আর কোন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অধিক বিলম্ব হয়। আমি তোমাদের পদার্থবিদ্যার সহজ২ কথা কহিব, তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাকেই পদার্থ কহে। যে শাস্ত্রের দ্বারা ঐ সকল পদার্থের তত্ত্বানুশীলন করিতে পারি, তাহাকে পদার্থবিদ্যা কহে।

কি। পৃথিবীতে ত অনেক বস্তু আছে, তবে কি পদার্থবিদ্যার বিষয়ও অধিক?

র। হাঁ, পদার্থবিদ্যার বিষয় অনেক। যখন আমরা উদ্ভিজ্জ-তত্ত্বে বা ভূতত্ত্বে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা পদার্থবিদ্যার বিষয় অনুশীলন করি। আবার যখন আমরা গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও দূরত্ব নিরূপণ ও ধূমকেতু ইত্যাদির পথ অনুসন্ধান

করি, তখনও আমরা পদার্থবিদ্যার বিষয় অনুশীলন করি। অতএব পৃথিবীর যে পদার্থের তত্ত্বানুশীলন করা যায়, তাহাকেই পদার্থবিদ্যা কহে?

শ। দাদা, তত্ত্বানুশীলন কাহাকে কহে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

র। যাহা কিছু দেখা যায়, তাহারই কারণ আছে। এই টীএমন কেন? ওটী কি জন্য এইরূপ হইল? এই সকল প্রশ্ন দ্বারা কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। 'সকল কার্য্যেরই কারণ আছে', এই সংস্কার মনে বদ্ধমূল করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কারণ অনুসন্ধান করিলেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হওয়া যায়। অতএব পৃথিবীর সকল কার্য্যেরই গূঢ়তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাকে তত্ত্বানুশীলন কহে।

শ। দাদা, এই রূপ তত্ত্বানুশীলনের ফল কি? ইহাতে কি আমাদের কিছু উপকার হইবে?

র। অবশ্য, হইবে বই কি? এই রূপ তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে লোকের কল্পিত কথায় বিশ্বাস হয় না। প্রায় আমাদের মেয়েদের দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যাহা বলে, তাঁহারা তাহাতেই বিশ্বাস করেন। যদি কেহ বলে যে ঐ দেখ 'মেঘেরা শালপাতা খাইতে যাইতেছে,' অমনি তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতএব এইরূপ তত্ত্বানুশীলনের দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়, অনেক কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, অধিক কি, ক্রমে জগতের প্রায় সকল নিয়মই অবগত হওয়া যায়। আর তোমরা জান যে জগতের সকল নিয়মকে বিশ্বপালকের ইচ্ছা বলিলেই হয়। তবে যে শাস্ত্রানুশীলনে বিশ্বকর্ত্তার ইচ্ছা জানিতে পারা যায়, তাহাকে একভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলে কোন দোষ হয় না। কেমন ক্ষিরদ, পদার্থতত্ত্বানুশীলনের কি কি ফল, তাহা শুনিলে?

ক্ষি। হাঁ দাদা, যদি এই শাস্ত্রাধ্যয়নে এইরূপ ফল লব্ধ হইতে পারে, তবে আমরা উহা মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিব।

দ্বিতীয় কথা।

জড় বিজ্ঞান।

জড়-জড়ের বিভাজ্যতা।

র। বিজ্ঞানবেত্তারা কাহাকে জড় কহেন, তাহা তোমরা কি জান?

শ। যে সকল বস্তু আমি দেখিতে পাই, তাহারাই ত জড়।

র। হাঁ, যে সকল বস্তুর গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাদেরই নাম জড়। তোমরা বলিতে পার, বস্তুর কি কি গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য?

ক্ষি। কেন, আকৃতি।

র। কেবল আকৃতি নহে। জড় পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ তিন প্রকার, তন্মধ্যে আকৃতিকে একটী প্রধান গুণ বলিতে হইবে। ইহার আর একটী নাম বিস্তৃতি। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই। আর একটী গুণের নাম স্থানাবরোধকতা, অর্থাৎ পদার্থটী যে স্থানে থাকে, সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে, সুতরাং দুইটী জড় পদার্থ কোন রূপেই এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। আকৃতি ও স্থানাবরোধকতা, এই দুইটী গুণকে জড়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণ কহে, অর্থাৎ আমরা এক প্রকার নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা ঐ সমস্ত গুণ আছে, বোধ করিয়া থাকি।

শ। দাদা, তুমি যে বলিলে, জড়ের তিন প্রকার গুণ। স্বতঃসিদ্ধ গুণ ত এক প্রকার, আর দুই প্রকার গুণ কি?

র। আমি ক্রমে ক্রমে সব বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শুন। দ্বিতীয় প্রকার গুণের নাম পরীক্ষাসিদ্ধগুণ, কারণ স্বতঃসিদ্ধ গুণের মত উহা সহজে বোধগম্য হয় না। এই মাত্র তোমাদের বলিলাম যে জড়ের স্থানাবরোধকতা গুণের দ্বারা উহা যে স্থানে থাকে, সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে। তোমরা বলিতে পার, উহা অন্য কোন স্থান রুদ্ধ করিতে পারে কি না?

ক্ষি। কেন, ঠেলিয়া দিলেই অন্য স্থান রুদ্ধ করিতে পারে।

র। হাঁ, জড়ে কোন বল প্রয়োগ করিলেই তাহার গতি হয়, এবং গতি হইলে উহা পূর্ব্বস্থান চ্যুত হয়। জ-

ড়ের এই গুণ দ্বারা নাড়িলে নড়ে।

শ। দাদা, সকল জড়ই কি নাড়িলে নড়ে। আমাদের বাড়ীর সেই বড় পাথর খানা ত নাড়িলে নড়ে না?

ক্ষি। দিদি, তুমি বুঝিতে পার নাই। আমরা নাড়িতে পারি না বলিয়াই উহা নড়ে না, যাহাদের খুব বল আছে, তাহারা নাড়িতে পারে।

র। হাঁ, ক্ষিরদ যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। যদি কোন জড়কে আমরা বলদ্বারা স্থানান্তর করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে কোন শক্ত্যন্তর আমাদের প্রতিকূল হইয়াছে।

মুক্তা।

আমাদিগের অনেক পাঠিকা, বোধ হয়, মুক্তার মালা ভাল বাসেন। বস্তুত যাঁহারা অলঙ্কারকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে মুক্তার আদর করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ মুক্তা অতীব উজ্জ্বল পদার্থ; উহার দুই একটী কানের "দুলে" বসাইলে দেখিতে অতি সুন্দর হয়। মুক্তা কোথায় জন্মে, এবং কি প্রকারে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা আমাদের অলঙ্কারপ্রিয় পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

কস্তুরা নামক এক প্রকার ঝিনুক সমুদ্রের মধ্যে থাকে। তাহার ভিতরে নারীজাতির আদরণীয় এই মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঝিনুক সকল সচরাচর জলপানের জন্য আপনার আবরণ দুখানি বিস্তৃত করে, সেই অবসরে সমুদ্রের অধোভাগস্থ বালুকণা তাহাতে প্রবেশিত হয়। তোমাদের দন্তপ্রান্তে কখন যদি মাচের কাঁটা ফোটে, তাহা হইলে তোমাদের বড় অসুখ বোধ হয়। জীহ্বা বার২ যাইয়া সেই কাঁটাকে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, যতক্ষণ না তুলিতে পারে, ততক্ষণ জিহ্বার শান্তি নাই। তদ্রূপ ভিতরে কিছু প্রবেশ করিলে ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অত্যন্ত অসুখ বোধ করে, বার২ সেই বালুকণাকে আবরণে ঘসিতে থাকে।

তাহাতে ঐ প্রাণী হইতে এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াতে বালুকণা আর বাহির হইতে পারে না। ক্রমে কস্তুরার রস পাইয়া উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শেষে উহা একটী মটরকলাইয়ের মতন হয়। তাহাই মুক্তা।

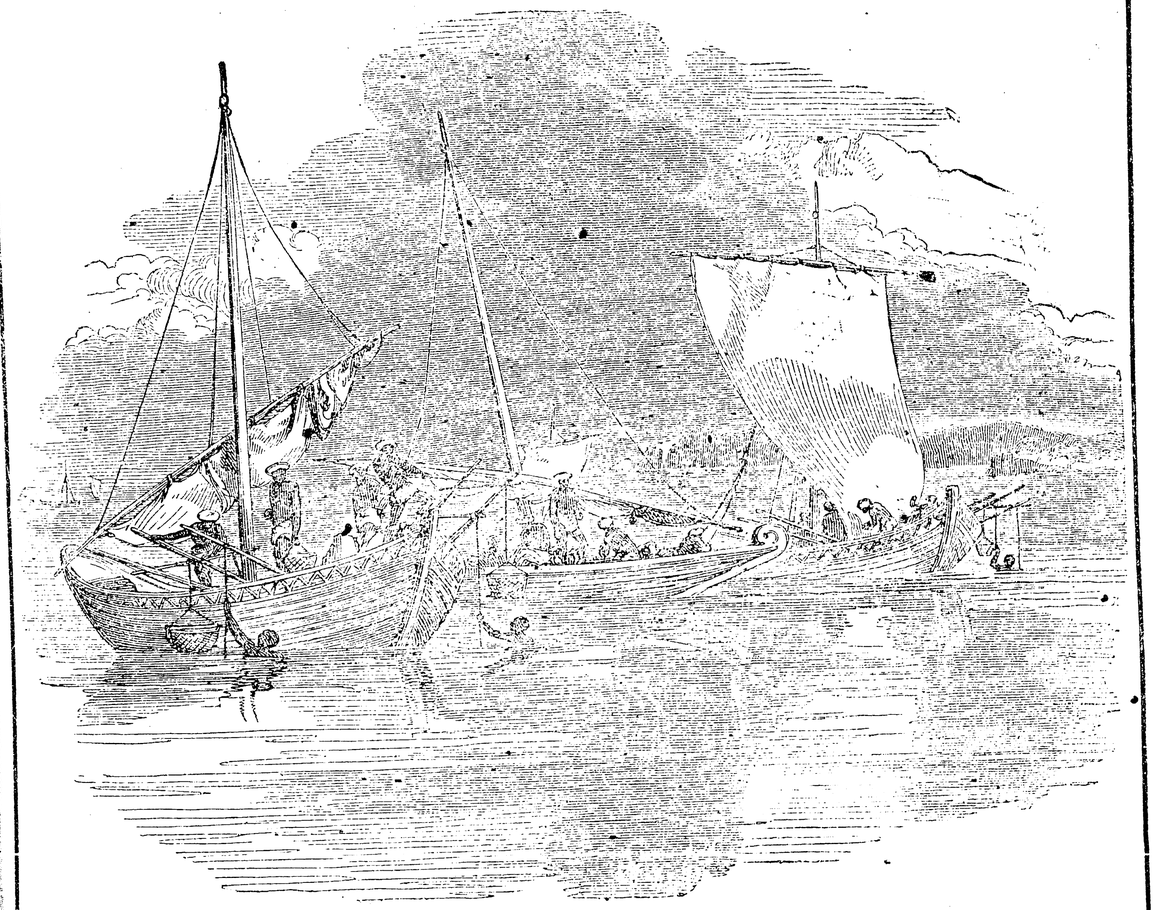

মালবার এবং লঙ্কাদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বেলাভূমি হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অগভীর সমুদ্রে ঐ কস্তুরা থাকে। ঐ স্থান ৩০ বা ৩২ হাত গভীর। অতি প্রত্যূষে ধীবরেরা বড়২ নৌকা লইয়া কস্তুরা ধরিতে যায়। প্রতি নৌকাতে ১০ জন ডুবুরি ও ১০ জন অন্য লোক থাকে। প্রথমে মোটা ও শক্ত দ-

ড়িতে একখানি ভারি প্রস্তর বাঁধে; ডুবুরি সেই দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর দাঁড়ায়, এবং সেই পাথরের সঙ্গেং সে জলে ডুবে। ডুবিয়া দুই হাতে যত পারে, কস্তুরা সংগ্রহ করিয়া একটী ঝুড়িতে চাপায়, এবং সঙ্কেত করিবামাত্র নৌকার লোকেরা দড়ি ধরিয়া টানিলেই ঝুড়িটা নৌকাতে আইসে। ডুবুরি অগ্রে উঠে, পরে ঝুড়ি তোলা হয়। সে উঠিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করে, অপর জন আবার পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হয়। কস্তুরা সকল তুলিয়া আনিয়া তীরে একস্থানে জড় করিয়া রাখা হয়, পরে উহা পচিলে ভিতর হইতে মুক্তা বাহির করিয়া বিক্রয় করা হয়। মুক্তার মূল্য বিস্তর। মিশর দেশীয় এক রাণীর কর্ণাভরণে একটী মুক্তা ছিল, এক সময়ে উহা ইউরোপে ১৩ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হয়।

এই সকল মুক্তা অপেক্ষা আর একটী বহুমূল্য বস্তু আছে। ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মই সেই বস্তু। তদ্বিষয়ে সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে;—"যে জন ধর্ম্ম পায় ও বুদ্ধি লাভ করে, সেই ধন্য। কেননা রূপার বাণিজ্য অপেক্ষাও তাহার বাণিজ্য উত্তম, এবং সুবর্ণ অপেক্ষাও তাহার লাভ শ্রেষ্ঠ। তাহা মুক্তা হইতেও বহুমূল্য; কোন ইষ্ট বস্তু তাহার তুল্য নয়। তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘায়ু, ও বাম হস্তে ধন ও সম্ভ্রম থাকে। তাহার পথ মনোরম ও তাহার সকল মার্গ শান্তিকর; যাহারা তাহার আশ্রয় লয়, তাহাদের কাছে তাহা জীবনদায়ক বৃক্ষস্বরূপ হয়; ও যে জন তাহাকে অবলম্বন করে, সে ধন্য!"

আমার গোপাল!

আদি নারী পাপ হেতু যাতনা শয্যায়,
অচেতন ছিনু যবে, আহা, মৃতপ্রায়!
দেখাইয়া চাঁদমুখ অনুচ্চ রোদনে,
কে হরিল সে যাতনা, সে বিষম ক্ষণে?
আমার গোপাল!

কে ডাকিল মা মা বলে, আধ২ বোলে?
আদরে ধরিয়া বাহু কে উঠিল কোলে?
সংসার চিন্তায় যবে ছিলাম মগন,
কে নাশিল সেই চিন্তা করিয়া চুম্বন?
আমার গোপাল!

সুবিমল শশধর সুনীল আকাশে,
সহসহচরগণ যবে পরকাশে;
ধরিতে সে চাঁদে কেবা বাড়াইত হাত?
না পেয়ে ধরিতে শেষে করিত উৎপাত!
আমার গোপাল!

আহারে বসিলে পরে সোহাগ করিয়া,
দে মা, দে মা বলি, হাত কে দিত বাড়িয়া?
কতক খাইত আর কতক ছড়াত,
কতক তুলিয়া পুন মম মুখে দিত?
আমার গোপাল!

হেরিলে বদন মম বিষণ্ণ কখন,
বিষণ্ণ হইয়া কেবা করিত রোদন?
'কেন মা কাঁদো গো' বলি, মধুর ভাষায়,
কে নিবাত দুঃখ রাশি আমার অবায়?
আমার গোপাল!

অকালে মরিলা নাথ, সমস্ত জগৎ
হেরিলাম একেবারে অন্ধকার বৎ;
আশাতে নির্ভর করি হেরি কার মুখ,
সহিলাম অবহেলে যে বিষম দুখ?
আমার গোপাল!

পাঠশালা হতে ঘরে কে ফিরে আসিয়া,
আদরে বসিত কোলে হাসিয়া হাসিয়া?
"পাখি সব করে রব রাত্তি পোহাইল,"
মুখস্থ বলিয়া কেবা আমারে তুষিল?
আমার গোপাল!

কার বয়োবৃদ্ধি সহ আশার বিস্তার?
সহিলাম কার তরে যাতনা অপার?
'বাঁচিলে তোমার দুঃখ রবে না জননি,'
কে তুষিল অভাগীরে বলি এই বাণী?
আমার গোপাল!

অতর্কিত ভাবে হায়, নির্দ্দয় শমন,
কাড়ি নিল অভাগীর অঞ্চলের ধন!
অকস্মাৎ আসি হায়, কালরূপ ঝড়ে,
ডুবাইল আশা তরি অতল সাগরে!
আমার গোপাল!

এক আশা আছে মনে এখনও আমার,
দেখিব গোপালে আমি তথা পুনর্ব্বার;
বিরাজেন যথা যীশু আপন গৌরবে,
যখন যাইব আমি সে পবিত্র ভবে।
আমার গোপাল!

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

বিদ্যোত্তমা।

কবিবর কালিদাসপত্নী বিদ্যোত্তমা যথার্থই বীরাঙ্গনা ছিলেন। গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের একটী খোদিত লেখন দ্বারা সুবিখ্যাত অমর সিংহের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাহাতে লেখে যে উক্ত অভিধান রচয়িতা পাঁচ শত খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন; কালিদাস ও অমরসিংহ সমকালজীবী, তাহা আমরা জানি; সুতরাং বিদ্যোত্তমা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইল। বিদ্যোত্তমার বিবরণ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে তিনি সদানন্দন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা, এবং অত্যন্ত

সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। জ্ঞান গর্ব্বে পূর্ণা বিদ্যোত্তমা, পরিণয় সম্বন্ধে এক অদ্ভুত পণ করেন, অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাভূত করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতির পরে হিন্দু সমাজের অধিকতর সভ্যতা বৃদ্ধি হয়; নতুবা দৈহিক পরাক্রম, সৌন্দর্য্য, সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, বিদ্যোত্তমা কৃতবিদ্য জনের আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? বিক্রমাদিত্যের সময়ের স্বয়ম্বর প্রথা উৎকৃষ্টতর ছিল, নতুবা দ্রৌপদীসম বিদ্যোত্তমা অবশ্যই কোন বীর পুরুষের অনুসন্ধান করিতেন। বিদ্যোত্তমার উক্ত অসাধারণ পণের বিবরণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, অনেক সুপণ্ডিত মহা মহোপাধ্যায়গণ নানা স্থল হইতে কন্যারত্ন লালসায় সদানন্দনের সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বিদ্যোত্তমাকে বিচারে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া নিজ২ স্থানে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। এরূপ বারম্বার হওয়াতে সলজ্জ ও বিফলাশ পণ্ডিতবর্গ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া কৌশলক্রমে বিদ্যোত্তমাকে কোন অর্ব্বাচীনের হস্তে সমর্পিত করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাবিলেন যে জ্ঞানগর্ব্বিতা রাজবালার পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনতা আর হইতেই পারে না, আর রাজকন্যার অবমাননাতেই তাঁহাদের গৌরব। এক্ষণে উপযুক্ত পাত্র পাওয়াই কঠিন হইয়া উঠিল। পণ্ডিতবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগ সহকারে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন কালিদাস একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় নির্ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাই ছেদন করিতেছেন। বুধগণ তদ্দৃষ্টে ভাবিলেন, কালিদাসের ন্যায় হস্তীমূর্খ কুত্রাপি জন্মে নাই, অতএব ইহাকে রাজসভায় ছলক্রমে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাতে কালিদাসকে ইঙ্গিত করায়, তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে, বুধগণ বলিলেন, "বাপু! তোমার কপাল ফিরেছে, রাজকন্যা তোমায় বিবাহ করিতে চান, কেবল রাজসভায় গেলেই হয়, আর আমরা যা বলিয়া দিব, তাই করিবে।" তাহাতে কালিদাস সম্মত হইলে, পণ্ডিতেরা পথিমধ্যে তাঁহাকে এক মৌনী সাজাইয়া বৃদ্ধপক্ষীয়েরা অগ্রে রাজসভায় গমন করিলেন, এবং নব্য সম্প্রদায়িকেরা কালিদাসকে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রাজসভায় সমুপস্থিত হইলে, প্রাচীনবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক কালিদাসকে প্রধান আসনে বসাইলেন। পরে রাজকন্যা, অভ্যাগত পণ্ডিতবরের আগমন সংবাদ পাইয়া, সভায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতেরা কহিলেন, "রাজবালে! ইনি আমাদের প্রধান আচার্য্য, আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, যদি ইহাঁকে বিচারে পরাজয় করিতে পারেন, জানিব আপনার সদৃশা বিদুষী জগতীতলে আর নাই! কিন্তু সম্প্রতি ইনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব ইঙ্গিত দ্বারা ইহাঁকে প্রশ্ন করুন।" তাহাতে সরলা রাজবালা পণ্ডিতদিগের বাক্‌পটুতায় প্রতারিতা হইয়া, একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। রাজকন্যা

আমার এক চক্ষু উৎপাটন করিতে চান, আমি তাঁর দুই চক্ষু উৎপাটিত করিব, ইহা ভাবিয়া কালিদাস দুইটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজকন্যে! আপনি পরাস্ত হইলেন। কারণ আপনি একটী অঙ্গুলী উত্তোলন দ্বারা পৃথিবীর এক মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করাতে সৃষ্টি কার্য্যের অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের আচার্য্যবর দুইটী অঙ্গুলী উত্তোলন দ্বারা উক্ত গুরুতর ব্যাপারের যথার্থ বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের যোগে জগৎ সৃষ্ট। এক্ষণে আমাদিগের প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে পাণি দান করিতে প্রস্তুতা হউন।" বিদ্যোত্তমা, পণ্ডিতদিগের কৌশলে নিরুত্তরা হইয়া, অর্ব্বাচীন কালিদাসকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইলেন।

উপরুক্ত বিবরণ কতদূর পর্য্যন্ত সত্য, তাহা এক্ষণে স্থির করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, সুচতুরা বিদ্যোত্তমা এরূপ কৌশলে পরাস্তা হন নাই। কালিদাসের আশ্চর্য্য কবি-

ত্বশক্তিই তাঁহার পরাভূতা হওনের মূল কারণ। সে যাহা হউক, যোগ্য পাত্রেই বিদ্যোত্তমার কোমল কর প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং কালিদাসও, বোধ হয়, রূপগুণ-সুসম্পন্না ভার্য্যারত্ন লাভে পুলকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় ভামিনীগণের বর্ত্তমান অবস্থা কি জঘন্য! এবং তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, কেমন নীচ বোধ হয়। এক্ষণে বিদ্যোত্তমার ন্যায় বিদুষী স্ত্রীলোক মান্য বংশে কয় জন পাওয়া যায়? স্বয়ম্বর প্রথাই বা কেন প্রচলিত নাই? আর আধুনিক দারুণ উদ্বাহ পদ্ধতিই বা কে আনিল? হায়! কত দিনে এই সকল কুরীতি আমাদিগের জন্মভূমি হইতে তিরোহিত হইবে!

বরফ।

"চাই বরফ, চাই বরফ," প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতার প্রায় প্রতি গলিতেই এই শব্দ গুলিতে পাওয়া যায়। বরফওয়ালা বাটীতে আইলে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, "ক্ষীরের কুল্পা আছে?' "নেবুর কুল্পী আছে?" তোমরা কুল্পীর বরফ বড় ভাল বাস। কিন্তু কোন্ দেশে এবং কি কারণে বরফ জন্মে, তাহা জান? তোমরা যে বরফ খাও, তাহা বাস্তবিক বরফ নয়। প্রকৃত বরফের মধ্যে ক্ষীরের কুল্পী রাখিলেই ক্ষীর জমিয়া বরফবৎ হয়। প্রকৃত বরফ কুল্পীর বরফের ন্যায় মিষ্ট নহে; তাহার স্বাদ ঠিক জলের স্বাদের তুল্য, কারণ তাহাও জল।

বরফ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ, কিন্তু বড় শীতল, হাতে করিয়া অনেকক্ষণ রাখা যায় না। আমেরিকা হইতে কলিকাতায় বরফের আমদানী হয়। জল জমাইয়াও বরফ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শীতপ্রধান দেশে শীতের আধিক্য প্রযুক্ত জল জমিয়া বরফ হয়। কোন২ স্থানে বরফের পর্ব্বত হইয়া থাকে। আমেরিকার উত্তরাংশে শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। তথাকার সমুদ্র নিয়ত বরফে আচ্ছাদিত। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ জন্ ফ্রাঙ্কলিন নামক একজন ভদ্রলোক দুইখানি জাহাজ লইয়া উত্তর সমুদ্রে গমন করেন। উক্ত সমুদ্রে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার জাহাজ ততই বরফে বেষ্টিত হইতে লাগিল। দিন কতক পরে জাহাজ আর চালাইতে পারিলেন না, তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ ভারি বিপদে পড়িলেন। অগ্রসরও হইতে পারেন না, পশ্চাৎ-

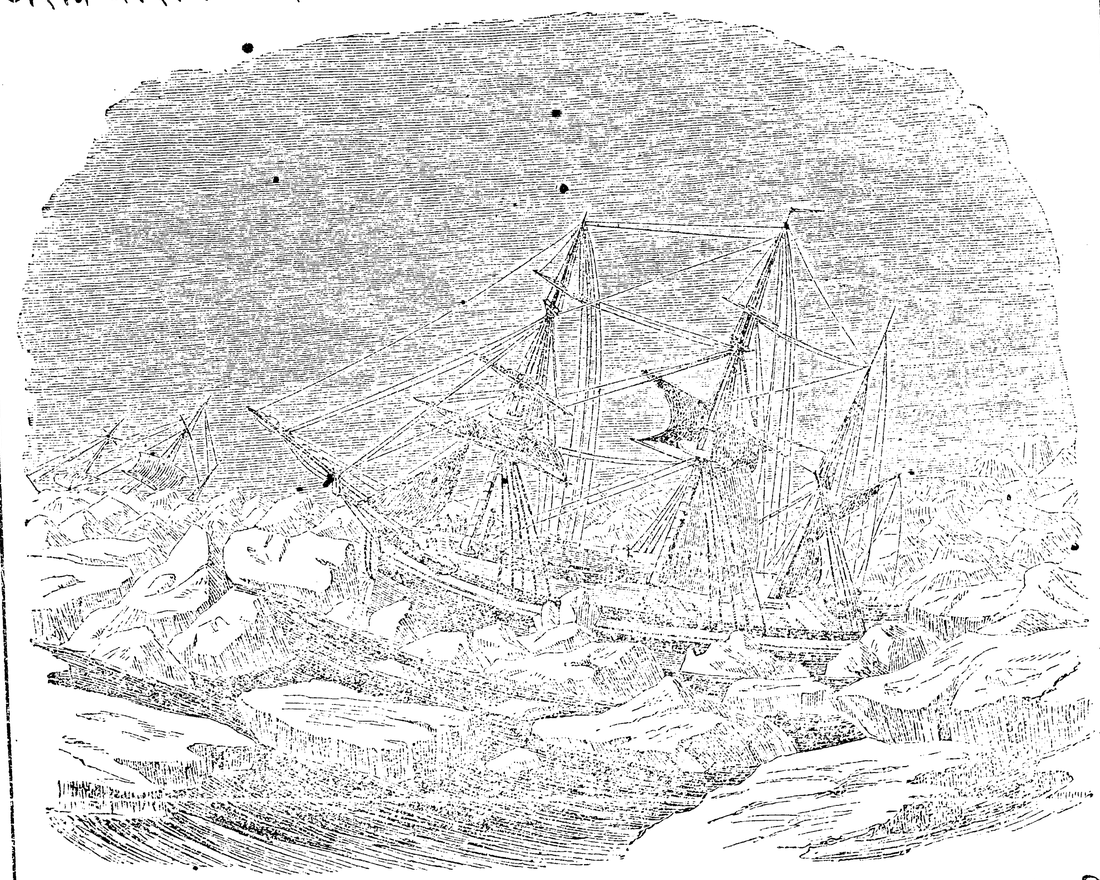

গমন করিবারও উপায় নাই। মাল্লারা বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বরফের উপর নামিবামাত্র তাহারা মরিয়া গেল। খাদ্য সামগ্রী যে কিছু সঙ্গে ছিল, সকলই ফুরাইয়া গেল। অবশেষে সকলেই মরিয়া গেলেন।

লেডি হেয়ারউডের

জীবনচরিত।

(সপ্তম অধ্যায়ের শেষ)

জেন্ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এখানে সুখে ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মধ্যে২ তাহার কষ্ট বোধ হইত। এমত সময়ে তাহার মাতার উপদেশ সকল এবং বাটীর সুখ মনে পড়িত। গিন্নী যদিও এখন জেন্‌কে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তিনি মধ্যে২ রাগত হইয়া তাহাকে অসুখী করিতেন। গিন্নী রাগিলে তাঁহাকে শীঘ্র শান্ত করা কঠিন হইত এবং সে দিন আর সকলে মিলিয়া ধর্ম্ম পুস্তকের আলোচনা করা হইত না। সরকার সে দিন তথায় বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা যাইত, আর জেন্ 'সাংসারিক বিষয়ে সুখের আশা করা ভাল নয়' মাতার এই উপদেশ স্মরণ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে চিন্তা করিত।

যতক্ষণ জেন্, এমাকে লইয়া বেড়াইত, ততক্ষণ তাহার অতি সুখে অতিবাহিত হইত। বেড়াইতে যাইবার সময় যে দিন বাড়ীর বৃদ্ধ বেহারা তাহাদের সঙ্গে থাকিত, সে দিন তাহারা বাগান ছাড়াইয়া অনেক দূর যাইত। কখন পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিত এবং তথা হইতে দূরের অন্যান্য পাহাড়, নগর এবং গ্রাম এমাকে দেখাইত, কখন বা মনোহর পুষ্প তুলিয়া দিত ও উহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সৌন্দর্য্যের স্রষ্টার বিষয়ে শিক্ষা দিত। এমাও পরম আনন্দে থাকিত।

বর্ষাকাল।

নিদয় নিদাঘে হায়, প্রচণ্ড তপন,
পৃথিবীহৃদয় করেছিল বিদারণ!
শুকাইয়াছিল তৃণ, মহীরুহদল,
করিত চাতক সদা, 'দে জল, দে জল!'
জল শূন্য প্রায় ছিল যত জলাশয়,
প্রাণী মাত্র হয়েছিল তাপিত হৃদয় ;
প্রকৃতি ধরিয়াছিলা বিধবার বেশ,
কৃষকের হয়েছিল কষ্ট সবিশেষ।
দেখা দিলে কাল মেঘ দক্ষিণ আকাশে,
মনুষ্য হৃদয় পূর্ণ হত জল আশে ;
প্রার্থনা করিত সবে জলের কারণ,
এবে সে প্রার্থনা দেখ, হইল পূরণ!
পরমেশ দয়া করি প্রদানিয়া জল,
সৃষ্ট প্রাণীসহ ধরা করিলা শীতল ;
আহ্লাদে পূরিল এবে কৃষক হৃদয়,
জলে পরিপূর্ণ দেখ, যত জলাশয়!
চাতকের তপ্ত তনু হইল শীতল,
আর নাহি বলে তারা 'দে জল, দে জল!'
এই রূপ পাপানলে তপ্ততনু জন,
করিলে প্রার্থনা ধর্ম্ম জলের কারণ ;
সৃজিলা ইচ্ছায় যিনি মনুষ্য সকল,
অবিলম্বে প্রদানিবা ধর্ম্ম রূপ জল।
আরো হবে আবির্ভাব পবিত্র আত্মার,
মনুষ্যহৃদয়ক্ষেত্র হবে পরিষ্কার ;
পরে ধর্ম্ম বীজ হলে তাহাতে বপন,
সে সুক্ষেত্রে ফলিবেক ফল অগণন!

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

দ্বিতীয় কথার শেষ।

শরৎ কামিনী। আচ্ছা দাদা, যদি বল দ্বারা কোন জড়ের গতি উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ গতি নিবারণের নিমিত্তেও ত বলের আবশ্যক হইবে?

রমেশ। হাঁ, উহা হইতে তোমরা এই জানিতে পার যে জড়ের গতি উৎপাদন করিতে যেরূপ বলের আবশ্যক, গতি নিবারণের নিমিত্তেও সেইরূপ বলের আবশ্যক হয়। তবে জড় পদার্থ মাত্রেই নাড়িলে নড়ে ও থামাইলে থামে।

ক্ষিরদ কামিনী। কখন২ বল প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পদার্থের আয়তনের হ্রাস হয়।

র। বল প্রয়োগের দ্বারা কখন২ জড়ের আয়তন সংকুচিত হয়, এবং কখন২ বর্দ্ধিতও হয়। পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহার আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে বিস্তার্য্যতা কহে। এবং যে গুণ থাকায়, উহার আকার স্বল্পায়তন হয়, তাহাকে সঙ্কোচ্যতা কহে।

শ। জড়ের তৃতীয় প্রকার গুণ কি, আমাদিগকে বল।

র। জড়ের তৃতীয় প্রকার গুণের নাম অনুমানসিদ্ধ গুণ ; অর্থাৎ ঐ সকল গুণ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। ঐ সকল কাল্পনিক গুণ দ্বারা যে সকল দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। সুতরাং ঐ সকল কল্পনাকে ভ্রমমূলক জ্ঞান করিতে পার না। আকর্ষণ, জড়ের একটী অনুমানসিদ্ধ

গুণ। উহা কাহাকে কহে, তাহা আমি পশ্চাৎ তোমাদের কহিব।

ক্ষি। দাদা, আমার মনে হচ্চে, তুমি অনেক দিন হল আমাদিগকে জড়ের বিভাজ্যতার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলে যে একটী পদার্থকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাগ করা যাইতে পারে।

র। আপাতত শুনিলে এইটী বড় আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু উহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। তোমরা কি এমন কিছু দ্রব্য অনুভব করিতে পার, যে তাহার উপরের ও নীচের আয়তন নাই।

শ। পদার্থ যতই কেন ছোট হউক না, তাহার উপরের ও নীচের আয়তন নাই, এমন কখন হইতে পারে না। তবেই ত বুঝিতে পারিতেছি যে তাহা হইলেই পদার্থটী অবশ্যই বিভাজ্য হইবে; অর্থাৎ উহার উপরের ও নীচের আয়তন পৃথক্ করা যাইতে পারিবে।

র। তোমার মীমাংসা অতি উত্তম হইয়াছে। যদিও পদার্থটী ভাগ করিতে করিতে এমন ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়, যে ঐ সকল অংশকে পুনর্ব্বার ভাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে, তথাচ যদি আমরা সূক্ষ্ম অস্ত্র পাই, উহাদিগকেও বিভাগ করিতে পারি। তবে কেবল উপযুক্ত অস্ত্র না থাকায় বিভাগ করিবার ব্যাঘাত জন্মে।

ক্ষি। দাদা, জড়ের বিভাজ্যতা আমাদিগকে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও না!

র। অনেক দিন হইল, এক জন স্ত্রী প্রায় অর্দ্ধ সের পশম লইয়া ৩,৩৬০০০ হাত সুতা কাটিয়াছিল। এক জন ইংরেজ বিজ্ঞানবেত্তা কহিয়াছেন যে আড়াই যবোদর প্রমাণ রেসমে প্রায় ৩০০ হাত সুতা হইয়াছিল। হিন্দুদের ঠাকুর সাজাইবার সময় যে সোণালী ব্যবহার করে, তাহা কি, তোমরা জান? সোণা পিটিয়া২ এত পাতলা হয়, যে এক যবোদর প্রমাণ স্বর্ণ পিটিয়া ৫০ বর্গ ইঞ্চি আয়তনের স্বর্ণ পাত করা যাইতে পারে। সুগন্ধ দ্রব্য সকলে এত ক্ষুদ্র২ পরমাণু আছে, যে তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। যদি তুমি এক সিসি লাভেণ্ডার, কি এক সিসি আতর ছিপি খুলিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া দাও, তাহা হইলে সমস্ত ঘর, সুগন্ধে আমোদিত হইবে, অর্থাৎ ঐ সকল সুগন্ধ দ্রব্যের অদৃশ্য পরমাণু সকল উত্থিত ও বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। তবেই দেখ, ঐ সকল সুগন্ধ দ্রব্যের পরমাণু সকল কত সূক্ষ্ম। তোমরা যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, এক বিন্দু জলে এত কীটাণু লক্ষিত হইবে, যে তাহা দেখিলে জলে অরুচি হইয়া যায়। এই সকল কীটাণু এত ক্ষুদ্র যে সামান্য চক্ষুতে লক্ষিত হয় না, কিন্তু বৃহৎ প্রাণিদিগের মত উহাদিগের শিরা, রক্ত ইত্যাদি আছে। বোধ হয়, এই সকল উদাহরণ হইতে জানিতে পারিবে, যে একটী পদার্থকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

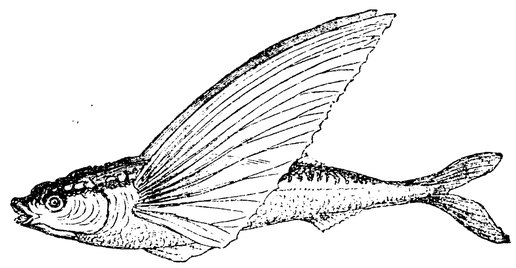

উড্ডীয়মান মৎস্য।

চীনদেশের নাপিত।

চীন দেশের নাপিতেরাও আমাদের দেশের নাপিতদিগের ন্যায় ধূর্ত্ত। একদা কোন নাপিত এক ভদ্র লোককে ক্ষৌর করিতেছে, ইতি মধ্যে কিঞ্চিত দূরে, চীৎকার শব্দ শ্রুত হওয়াতে ভদ্র লোকটী নাপিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাপিত কহিল, "আমার ভাই, বোধ করি, ওপাড়াতে উজন ধরিয়াছে।"

চীন দেশের নাপিতদিগের কর্ম্ম সহজ। কারণ চীনেরা মাথার সমস্ত চুল কামাইয়া ঠিক্ মধ্য স্থলে একটী চৈতন রাখে। সুতরাং সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়া গরাণ কাঠ কাটিতে যত বুদ্ধির প্রয়োজন, চীনেদিগকে

কামাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির দরকার দেখিতেছি না। চীনে নাপিতদিগের আর একটী গুরুতর কার্য্য আছে, কামান হইলে উহারা হাত পা টিপিয়া দিয়া থাকে। এমন করিয়া হাত পা টিপে যে তাহাতে ঘুম পায়।

লেডি হেরারউডের

জীবনচরিত।

সপ্তম অধ্যায়।

জেন্ তাহাকে একটু একটু পড়িতেও শিখাইয়াছিল। এই অল্প বয়েসেই সে বাইবেলের সোজা সোজা অধ্যায় পড়িতে পারিত! পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি বোধ হইলে সে জেন্‌কে পড়ার গল্প করিতে বলিত। বাইবেলের অনেক পদ ও গান তাহার মুখস্থ হইয়াছিল। সে মধ্যে মধ্যে ত্রাণকর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টের মরণের কথা এবং ছেলেরা ভাল কাজ করিলে চির কালের জন্য সুখের স্থানে যাইতে পারিবে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিত। কখন বা তাহার মাতার কথাও জিজ্ঞাসা করিত। এই সকল সাধু গুণ দেখিয়া সকলে এমার এবং জেনের উপর সন্তুষ্ট হইত; জেন তাহাকে প্রতি রবিবারে গির্জায় লইয়া যাইত। বাড়ীর ন্যায় গির্জায়ও সকলে তাহার প্রশংসা করিত।

যাহাতে এমাকে ভাল করিয়া প্রতিপালন করিতে পারে, তজ্জন্য জেন্ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত; ঈশ্বরও তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। এক দিন জেন্ বাড়ীর সরকারের কাছে কর্ত্তার শীঘ্র আসিবার সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কর্ত্তা আসিলে এমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন। পরে সার্ আর্থারের আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে সে এমাকে উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বাহিরের দিকের জানালার কাছে বসিয়া, মনে করিল, কর্ত্তা আসিবামাত্র দেখিতে পাইবেন। ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া দরজায় থামিল।

বাবা এসেছেন, বাবা এসেছেন! আমাকে নীচে নিয়ে চল, বলিয়া এমা চেঁচিয়া উঠিল। জেনেরও নীচে যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যস্ত হওয়া উচিত নয় ভাবিয়া গেল না, এবং এমাকে কহিল, একটু থাম, এখনি কর্ত্তা ডাকিয়া পাঠাইবেন, ডাকিলেই আমরা যাইব। বলিতে বলিতে এক জন দাসী আসিয়া জেন্‌কে বলিল, কর্ত্তা আসেন নাই, কেবল বড় দাসী আসিয়াছে। কি হইয়াছে, বলিতে পারি না, সে গিন্নীর ঘরে বসিয়া

আছে; ঘরের দ্বার বন্ধ; পত্র পড়িতে পড়িতে গিন্নী কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তোমাকে ডাকিতে বলিলেন।

জেন্ এমাকে বলিল, বাছা, তোমার বাবা আসেন নাই। চল গিন্নীর কাছে গিয়া জানিয়া আসি, কি হইয়াছে,—এই বলিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া গিন্নীর ঘরে গেল। যাইবামাত্র বড় দাসী জেন্‌কে দুই একটী কথা বলিয়া এমাকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিল। বড় দাসীকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার আহ্লাদ ধরে না।

গিন্নী জেন্‌কে বসিতে বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ জেন্, আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। জেন্ গিন্নীর আকার প্রকার দেখিয়াই মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, সভয়ে কহিল, কোন অশুভ সংবাদ নয় ত?

গিন্নী বলিলেন, সার্ আর্থর এখন আসিতেছেন না, তিনি সমুদ্র পারে যাইবেন। এমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে। এই পত্র পড়িয়া দেখ!

জেন্ পত্র লইয়া দেখিল, উহা সার্ আর্থারের হাতের লেখা। পড়িয়া দেখিল, আগাগোড়া সংসারের বন্দোবস্তের খবরে পূর্ণ; শেষ ভাগে দেখিল, এমাকে বড় দাসীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া আপনাকে জবাব দিতে লিখিয়াছেন। পত্র পড়িয়া সে একবারে হতজ্ঞান হইয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

এমা বড় দাসীর কোলে ছিল। সে জেনের কান্না দেখিয়া দৌড়িয়া তাহার কাছে আসিল এবং কি হইয়াছে, কেন কাঁদিতেছ বলিয়া ব্যাকুল হইয়া তাহাকে জড়িয়া ধরিল; জেন্ তাহাকে কোলে লইয়া আরো কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নী দেখিয়া বলিলেন, এ ত সহজ ব্যাপার নয়। ছেলেবেলা অবধি জেন্ যেরূপে এমাকে মানুষ করিয়াছে, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই এখন দুঃখিত হইবে। সার্ আর্থার স্বয়ং আসিয়া যদি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতেন, ভাল হইত।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান

লীলাবতী।

লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। বেণ্টলী সাহেবের মতে ভাস্করাচার্য্য ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ হইবেক যে মহম্মদ গোরী ঠিক ঐ সময়ে দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ করেন। উক্ত কালনিরূপণ যথার্থ কিনা, বলা যায় না। বোধ হয়, ভাস্করাচার্য্য অধিকতর পুরাকালে জীবিত ছিলেন; অধিকন্তু তাদৃশ সঙ্কট সময়ে যে আচার্য্য মহাশয় নির্বিঘ্নে গণনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবেনা। এমত কিম্বদন্তী আছে যে ফায়জ নামক আকবর সায়ের জনৈক সভাসদ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। ফায়জের মতে ভাস্করাচার্য্য বদর সহর নিবাসী ছিলেন। সে যাহা হউক, আচার্য্যের লীলাবতী বই আর সন্তান বা সন্ততি ছিলনা। সুতরাং তিনি লীলাবতীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কন্যার ভাবি মঙ্গলামঙ্গল গণনা করিয়া, আচার্য্য জ্যোতির্বিদ্যাবলে জানিতে পারিয়াছিলেন, যে লীলাবতী পতিপুত্র বিহীনা হইবেন। তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনেক গণনার পর স্থির করিলেন যে নক্ষত্র দোষ খণ্ডাইবার একটী মাত্র উপায় আছে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই মঙ্গল, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

অনন্তর লীলাবতীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, অনেকানেক বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। এবং শুভলগ্ন "নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত একটী তাম্বি রাখিলেন। আর বলিলেন, ঐ ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া যখন তাঁবি জলমগ্ন হইবেক, তখন কন্যা সম্প্রদান করিবেন; তাহা হইলে কন্যা বিধবা হইবে না।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অবধারিত লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ লীলাবতী খেলিতেং লগ্ন নির্দ্ধারণযন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার

মস্তকের মুকুট হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা জলবিন্দুবৎ সেই তাঁবিতে পতিত হইয়া, জল প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিল। আচার্য্য তাঁবি জলমগ্ন হওনের আনুমানিক কাল অতীত হইলে, আসিয়া দেখেন, প্রমাদ উপস্থিত। ক্ষুদ্রএকটী মুক্তার পতনে জলপ্রবেশ পথ অবরুদ্ধ ও শুভলগ্ন অতীত হইয়াছে। তাহাতে অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াও কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং লীলাবতী নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ তাঁহার নামে একখানি অঙ্ক পুস্তক রচনা করিলেন। এই পুস্তকে ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন; লীলাবতী তাহার উত্তর দিতেছেন; এই রূপ প্রশ্নোত্তর ভাবে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। প্রদর্শিত অঙ্ক প্রণালী অতীব চমৎকার। প্রথম "পরিভাষা নিরূপণ, ক্রমে সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি অঙ্ক করণের অতি সুগম ও উত্তম২ সূত্র ও উদাহরণ আছে।"

লীলাবতী যে উক্ত গ্রন্থজন্যই কেবল খ্যাতাপন্ন, তাহা নহে। তিনি বৃক্ষমূলে বসিয়া স্বল্প কালের মধ্যে বৃক্ষের শাখা ও পল্লবের সংখ্যা বলিতে পারিতেন। কোলব্রুক্ ও টেইলর্ সাহেবকর্ত্তৃক লীলাবতী গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ হটন সাহেব লীলাবতী গ্রন্থের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়াছেন। অধুনা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীয় মহিলাদিগের অঙ্ক নৈপুণ্যের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু লীলাবতীর বিবরণ স্মরণ করিলে, সেই সকল বৃত্তান্ত সামান্য বোধ হয়। স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয়, অচিরে ভারতে অনেক লীলাবতী জন্মিবেন।

ঈগলপক্ষীর অত্যাচার।

আমেরিকা দেশের পর্ব্বতময় প্রদেশের কোন গ্রামে এক গৃহস্থের স্ত্রী আপনার দেড় বৎসর বয়স্ক একটী শিশুকে দোলনায় শোয়াইয়া আপনি গৃহের কর্ম্মকাজ করিতেছেন। ইতি মধ্যে অকস্মাৎ শিশুটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জননী অমনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া গেলেন। যাইয়া দেখেন, ছেলে দোলনায় নাই, এক বৃহৎ ঈগলপক্ষী ঠোটে করিয়া ধরিয়া তাহাকে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি যে কাস্তে দিয়া গরুর জন্য বিচালি কাটিতেছিলেন, সেই কাস্তে হাতে করিয়া ঈগলপক্ষী যে দিকে যাইতে লাগিল, সেই দিকে চলিলেন। খানিকদূর যাইয়া এক পর্ব্বতের পার্শ্বে ঈগল পক্ষী আপনার বাসায় ঐ শিশুটীকে রাখিল। শিশু হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ঈগলের শাবকেরা উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখিয়া আহ্লাদে গলা বাড়াইল।

ইতিমধ্যে ঐ শিশুর জননী সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, ঈগল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি হস্তস্থিত

কাস্তে দিয়া ঈগলকে এমন আঘাত করিলেন যে তাহাতে সে পড়িয়া গেল, পরে প্রিয়তম পুত্রকে কোলে করিয়া পরম আনন্দিত মনে গৃহে গমন করিলেন।

মালতী।

স্থান – পৈতৃকবাটী।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার মাতা ও ভগিনীর কথোপকথন।

মাতা :—
এসগো মালতি, এস, বহু দিন পরে,
পড়িল পাষাণ মনে বুঝি জননীরে!
বহু কাল দেখা নাই, ভাবি তাই মনে,
ভুলিল মালতী বুঝি আত্মীয় স্বজনে!
মাঝেং চিঠী লিখে পাঠাও দাদারে,
যদ্যপি তাহাতে মনে করহ আমারে।
কিন্তু বাছা, না দেখিলে ও চাঁদ বয়ান,
মানে কি প্রবোধ কভু মায়ের পরাণ?
করিয়াছি কত কষ্টে তোমারে পালন,
পূজিয়াছি কত দেবে তোমার কারণ।
খ্রীষ্টানী কুহকে ভুলে এহেন মায়েরে,
জনমের মত, বাছা, গেলে তুমি ছেড়ে?
আজি যদি ছেড়ে দেও খ্রীষ্টানী সমাজ,
আর যদি নাহি কর খ্রীষ্টানের কাজ।
রাখিব তোমারে ঘরে পূর্ব্বের মতন,
কার সাধ্য, বলে তোমা কর্কশ বচন!

মালতী :—
স্নেহের আধার, মাগো, জননীহৃদয়,
কার সাধ্য, এবাক্যের অন্যথা করয়?
তোমারে হেরিতে ইচ্ছা সতত অন্তরে,
কিন্তু মা, অবস্থা মম প্রতিরোধ করে!
নিয়ত জাগ মা, তুমি অন্তরে আমার,
এজনমে সাধ্য কি, সুধিব তব ধার।
ভুলি নাই, জননি গো, আত্মীয় স্বজনে,
সতত সবারে আমি করে থাকি মনে!
আসিতে বাড়ীতে আর দেখিতে তোমারে,
বারং চিঠি লিখে বলেছি দাদারে।
পাছে মোরে দেখি হেথা প্রতিবাসিগণ,
করে তোমাদের প্রতি মন্দ আচরণ।
এই ভেবে আমারে করিয়া নিবারণ,
প্রবোধ দিলেন তিনি বলে এবচন।
সময়ে তোমার কথা হলে পুরাতন,
দেখাবে না ঈর্ষ্যাভাব প্রতিবাসিগণ।
তখন সময় বুঝি লিখিব তোমারে,
মাঝেং এসে দেখে যাইও মাতারে।
অদ্য তাঁর চিঠী পেয়ে সানন্দ অন্তরে,
দেখিতে আইনু তোমা, বহুদিন পরে।
থাকিতে তোমার সনে মনে সাধ আছে,
কিন্তু মা, মিনতি এক, বলি তব কাছে।
পাপিষ্ঠার তরে যিনি ত্যজিলা জীবন,
ভুলিতে তাঁহারে আমি পারিনা কখন।
বরম্ তাঁহার তরে, প্রয়োজন হলে,
ভুলিতে পারি, মা, আমি স্বজন সকলে!

পূজিব তাঁহারে আর যাইব গির্জায়,
এতে যদি রাজী হও, থাকিব হেথায়।

হেমাঙ্গিনী ;—
কোন্ জন তোর তরে কিশের কারণ,
কোন্ দেশে কোন্ কালে ত্যজিলা জীবন?
কিবা লাভ হল তোর তাঁর প্রাণদানে,
বলনা ভাঙ্গিয়া মোরা শুনি তাই কানে!

মালতী ;—
জান, দিদি, সবে মোরা করিয়াছি পাপ,
ভুগিতেছি তারি তরে, কত দুঃখ তাপ।
পুণ্যবান্ এজগতে এক জন নাই,
পাপে মজি ভ্রষ্টমনা হইনু সবাই।

মাতা ;—
একথা অবশ্য মানি, পাপিষ্ঠ সবাই,
ধর্ম্মের আদর ভবে সবিশেষ নাই।
কিন্তু আমি তব স্থানে করিব শ্রবণ,
কোন্ জন তব তরে ত্যজিলা জীবন।

মালতী ;—
পরাৎপর পরমেশ জগৎ আধার,
মনুষ্যসন্তান কিন্তু পাপী দুরাচার।
পরমেশ আজ্ঞা মোরা করিনু লঙ্ঘন,
পারিনা যাইতে তেঁই ঈশ্বরসদন।
অনন্ত নরক, মাগো, যে পাপের ফল,
সেই পাপ ঋণে ঋণী মনুষ্য সকল।
পাপেতে বিবেক জ্ঞান হইয়াছে ভ্রষ্ট,
নিয়ত কুপথে চলি পাই বহু কষ্ট।
হারাইয়া জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হইয়াছি,
নিয়ত নরকপানে সবে ধাইতেছি।
ন্যায়পরায়ণ, মাগো, প্রভু পরমেশ,
যাইবে নরকে পাপী, তাঁহার আদেশ।
পরন্তু দয়াতে পূর্ণ তাঁহার অন্তর,
মনুষ্যের কষ্ট হেরি অতীব কাতর।
আরো আদি নরে যেই প্রতিজ্ঞা করিলা,
স্মরি তাহা, পরমেশ মনেতে ভাবিলা।
"মনুষ্য আকারে ভবে করিব গমন,
হেরিবে অপূর্ব্ব দয়া মনুষ্যনয়ন।
তাহাদের পাপভার আপনি বহিব,
তাহাদের পাপতরে নিজ প্রাণ দিব।
সুধিতে যে ঋণ তারা অক্ষম সবাই,
নিজ রক্ত দানে আমি সুধিব তাহাই।
অতএব নরদেহ করিয়া ধারণ,
যাইব জগতে নর-উদ্ধার কারণ।"
দয়া পরবশ হয়ে নরদেহ ধরে,
লভিলা জনম এক কুমারী উদরে।
তাঁরি নাম যীশু খ্রীষ্ট অভিষিক্ত ত্রাতা,
বলিব তোমায়, মাগো, তাঁহার বারতা।
হয় নরনারী যোগে মনুষ্য জনন,
কিন্তু তাঁর জন্ম অতি অদ্ভুত ঘটন।
মরিয়ম নামে ছিলা সতী একজন,
পুরুষের সংসর্গ না জানে কখন।
ঈশ আত্মা আবির্ভাবে গর্ভ হল তাঁর,
সেই গর্ভে জন্ম হল জগৎত্রাতার।
বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ফিরি দেশং,
বিধর্ম্মী মানবগণে দিলা উপদেশ।
কোন জন কোন কালে এই পৃথিবীতে,
পারে নাই সে প্রকার উপদেশ দিতে।
পাপপথ হতে ফিরাইতে পাপিগণে,
করিলা যতন তিনি সদা প্রাণপণে।
পবিত্র জীবন তিনি করিলা যাপন,

পারিল না পাপ তাঁরে করিতে স্পর্শন।
পবিত্র ত্রিত্বের তিনি হন এক জন,
আইলা জগতে পাপী উদ্ধার-কারণ।
সে কালে সে দেশে লোক পাপে ছিল রত,
তাই তাঁর উপদেশে হল না মোহিত।
পরমেশপুত্র বলি যীশু দয়াময়,
দিলা এ জগতে আসি নিজ পরিচয়।
যদিও অনেকে ছিল পাপ-পরায়ণ,
তথাপি সে দেশে ছিলা যত সাধুগণ।
শুনিয়া যীশুর বাক্য অনুতপ্ত মনে,
লইলা শরণ গিয়া তাঁহার চরণে।
ধর্ম্মান্ধ মানব যত ছিল সেই দেশে,
পাইল আঘাত হৃদে তাঁর উপদেশে।
তাই তারা মন্ত্রণা করিল সবে মিলে,
বধিবারে ধরি তাঁরে ছলে কিম্বা বলে।
যিহুদা নামেতে ছিল শিষ্য একজন,
অর্থ লোভে অভাগার হইল পতন।
ষড়যন্ত্র করি সেই শত্রুদের সাথে,
সমর্পিল দয়াময়ে তাহাদের হাতে।
ঈশনিন্দাকারী আর বিদ্রোহী বলিয়া,
রাজদ্বারে নিল তারা তাঁহারে ধরিয়া।
সে কালে পিলাত রাজা ছিল সেই দেশে,
পরীক্ষা করিল সে তাঁহারে সবিশেষে।
কিন্তু লেশমাত্র দোষ তাঁতে না পাইল,
অল্প শাস্তি দিয়া তাই ছাড়িতে চাহিল।
কিন্তু প্রাচীনেরা তাতে সম্মত না হল,
"বধহ ইহারে," তারা সবাই কহিল।
সন্তুষ্ট করিতে রাজা সুধু প্রজাগণ,
বধিতে যীশুরে আজ্ঞা করিল তখন।
পরেতে ঘাতকগণ তাঁহারে ধরিয়া,
বধিল প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশে টাঙ্গাইয়া।
তার পরে কোন এক সাধু মহাজন,
সৎকার্য্য করিল দেহ করিয়া যতন।
তিন দিন পরে তিনি মৃত্যু জয় করি,
উঠিলা সমাধি হতে দিব্য দেহ ধরি।
থাকিয়া চল্লিশ দিন শিষ্যদের সনে,
সশরীরে গেলা চলি স্বর্গীয় ভবনে।

মাতা;—

যে বিবি পড়াতে তোমা আসিতা হেতায়,
ঠিক্ এই গল্প তিনি বলিতা আমায়।
কিন্তু এক কথা আমি পারি না বুঝিতে,
কেমনে মনুষ্য, তরে তাঁর মরণেতে?

মালতী;—

রাশিং পাপ, মাগো, করেছি সবাই,
যদি তার সমুচিত দণ্ড মোরা পাই।
তাহলে অনন্তকাল নরকে রহিয়া,
অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডে মরিব জ্বলিয়া।
এই ভাবি দয়া করি যীশু দয়াময়,
মানব আকারে ভবে হইলা উদয়।
আমাদের পরিবর্ত্তে, আমাদের তরে,
ভুগিলা পাপের শাস্তি সেই ক্রুশোপরে।
মরণের পূর্ব্বে গেৎসি-মানির বাগানে,
নরপাপ হেতু কত কষ্ট তাঁর মনে।
শোণিতের বড়ং ফোঁটার মতন,
তাঁর দেহ হতে ঘাম হইল পতন!

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

তৃতীয় কথা।

যোগাকর্ষণ।

রমেশ। কেমন, পূর্ব্বের কথাতে তোমাদের যাহা বলিয়াছি, তাহা কি সুন্দররূপে বুঝিয়াছ? দ্রব্যের বিভাজ্যতার বিষয়ে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাদের ভাব কি বিশেষরূপে ধারণ করিতে পারিয়াছ?

ক্ষিরদ। দাদা, তোমার উদাহরণ সকল শুনিয়া আমাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে। একবার আমি একটী সোনালি পাইয়াছিলাম, আর উহার বিষয়ে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তুমি যে কীটাণুদিগের কথা কহিয়াছ, তাহা আমি অনুভব করিতে পারি নাই। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে নয়নগোচর হয় না, অথচ বৃহৎ প্রাণিদিগের মত উহাদিগের শিরা, রক্ত ও প্রাণাদি আছে, এইটী বড় আশ্চর্য্য।

র। কল্য প্রভাতে আমার অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী লইয়া তোমাদের একটী উকুণের রক্ত সঞ্চালন স্পষ্ট করিয়া দেখাইব। আমার যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তাহা অপেক্ষা যদি আরও ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে উকুণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র প্রাণী, এমন কি, যাহা চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয় না, তাহাও দেখিতে পার। কিন্তু পরে যখন আমরা দৃষ্টিবিজ্ঞানের কথা কহিব, তখন ঐ সকল বিষয় তোমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে তোমরা কি বলিতে পার, বিজ্ঞানবেত্তারা আকর্ষণ কাহাকে কহে?

শরৎ। দাদা, পদার্থবিদ্যার কথা যদি বরাবর এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। আকর্ষণ না অনেক প্রকার আছে?

র। হাঁ, আকর্ষণ অনেক প্রকার অছে, কিন্তু তোমরা আপাততঃ দুইটীর নাম শিখ। একটীর নাম 'যোগাকর্ষণ', আর একটীর নাম 'মাধ্যাকর্ষণ।' যে শক্তি দ্বারা একটী বস্তুর নানা অংশ পৃথক্ হইতে না দিয়া, একত্রে দৃঢ় করিয়া রাখে, তাহাকে যোগাকর্ষণ কহে।

শ। তবে কি যোগাকর্ষণ দ্বারা এই চৌকির ও এই ছুরির অংশ সকল একত্র হইয়া রহিয়াছে?

র। তুমি যে দুইটী উদাহরণ লইয়াছ, তাহা উত্তম বটে, কিন্তু এই ঘরের অন্যান্য বস্তুকেও উহার দৃষ্টান্ত বলিতে পার। অতএব যোগাকর্ষণের নিয়মানুসারে বস্তু সকল কঠিন, কোমল ইত্যাদি হইয়া থাকে।

ক্ষি। তবে গাঁথিবার সময় সুরকির সঙ্গে যে ইট জুড়িয়া যায়, তাহা কি যোগাকর্ষণের নিমিত্ত?

র। হাঁ, উটীও যোগাকর্ষণের নিমিত্ত। তোমরা আর একটী বিষয় শিক্ষা কর, যেমন একটী কঠিন পদার্থের পরমাণু গুলি যোগাকর্ষণের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন থাকে, সেইরূপে যোগাকর্ষণের শক্তি শিথিল হইলে, ঐ পরমাণুগুলি আবার পৃথক্ হইয়া যায়।

ক্ষি। তবে সে দিন যে আমার হাত হইতে গেলাস্‌টা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা কি পড়িয়া যাওয়াতে যোগাকর্ষণ শিথিল হওয়ায় ঐরূপ হইল?

র। ঠিক বলিয়াছ। গেলাস্‌টী দৈবাৎ পড়িয়াই ভাঙ্গিয়া যাউক, কি ইচ্ছা করিয়াই তুমি একটী ছুড়ি কাট, কি সিশী গলাও, সকলই কোন না কোন প্রকারে যোগাকর্ষণের শক্তির শিথিলতায় উৎপন্ন হয়।

শ। আচ্ছা দাদা, সে দিন একজন কাঁসারি আসিয়া আমাদের সেই ভাঙ্গা গেলাসটা জুড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাও কি একটী যোগাকর্ষণের কার্য্য?

র। হাঁ, এবং উহা হইতেই তোমরা জানিতে পারিবে, যে রন্ধনের অনেক কার্য্যে যোগাকর্ষণ উৎপন্ন করে, যেমন ময়দায় প্রথমে ঐরূপ যোগাকর্ষণের কিছুই থাকে না, কিন্তু জল দিয়া মাখিলে তাহা উৎপন্ন হয়, এবং অগ্নিতে দিলে উহার শক্তি আরও প্রবল হয়।

শ। আচ্ছা দাদা, স্বর্ণকারেরা যে অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ গলায়, তাহাতে ত জানা যাইতেছে যে তাপ দিলে যোগাকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। তবে তাপ দ্বারা যোগাকর্ষণের শক্তির বৃদ্ধিও হয়, আর হ্রাসও হয়। ইহার মর্ম্ম কিরূপে বুঝিব?

র। আচ্ছা, আমি বুঝাইয়া দিতেছি। উত্তাপ দিলে সকল বস্তুই বিস্তার হয়। ধাতু গলাইবার নিমিত্ত যে উত্তাপ প্রদত্ত হয়, তাহাতে উহার পরমাণু সকল বিস্তার হইয়া এত অন্তর২ হইয়া পড়ে যে যোগাকর্ষণ শক্তির বহির্ভূত হইয়া যায়; কিন্তু রন্ধনের যে উত্তাপ প্রদত্ত হয়, তাহাতে অবশ্য ময়দার পরমাণু সকলের বিস্তার হয়, কিন্তু তাহা যোগাকর্ষণ শক্তির শিথিলানুসারিক নহে।

ক্ষি। তবে তাপ ও যোগাকর্ষণ, ইহাদের পরস্পর বৈর সম্বন্ধ। কোন জড়ে অধিক তাপ দিলেই তাহার পরমাণুদিগের যোগাকর্ষণ শক্তি শিথিল হইয়া যায়।

র। অতএব তাহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে দ্রব্য মাত্রেরই যে কাঠিন্য ও তারল্যভাব, তাহা কেবল যোগাকর্ষণেরই তারতম্যের ফল। তোমরা যে মাটির সন্দেশ গড়, তাহা মুষ্টির মধ্যে দৃঢ়রূপে চাপ দেওয়ায় বর্দ্ধিতযোগাকর্ষণ হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে। এইরূপ পিণ্ড তাদৃশ সুদৃঢ় হয় না, কারণ সামান্য চাপের দ্বারা উহাদিগের রেণুকে আমরা তাদৃশ সন্নিকৃষ্ট করিতে পারি না। যদি উপযুক্ত যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশিষ্ট চাপের দ্বারা কঠিন পিষ্টক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ক্ষি। যদি তাপদ্বারা পরমাণুদিগের যোগাকর্ষণ শক্তি হ্রাস হয়, তাহা হইলে কোন দ্রব্য হইতে তাপ বিনির্গত করিতে পারিলেও ত যোগাকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে?

র। হাঁ, যথার্থ অনুমান করিয়াছ। তোমরা যে বরফ দেখিতে পাও, তাহা ঐ কারণে প্রস্তুত হয়। জল অতি তরল পদার্থ হইলেও, উহার অন্তর্গত তাপভাগ অনেক বিনির্গত হইলে, কঠিন হইয়া গিয়া বরফ হয়। আর প্রতিদিন যে ধূম

বা বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা ঐ কারণে উপরে উঠিয়া মেঘ হয়।

শ। দাদা, আমার একটী সন্দেহ আছে; তুমি বলিয়াছিলে যে দুইটী দ্রব্য পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলেই তাহাদের যোগাকর্ষণ অধিক হয়, এবং অধিক হইলেই তাহারা সংযুক্ত হয়। কিন্তু আমি এই দুইটী পয়সা উপর্য্যুপরি রাখিলাম, কিন্তু কৈ, সংযুক্ত হইল না।

র। প্রায় সকল বস্তুই বন্ধুর। যদি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সকল বস্তুই আবার মসৃণ; এই নিমিত্ত দুইটী পদার্থ উপরে উপরে মিলিলেও তাহাদের অতি অল্প ভাগই অতি সন্নিকৃষ্ট হয়। যে স্থলে দুই দ্রব্যের অধিকাংশই বাস্তবিক অতি সন্নিকৃষ্ট হয়, সেই স্থানে অবশ্যই যোগাকর্ষণের কার্য্য দৃষ্ট হয়। যদি ঐ দুইটী পয়সার মধ্যে কিঞ্চিৎ জল বা তৈল দিয়া মধ্যগত বন্ধুরত্ব মোচন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে একটী পয়সা ধরিয়া তুলিলে একেবারে দুইটীই উঠিবে।

শ। আমরা যোগাকর্ষণের বিষয় বেশ বুঝিয়াছি। এবারে আমাদের কিসের কথা বলিবে?

র। তোমরা আর একটী বিষয় শিখ। কোন দ্রব্যের পরমাণু যোগাকর্ষণ গুণে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না হইলে, উহারা আপনা আপনিই গোলাকার ধারণ করে। যেমন বৃষ্টির জল কোঁটা কোঁটা হইয়া পড়ে; চক্ষের জল বিন্দুরূপে নির্গত হয়; রাত্রিতে যে শিশির পড়ে, তাহা মুক্তার ন্যায় দেখায়। এই নিমিত্ত মিঠাইয়ের বুঁদি ও সীসার ছিটা গুলি গোল হয়।

চীনদেশের চিকিৎসক।

আমাদের কলিকাতার পাঠকগণ প্রতি বৎসর শীতকালে দেখিয়া থাকেন, বড় রাস্তার ধারে খোঁড়া চিকিৎসকেরা আসিয়া দোকান খুলিয়া বসে। তাহারা কেবল চক্ষুরোগের চিকিৎসা করে। চীনদেশেও ঐরূপ চিকিৎসক আছে। ঐ দেখ, একজন অন্ধ চিকিৎসকের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। আর একজন দাঁড়াইয়া বই পড়িতেছে। উহার চক্ষু ভাল হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার

জন্য উহাকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল চিকিৎসকেরা সকল প্রকার চক্ষের পীড়া আরোগ্য করিতে পারে না, জন্মান্ধকে ইহারা কখনও চক্ষুদান করিতে পারে নাই। যাহাদের চক্ষে সামান্য দোষ ঘটে, উহারা তাহাই আরোগ্য করে।

যে ব্যক্তি সুধু কথাদ্বারা জন্মান্ধকে চক্ষু দান করেন, তাঁহার বিষয়ে তোমাদের কি বোধ হয়? তাঁহার নাম যীশুখ্রীষ্ট। তোমরা তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের অন্ধ জ্ঞান-চক্ষু প্রসন্ন করিবেন।

লেডি হেয়ারউডের

জীবনচরিত।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষ।

বড় দাসী। তা বলিয়া এখন কি হবে? তিনি যা ভাল বুঝিয়াছেন তাই করিয়াছেন। আর আমার বোধ হয়, সবে একটী ছেলে আর একটী মেয়ে বৈত নয়; এরাও এখন হাঁটিতে শিখিয়াছে; আমরা সেখানে দুজন আছি, আমাদের দ্বারাই সকল কাজ চলিতে পারে। তবে আমি এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে চাহি না। তিনি যাহা ঠিক করিয়াছেন, তাহার উপর কি আমার কথা চলিতে পারে? আমাকে যা হুকুম করেন তাই করিতে হয়।

গিন্নী বড় দাসীর কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া একটু কর্কশ ভাবে বলিলেন, আমিও তোমাকে বলি, তুমি আপনার ইচ্ছামত না চলিয়া কর্ত্তারই হুকুম মত কাজ কর। বড় দাসী গিন্নীর এ কথায় কাণ না দিয়া কাপড় গুছাইয়া পরিয়া বলিল, আপনি জেনকে একটু শীঘ্র শীঘ্র করিয়া গুছাইয়া দিতে বলুন। আমিও জেনের জন্য দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু কি করিব? আর বিবেচনা করিয়া দেখুন, জেন্ সামান্য গরিবের মেয়ে বৈত নয়; পাড়াগাঁয়েই তাহার দ্বারা কাজ চলিতে পারে, সেগুনে বড় বড় লোকের মধ্যে তাহার দ্বারা কাজ চলা সহজ নয়।

গিন্নী তাহাকে আর কিছু না বলিয়া জেনের কাছে গেলেন, এবং তাহাকে সস্নেহভাবে কহিলেন, তুমি এ সকল কথা কিছু মনে করিও না। আর কাঁদিও না; আমি তোমার জন্য কর্ত্তার কাছে সমস্ত বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতেছি, তবে সম্প্রতি তিনি যা হুকুম দিয়াছেন, সেইরূপ করিতে হইতেছে। তুমি সব গুছাইয়া এমাকে পাঠাইয়া দেও।

বড় দাসী বলিল, অধিক কাপড় দিবার আবশ্যক নাই। ২।৪ রকমের কাপড় দিলেই হইবে। এখানকার সব কাপড় পুরাণ রকমের, সেখানে গিয়া নূতন নূতন রকমের কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

জেন্ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিল। গিন্নী আর এক জন ঝিকে তাহার সঙ্গে গিয়া সমস্ত গুছাইয়া দিতে বলিলেন। জেন্ কাঁদিতে কাঁদিতেই সব গুছাইতে লাগিল। সঙ্গের ঝিও কাঁদিতে লাগিল। এমাকে কাপড় পরাইয়া দিবার সময় জেনের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল। এমা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সে বাপের কাছে যাইব ভাবিয়া মনের আনন্দে আছে এবং জেন্‌কে কহিতেছে, তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? আমি বাবার কাছে গিয়াই তোমাকে ভাল টুপি ও ভাল শাল কিনিয়া দিব। জেনের শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কহিতে লাগিল, মা, আমি তোমায় ফেলিয়া কেমন করিয়া একা থাকিব! দ্বিতীয় ঝি বলিল, যদি পাঠাইতেই হইল, তবে আর দেরি করিলে কি হইবে? চল, শীঘ্র করিয়া যাই। এই বলিয়া সে এমার বাক্স লইয়া চলিল: জেন্ ও এমাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে গিন্নীর ঘরে উপস্থিত হইলে বড় দাসী দেখিয়া বলিল, কেমন, সব ঠিক হইয়াছে? আমি আর দেরি করিতে পারি না। তৎপরে এমাকে কহিল, এস মা, আমার কাছে এস; তোমাকে তোমার বাবার কাছে লইয়া যাই!

এমা। আমি জেনের সঙ্গে যাব।

বড় দাসী কোল বাড়াইয়া বলিল, জেন্ ত যাবে না। তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে লইয়া যাইতেছি—তোমাকে সেখানে গিয়া কেমন ভাল ভাল কাপড় কিনিয়া দিব, ভাল ফিতা দিব এবং কত খেলনা দিব!

এমা জেনের সঙ্গে যাব বলিয়া জোর করিয়া গলা জড়াইয়া থাকিল। বড় দাসীর ব্যবহার ও জেনের কান্না দেখিয়া তাহার ভয় হইল। গিন্নী আস্তে আস্তে তাহাকে জেনের কাছ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন এবং বড় দাসীকে আগে গাড়ির মধ্যে যাইতে বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, এবং

তাহাকে গাড়ির মধ্যে দিয়া শীঘ্র গাড়ি চালাইতে বলিলেন। এমা গাড়িতে গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে এবং বারম্বার জেন্‌কে ডাকিতে লাগিল। গাড়ি চলিয়া গেল। জেন্‌ গিন্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু কি করিবে, অনবরত কেবল কাঁদিতে লাগিল।

পারস্যরাজ ফতে আলি শা।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সর জন ম্যালকম সাহেব রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে পারস্য দেশে যাইয়া ফতে আলি শার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দেখ, তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর নানাবিধ বহুমূল্য হীরক-খচিত অলঙ্কারে আবৃত। আমাদের অলঙ্কার প্রিয় পাঠকগণ একটী হীরা

পাইলে আঙটিতে বসাইয়া আপনাকে কত শৌভাগ্যশালী জ্ঞান কর, এমন শত শত হীরা ইহাঁর শরীরে আছে।

পারস্য দেশে রাজার চিত্রপটের অতিশয় মান। একবার কোন অনুগত রাজাকে পারস্যাধিপতি তাঁহার চিত্রপট পাঠাইয়াছিলেন। অনুগত রাজা সেই চিত্রপট প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি করেন, এবং প্রজারা আসিয়া সেই চিত্রপটকে নজর দিয়া শত২ বার সেলাম করে।

মালতী।

স্থান-পৈতৃক বাটী।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার হিন্দুমাতা ও ভগিনীর কথোপকথন।

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

সেই ক্রুশোপরে, মাগো, স্মরিলে সে কথা,
পাষাণ হৃদয়ে কত উপজয়ে ব্যথা!
প্রেকে বিদ্ধ হস্ত পদ, দোষীর মতন,
হল তাঁর দেহ হতে শোণিত পতন।
তাঁর কষ্ট দুঃখ হেরি মেদিনী কাঁপিল,
শোকেতে তিমিরবাস পৃথিবী পরিল।
বটে পাষাণেতে হল গিরির গঠন,
তাহারো কঠিন দেহ হল বিদারণ।
হেরিতে সে কষ্টরাশি অসহ্য হইল,
মেঘের আড়ালে সূর্য্য নিজে লুকাইল।
জগতের প্রভু খ্রীষ্ট জগতের গতি,
আদমসন্তান মোরা পাপী মূঢ়মতি।
দয়া প্রকাশিয়া পাপী উদ্ধারের তরে,
ভুগিলা পাপের ফল, যীশু ক্রুশোপরে।
জ্ঞান চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইয়েছি,
প্রশস্ত নরক পথে সদা ধাইতেছি।
পাপ স্রোতে নরগণ যেতেছে ভাসিয়া,
আইলা জগতে যীশু ধরিতে তুলিয়া।
খুলিলা স্বর্গের দ্বার, যাহা রুদ্ধ ছিল,
অতীব আশ্চর্য্য দয়া মনুষ্য হেরিল।
যে ক্রোধের পাত্র মোরা ছিলাম সবাই,
প্রভু যীশু নিজ পরে সহিলা তাহাই।
পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত আছয়ে বিধান,
হিন্দু শাস্ত্রেতেও পাই তাহার প্রমাণ।
বিনা প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষমা নাহি হয়,
ক্ষমা ব্যতিরেকে পাপী কভু না তরয়।
ঈশ্বরাবতার যীশু দয়ার সাগর,
সাধিলা সে প্রায়শ্চিত্ত ক্রুশের উপর।
অনুতাপসহকারে যেই পাপীজন,
ভগ্ন মনে ধরে আসি যীশুর চরণ।
প্রত্যাশা নির্ভর তাঁতে করে এক মনে,
আর তাঁর পদচিহ্নে চালায় চরণে।

তাহারি প্রার্থনা আর কাতর বচন,
যীশু অনুরোধে পিতা করেন শ্রবণ।
পরিত্রাণ লভে সেই মহাসুখী হয়,
মরণান্তে স্বর্গবাস অবশ্য লভয়।
তাঁহাতে বিশ্বাস নাহি করে যেই নর,
তার শেষগতি হয় নরক দুস্তর।

মাতা ;—
শুনিনু আশ্চর্য্য কথা আজি তব মুখে,
ভজিলে যীশুরে, পাপী স্বর্গে যায় সুখে।
নররূপে নরলোকে করি আগমন,
পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিলা সাধন।
তাঁহাতে বিশ্বাসী জন পরিত্রাণ পায়,
অবিশ্বাসী মরণান্তে নরকেতে যায়।

হেমাঙ্গিনী ;—
আমি বলি এক কথা শুনগো মালতি,
তোমার কথায় আমি না দেখি যুকতি।
অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত পাপের উচিত,
ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে ইহা জানিবে নিশ্চিত।
আমরা যে পাপী ইহা করিব স্বীকার,
অনুতাপই এ পাপের সত্য প্রতিকার।
অনুতপ্ত চিত্তে যদি পিতার চরণ,
আমরা বিনম্র মনে করিগে ধারণ।
পাপিষ্ঠ সন্তানে পিতা দয়া প্রকাশিয়া,
অপরাধ ক্ষমি কোলে লইবা তুলিয়া।
অপব্যয়ী পুত্র ফিরে আইল যখন,
অনুতপ্ত হেরি পিতা করিলা গ্রহণ।
পূর্ব্ব অপরাধ তার সকলি ভুলিলা,
পূর্ব্বের মতন তারে গৃহেতে রাখিলা।
অতএব প্রায়শ্চিত্তে নাহি প্রয়োজন,
অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত অখণ্ড্য বচন।
যীশু যে ক্রুশ উপরি ত্যজিলা পরাণ,
তাহাতে না হয় কভু মানুষের ত্রাণ।

মাতা ;—
হেমের কথাও বড় অসঙ্গত নয়,
অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত মম মনে লয়।

মালতী ;—
শুন, মা, তোমায় তবে বলিব ভাঙ্গিয়া,
কাল্পনিক মতে দিদি গেলেন ভুলিয়া।
প্রথমতঃ, জননি গো, করহ স্মরণ!
পাপেতে মজিয়া আছে মানুষের মন।
সদসৎজ্ঞান যাহা অমূল্য রতন,
পাপেতে বিকৃত তাহা হয়েছে এখন।
অপরের হাত না ধরিয়া অন্ধ জন,
পারেনা গন্তব্য স্থানে করিতে গমন।
জ্বর বিকারেতে কেহ আক্রান্ত হইলে,
খায় না ঔষধ কভু মুখে তুলে দিলে,
যাহাতে তাহার পীড়া প্রবল হইবে,
আশু মিষ্ট বলি তাহা আদরে খাইবে।
প্রকৃত ঔষধ যাহা পীড়া নাশ করে,
সে সব অপ্রিয় হয় তাহার গোচরে।
প্রকৃত ঔষধ নাহি চিনে সেই জন,
প্রকৃতিস্থ নয় বলি এরূপ ঘটন।
ঠিক্ জেন এই রূপ মনুষ্য সকল,
পাপেতে প্রকৃতি সব হয়েছে বিকল।
যে প্রকার অনুতাপ গ্রাহ্য যোগ্য হবে,
স্বত মানুষের মনে তাহা না সম্ভবে।
সূর্য্যালোকে আলোকিত যথা শশধর,
সূর্য্য রশ্মি বিনা তার তমো কলেবর।

সেই রূপ পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে,
মানব হৃদয় পূর্ণ হয় ধর্ম্মভাবে।
তাঁহা বিনা অন্ধকার মানুষের মন,
সত্য অনুতাপ তাতে সম্ভবে কখন?
দ্বিতীয়তঃ, দেখ, মা গো, বিবেচনা করে,
যদি সত্য অনুতাপ জনমে অন্তরে।
পিতা পরমেশ যেন হইয়া সদয়,
ক্ষমিলেন সে জনার গত পাপচয়।
কিশে তার ভাবি পাপ হইবে মার্জ্জনা,
এবিষয়, জননি গো, কর বিবেচনা।
অনুতাপ করি পরে শত শত জন,
প্রলোভনে পড়ি করে পাপ আচরণ।
তাহাদের সেই পাপ কেমনে খণ্ডিবে,
কেমনে তাহারা বল, স্বর্গেতে যাইবে?
যদি বল যত বার, আচরিবে পাপ,
তত বার তার তরে কর অনুতাপ!
হেরি তাহা পরমেশ সন্তুষ্ট হইবা,
তব সেই কৃত পাপ তখনি ক্ষমিবা।
শিশু সম হয় এই বচন নিশ্চয়,
পণ্ডিতের মনে ইহা কভু নাহি লয়।
অনুতাপে চিত্তশুদ্ধি কভু না সম্ভবে,
সুতরাং পুনঃ২পাপ আচরিবে।
নবীকৃত না হইলে মানুষের মন,
পারিবে না এড়াইতে পাপ প্রলোভন।
যদি কোন দুষ্ট লোক তব অগোচরে,
গৃহে প্রবেশিয়া এক ঘটি চুরি করে।
তার পরে তুমি তাহা জানিতে পারিলে,
ঘটি দেখি যেন সেই দুষ্টকে ধরিলে।
অমনি তোমার কাছে করিয়া গমন,
সবিনয়ে বলিতে লাগিল সেই জন।
করিয়া এ ঘটি চুরি মনে সুখ নাই,
অনুতাপানলে মন জ্বলিছে সদাই।
অতএব ক্ষমা মোরে করহ আপনি,
করিব না হেন কর্ম্ম জীবনে কখনি।
তার এই বাক্য তুমি করে বিবেচনা,
সে বারের মত তারে করিলে মার্জ্জনা।
পুনর্ব্বার সেই জন সুযোগ পাইয়া,
পেতলের কলসি নিয়ে গেল পালাইয়া।
খুঁজিতেং তুমি ধরিলে তাহায়,
এবারেও সেই জন পড়িলেক পায়।
করিল স্বীকার সেই আপনার পাপ,
অনুতপ্ত হেরি তারে তুমি কৈলা মাপ।
তার পরে সে জনার মতিচ্ছন্ন হল,
সিঁধ কাটি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।
লোহার সিন্ধুক ভাঙ্গি যত অলঙ্কার,
লইয়া সে চলি গেল গৃহে আপনার।
এবারেও ধরা পড়ে যদি সেই জন,
অপরাধ ক্ষমা চাহে তোমার সদন।
তুমি কি ক্ষমিবা তারে দয়া প্রকাশিয়া,
অথবা পুলিসে তারে দিবে পাঠাইয়া?
যত বার করিবেক পাপ আচরণ,
তত বার অনুতাপ তাহার কারণ।
তাহাতে যে পরমেশ হইবা সদয়,
বালকের মত যুক্তি ইহা অতিশয়!
যীশুতে জননি, তুমি করহ বিশ্বাস,
তাঁর প্রায়শ্চিত্তে গত পাপ হবে নাশ।
তাঁর অনুরোধে তবে পিতা পরমেশ,
নিজাত্মার আবির্ভাব দানিবা বিশেষ।

তাহাতে তোমার চিত্ত হবে সংশোধন,
অবহেলে এড়াইবে পাপ প্রলোভন।
পরম পবিত্র সেই আত্মার প্রভাবে,
তব মন পূর্ণ হবে, মা গো, ধর্ম্মভাবে,
নবীকৃত হবে মন, বাসনা সকল,
ফলিবে তোমাতে মা গো, ধর্ম্মময় ফল!

মনে কর, যদি কেহ নরহত্যা করে,
ধরে নিয়া যায় তারে রাজার গোচরে।
দণ্ড ভয়ে যদি সেই অনুতপ্ত মনে,
চাহে অপরাধক্ষমা বিনম্র বচনে।
যদ্যপি সদয় হয়ে তাহাতে ভূপতি,
বিনা দণ্ডে সেই জনে করেন মুকতি।
সমুচিত দণ্ড নাহি দেওয়াতে তাহারে,
অন্যায়ী বলিয়া লোকে দূষিবে রাজারে।
পরাৎপর পরমেশ রাজা ন্যায়বান,
পাপের উচিত শাস্তি তাঁহার বিধান।
যে যেমন কর্ম্ম করে, পাবে তার ফল,
ঈশ্বরের বিধি এই, হবে না বিফল।
সাধারণ অনুতাপ ক্ষণিক যাতনা,
সত্ত উপজয়ে মনে জেনে কি জান না?
পরমেশ প্রতিকূলে করি যেই পাপ,
ঈশদত্ত শাস্তি তার নহে অনুতাপ।
পরমেশ হতে যেই দণ্ডের বিধান,
পাপের উচিত শাস্তি তারে করি জ্ঞান।
বিবেচনা করে, মাগো, দেখহ এখন,
কর যদি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন।
জ্বলন্ত অনলে হস্ত করিলে অর্পণ,
তখনি তোমার হাত হইবে দহন।
জীবন নাশক বিষ করিলে ভক্ষণ,
তখনি বিনাশ হবে তোমার জীবন।
কোন দিন অতিরিক্ত করিলে ভোজন,
উদরের পীড়া আসি করে আক্রমণ।
এ নিয়ম লঙ্ঘি যদি কর অনুতাপ,
নিবারণ হয় কি মা, তাতে কষ্ট তাপ?
লঙ্ঘিলে মা শারীরিক নিয়ম সকল,
পরমেশ দেন যদি তার প্রতিফল।
আত্মিক নিয়ম তাঁর করিলে লঙ্ঘন,
শাস্তি দানে তিনি কি মা, হবেন কৃপণ?
ইতিহাসে, মাগো, মোরা করি অধ্যয়ন,
মনুষ্য মধ্যেও ছিলা ন্যায়পরায়ণ।
বহুকাল গত হল ক্রতস্ নামেতে,
ছিলা এক বিচারক রোম নগরেতে।
সেই জন ছিলা অতি ন্যায় পরায়ণ,
বিচারেতে ন্যায় গুণ করিতা রক্ষণ।
নির্ব্বাসিত নৃপতিরে দিতে সিংহাসন,
ষড় যন্ত্র করে তাঁর যুগল নন্দন।
রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা পাপ অতিশয়,
বিদ্রোহী বলিয়া তারা পরে ধৃত হয়।
পিতা ছিলা বিচারক ন্যায়পরায়ণ,
প্রেরিত হইল তারা তাঁহার সদন।
যবে তাহাদের দোষ হইল প্রমাণ,
আদেশিলা তাহাদের বধিতে পরাণ।
পুত্র শোকে বিচারক আকুলিত মনে,
করিলা রোদন পরে বসিয়া নির্জ্জনে।
বিবেচনা করে মাগো, দেখহ এখন,
মনুষ্য হইল হেন ন্যায়পরায়ণ।
ন্যায় পূর্ণ পরমেশ জগৎ পালক,
ভাব, তিনি কি প্রকার ন্যায় বিচারক।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

চতুর্থ কথা।

মাধ্যাকর্ষণ

রমেশ। অদ্য তোমাদিগকে মাধ্যাকর্ষণের বিষয় উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, যে গুণ থাকাতে জড়ের পরমাণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইয়া একত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে যোগাকর্ষণ কহে। কিন্তু যে গুণের দ্বারা দূরস্থিত বস্তু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। উপর হইতে ভূপৃষ্ঠে যে শত শত বস্তু পতিত হয়, তাহারাই ইহার উদাহরণ।

শরৎ। তবে আমার হাত হইতে যদি এই পয়সাটী পড়িয়া যায়, বা ঘরের উপর হইতে বালি খসিয়া পড়ে, বা বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হয়, সকলই কি মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য?

র। হাঁ, উহারা সকলেই মাধ্যাকর্ষণ প্রযুক্ত পতিত হয়, এবং যদি উহাদিগকে পড়িবার সময় আশ্রয় দেওয়া না যায়, তাহা হইলে উহারা পৃথিবীর উপরিভাগে লম্বভাবে পতিত হয়।

ক্ষীরোদ। আচ্ছা দাদা, আমরা যে দেখিতে পাই যে ধূম, বাষ্প ইত্যাদি লঘু বস্তু সকল নিম্নে পতিত না হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়! তবে কি তাহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত?

র। আপাততঃ ঐ রূপ বোধ হয় বটে; এবং অনেক দিন অবধি লোকের বিশ্বাস ছিল যে ধূম, বাষ্প ইত্যাদির কিছু মাত্র ভার নাই। কিন্তু বাত-নির্যান যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়া

অবধি এই ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। বায়ু-নির্যান যন্ত্র দ্বারা এক দীর্ঘ কাচ-পাত্র হইতে সমুদায় বায়ু নির্গত করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে ধূম এবং বাষ্পও, সিসার ন্যায় নিম্নদিকে পতিত হয়। পরে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব যে ধূম বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে উত্থিত হয়, এবং উপরে উঠিতে উঠিতে যে স্থানের বায়ুর ঘনত্ব উহার ঘনত্বের সমান, সেই স্থানের উপর উহা আর উত্থিত হইতে পারে না।

শ। তবে কি এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিমিত্ত পৃথিবীস্থিত সমস্ত বস্তু উহাতে সংলগ্ন থাকে?

র। হাঁ, পৃথিবী গোলাকার হওয়া প্রযুক্ত উহার উপরিস্থিত সর্ব্বস্থানের বস্তুই উহাতে সংলগ্ন থাকে; কারণ সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রেতে আকৃষ্ট হয়; আর সকল বস্তুই উহার কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই, আমরা ও আমাদিগের বিপরীত দিকের, মনে কর, আমেরিকার লোকেরাও সমভাবে পৃথিবীতে দণ্ডায়মান থাকে।

ক্ষী। এইটী বুঝা বড় কঠিন; কিন্তু যদি এক স্থানের লোক পৃথিবী পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে, কেনই বা না অপর স্থানের লোকেরা উহার পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? আচ্ছা, মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা কি সকল বস্তু সমভাবে আকৃষ্ট হয়?

র। হাঁ, বস্তু সকলের আকার প্রকার ভেদে উহার কিছুই তারতম্য হয় না। বস্তুর পরমাণু সমষ্টি যে পরিমাণে যত অধিক হয়, মাধ্যাকর্ষণশক্তিও সেই পরিমাণে তত অধিক হইয়া থাকে; অর্থাৎ এক সের ওজন দ্রব্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যে পরিমাণে কার্য্য করে, চারি সের ওজন দ্রব্যে তাহার চারি গুণ অধিক শক্তি-সহকারে কার্য্য করে। এই হেতু পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী বস্তু সকল সমবেগে ভূতলে পতিত হয়?

ক্ষী। দাদা, বেগ কাহাকে কহে?

র। এইটী আমি তোমাদিগকে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। যদি তুমি আর কুসুম একত্র চলিতে আরম্ভ করিয়া, তুমি এক ঘণ্টায় এক মাইল, আর কুসুম এক ঘণ্টায় দুই মাইল যাও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা সে কত দ্রুত চলিয়াছে?

ক্ষী। দ্বিগুণ দ্রুত চলিয়াছে।

র। হাঁ, কারণ এক সময়ের মধ্যে তুমি যত দূর চলিয়াছিলে, কুসুম তাহার দ্বিগুণ চলিয়াছিল; এই নিমিত্ত তাহার বেগ তোমার বেগ অপেক্ষা দ্বিগুণ। অতএব একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী বস্তু যত দূর যাইতে পারে, উহা তাহার বেগ।

শ। দাদা, তুমি এই মাত্র বলিলে যে পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী বস্তু সকল এক সময়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। যদি আমি একটী পয়সা, আর একটী পালক সমদূর হইতে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কৈ তাহারা ত এক সময়ে ভূতলে পতিত হয় না।

র। যদি বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে উহারা এক সময়ে পতিত হইতে পারিত। বায়ুর প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ ঐ রূপ ঘটনা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি বায়ু নির্যান-যন্ত্র দ্বারা কোন কাচপাত্র হইতে সমুদায় বায়ু নির্গত করিয়া তাহার মধ্যে একটী পয়সা এবং একটী পাখির পালক ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে তাহারা একেবারে নীচে পতিত হইবে। এটী তোমরা আপনারাও মোটামুটি এক রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একটী পয়সা লও, এবং তাহার সমান করিয়া এক খণ্ড কাগজ কাট, এবং সেই কাগজ খণ্ডকে ঐ পয়সাটীর ঊর্দ্ধদিকে বসাইয়া ফেলিয়া দাও; দুই দ্রব্যই এক সময়ে ভূমি স্পর্শ করিবে। কারণ নিম্নবর্ত্তী পয়সার গমনে বায়ু স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা কাগজের পতনের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।

ক্ষী। তবে বোধ হয়, ঐ কারণে একটী পয়সা ও একটী সোলা জলে ফেলিয়া দিলে, সোলাটী ভাসিয়া উঠে।

র। হাঁ, দুইটী উদাহরণই এক, তবে প্রথমের ব্যবধান বায়ু, আর দ্বিতীয়ের ব্যবধান জল। আর যদিও বেগবলে প্রথমে সোলাটী ফেলিয়া দিলে কিঞ্চিৎ ডুবিয়া যায়, তথাচ জলের উৎপ্লবনশীল বেগ উহা অপেক্ষা অধিক হইলে উহা পুনর্ব্বার উত্থিত হয়।

অপব্যয়ী পুত্রের দুর্দ্দশা দর্শনে উক্তি।

অপব্যয়ী পুত্র শূকরপাল চরাইতেছে।

(শশিবদনা ছন্দঃ।)

অরেরে অবোধ, কি তোর কুমতি !
কুকরমে মজি দয়ালু পিতারে,
আইলি ছাড়িয়া, ভাই ত দুর্ম্মতি,
কি ছিলি, কি হলি, ভাসিলি পাথারে !

তোর যে জনক ধন জন বলে,
অতিশয় বলী মানেরে সবায় ;
ছাড়িয়া তাঁহারে আইলিরে চলে,
হানিলি কুঠার আপনার পায় ।

কুলোকের সাথে মজি কুকরমে,
জনকের ধন দিলে উড়াইয়া ;
দিলে জলাঞ্জলি পুত্রের ধরমে,
এবে দেহ শীর্ণ অন্নের লাগিয়া !

ভুলিয়া পিতারে রহিলে যত,
পাপের সাগরে ততই ডুবিলে ;
নানাবিধ দুখে ঘেরিল তত,
আপনার দোষে আপনি মজিলে ।

পিতার ভবনে দীন দুঃখী জন,
খাইতেছে সুখে অন্ন রুটী ডাল;
অনাহারে তব বিশীর্ণ বদন,
চরাইছ মাঠে শূকরের পাল ।

এ ভাবেতে যত কাটাইবে কাল,
পাপের সাগরে ততই মজিবে ;
তাহাতে যদ্যপি হয় তব কাল,
অনন্ত নরকে পচিয়া মরিবে ।

তব দশা হেরে পাই উপদেশ,
স্বর্গীয় পিতারে ছাড়িয়া যে জন ;
করে গিয়া বাস শৈতানের দেশে,
তব সম তার দুঃখ অগণন ।

যতই পাপেতে মজেরে সে জন,
ততই তাহার হয় অধোগতি ;
সংসারের দুখে হইয়া মগন,
নানাবিধ কষ্ট পায় রে সে জন ।

শুনহ বচন অরে রে দুর্ম্মতি !
বিদেশেতে থাকি কেন কষ্ট পাও ?
তোমার জনক দয়াবান অতি,
তাঁহারি নিকটে ত্বরা করি যাও !

জনক তোমার অতি সদাশয়,
তোমারি যাতনা করি দরশন ;
হইবে হৃদয়ে দয়ার উদয়,
অবশ্য তোমারে করিবা গ্রহণ !

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

খনা।

খনা নামধারিণী দুইটী রমণী ছিলেন। একের স্বামীর নাম বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন। ইনি বিদ্যাবতী ও রূপবতী ছিলেন বটে, কিন্তু যে খনা দেশে খ্যাতাপন্না, তাঁহার অপেক্ষা অনেক অংশে সামান্যা। অপরের জন্ম বিবরণ প্রায় অজানিত। বোধ হয়, কোন উৎকৃষ্ট জ্যোতিষীয় গৃহে ইনি পালিতা হইয়া থাকিবেন, এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ ইহাঁর এত জ্যোতির্বিদ্যায়

ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এমত কিম্বদন্তী, যে বরাহ নামক বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের এক সন্তান জন্মে এবং তিনি সেই সন্তানকে স্বল্পায়ু গণনা করিয়া বনবাস অথবা ভাসাইয়া দেন। বোধ হয়, মূসার ন্যায় কোন আশ্চর্য্য প্রকারে ইহার জীবন রক্ষা পাইয়া থাকিবেক। সে যাহা হউক, ইনি অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বিধাতার অননুভূত নির্ব্বন্ধানুসারে উক্ত খনার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাঁরা উভয়ে বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হওয়াতে, রাজা মিহিরকে সভাপণ্ডিত করেন এবং শীঘ্রই মিহিরের সহিত বরাহের পরিচয় হয়। তাহাতে বরাহ যদিও তাঁহাকে আপনাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত জানিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যা করিতেন, তথাপি যখন জানিতে পারিলেন যে মিহির তাঁহার নিজ ঔরসজাত সন্তান এবং খনা তাঁহার পুত্রবধূ, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। বরাহ স্নেহসহকারে তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই অবধি তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনল বসনে ঢাকে না, বিদ্যাও গুপ্ত থাকে না। অতএব গৃহাভ্যন্তরেও যে খনার অসাধারণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইবেক, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? খনার এমনি বিস্ময়জনক ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, যে কঠিন২ গণনা সকল তিনি করিতে পারিতেন। বরাহ ও মিহির যাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, খনা সেই সুকঠিন গণনা অনায়াসে করিয়া দিতেন। এক সময়ে বিক্রমাদিত্য নক্ষত্র সংখ্যা জানিতে ইচ্ছা করাতে, বরাহ নিতান্ত অপারক হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া খনা বরাহকে ভোজন করিতে বলিলে, তিনি নিজ বিপদের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। খনা তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকাতে কয়েকটী অঙ্ক পাতিয়া শ্বশুরকে বলিলেন, আকাশে এত নক্ষত্র আছে। তখন বরাহ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ভোজনপান সাঙ্গ করিয়া, রাজসমীপে নক্ষত্র সংখ্যা জ্ঞাত করিলেন। রাজা

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরাহ, এ চমৎকার সূত্র কোথায় পাইলে?" বরাহ পুত্রবধূর আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া খনাকে সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাকে সভায় আনিতে আদেশ করেন। বরাহ রাজঅভিসন্ধি না বুঝিয়া, অপমান ভয়ে মিহিরকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া, খনার প্রাণ নাশ করিতে আদেশ করেন। মিহির পিতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য জানিয়া রোদন করিতে২ খনার জিহ্বা ছেদন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট হয়।

খনার বিবরণ পাঠে, কে না স্বীকার করিবেন, যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। জাতিভেদ ও স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর-বাস পদ্ধতি দেশে বদ্ধমূল না থাকিলে, কি বরাহের ন্যায় পণ্ডিতের ঈদৃশ কুমতি হইত? না মিহিরের ন্যায় স্বামীর স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিত? এক্ষণেও স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার বশতঃ প্রায় লেখাপড়া শিখিতে চাহেন না। হায়! এই ভয়াবহ কুসংস্কার স্রোতঃ কতদিনে নিবারিত হইবে?

খনার বচন সুপ্রসিদ্ধ ও দেশীয় পঞ্জিকার মূল। নিম্নে তাহার দুই একটী উদ্ধৃত হইল।

গ্রহণ গণনা।

"যেই মাসে যেই রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশি, যদি পায় পূর্ণমাসি, অবশ্য রাহু চাঁদ গ্রাসি।

অস্যার্থ।

"মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, ইত্যাদি ক্রমেতে মাসের রাশির সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ দিবসে পূর্ণিমা হয়, তবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে।"

মৃত্যু গণনা।

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে, কথা কহে ঊর্দ্ধ নয়নে, শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত, সেই দূতে পুছে বাত, কুটো ছিঁড়ে করে খাই, খনা বলে ফুরাল আই।

অস্যার্থঃ।

দূত কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্বাদ আনিয়া যদি বাটীর বা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান হয়, বা ঊর্দ্ধ নয়নে কথা

কহে, কিম্বা মস্তকে বা পৃষ্ঠে বা বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া থাকে, কিম্বা কুটি হস্তে ছিঁড়ে বা দন্তে চর্ব্বণ করে, তবে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

অদ্ভুত জন্তু!

ইলোয়ানদন, মেগালসারস ও হেলিয়সারস।

উপরে চারিটী অদ্ভুত জন্তুর চিত্র প্রকাশ করা গেল। ঐ প্রকার জন্তু এক্ষণে পৃথিবীর কোন অরণ্যে পাওয়া যায় না। উহারা জলপ্লাবনের

পূর্ব্বে জীবিত ছিল। উহাদের মধ্যে একটী পাদমূল হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ৩৷৷ হাত উচ্চ; ইহার শরীর প্রায় ৪৩ হাত লম্বা। ক্রীষ্টেল অট্টালিকায় ঐ প্রকার জন্তুর একটী আদর্শ আছে।

কোন কোন স্থানে মাটীর নীচে এই সকল জন্তুর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা তদনুসারে উহাদের আকার নিরূপণ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও মাটীর নীচে অনেক অস্থি পাওয়া যায়, কিন্তু তেমন অনুসন্ধিৎসু লোক না থাকাতে, সেই সকল কি প্রকার জন্তুর অস্থি এপর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করা হয় নাই।

মালতী।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার হিন্দু মাতা ও ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী ভগিনীর কথোপকথন।

মালতী।—

পবিত্র আদেশ তাঁর করিয়া লঙ্ঘন,
করেছি জনমি, মোরা পাপ অগণন।
ইহার উচিত শাস্তি নরক যাতনা,
অবশ্য ভুঞ্জিতে হবে, না পেলে মার্জ্জনা।
কিন্তু, মাগো, পরমেশ অতি দয়াবান্,
তিনি আমাদের পিতা, আমরা সন্তান।
অনন্ত নরকে মোরা বহু কষ্ট পাই,
ইহাতে তাঁহার মনে কভু সুখ নাই।
ন্যায় আর দয়া গুণ যাতে রক্ষা হয়,
অথচ পাপিষ্ঠ নর উদ্ধার লভয়।
এ হেন উপায় ঈশ করিতে সাধন,
নরাকারে পৃথিবীতে কৈলা আগমন।
অভিষিক্ত ত্রাতা নাম করিলা ধারণ,
কাটাইলা ভবে অতি পবিত্র জীবন।
নরদেহে নরপাপ বহন করিলা,
ক্রুশোপরে নিদারুণ যাতনা সহিলা।
জগতীস্থ মানুষের পাপের কারণ,
মহাপ্রায়শ্চিত্ত যীশু করিলা সাধন।
যেই পাপ ঋণে ঋণী ছিল নরগণ,
নিজ রক্তে যীশু তাহা করিলা শোধন।
ছিলা তাঁর শিষ্য এক সাধু মহাজন,
যীশুর সমাধি ক্রিয়া করিলা সাধন।
তৃতীয় দিবসে প্রভু হইয়া জীবিত,
কবর হইতে পুনঃ হইলা উত্থিত।
থাকিয়া চল্লিশ দিন শিষ্যদের সনে,
দিলা বহু উপদেশ সান্ত্বনা বচনে।
মেঘ রথোপরে তিনি করি আরোহণ,
পিতার নিকটে শেষে করিলা গমন।
মহা নরমেধ যজ্ঞ করিলা সাধন,
পাপী তাপী মানবের উদ্ধার কারণ।
যীশুতে যে জন করে প্রকৃত বিশ্বাস,
তার পাপরাশি ক্ষমা হইবে নির্য্যাস।
যীশু কৃত প্রায়শ্চিত্তে যে করে নির্ভর

ভগ্ন মনে যেবা যায় তাঁহার গোচর।
তাঁর অনুরোধে পিতা হইয়া সদয়,
মার্জ্জনা করেন তার কৃত পাপচয়।
প্রদানিয়া সদাত্মার পবিত্র কিরণ,
বিশুদ্ধ করেন তার অনুতপ্ত মন।
এ রূপেতে ক্ষমা লাভ করে যেই নর,
পাপ কার্য্যে ঘৃণা করে তাহার অন্তর।
কালের করাল গ্রাসে করি তুচ্ছ জ্ঞান,
দুস্তর ভবের পারে অবহেলে যান।
সে জন মরণে কভু নাহি করে ভয়,
যেহেতু তাঁহার প্রভু নিজে মৃত্যুঞ্জয়।
তেঁই মাতঃ, সকাতরে করিগো বিনয়,
যীশুত্রাণ-তরু-তলে লভহ আশ্রয়।

মাতা।—

ন্যায় আর দয়াগুণ করিয়া রক্ষণ,
করিলেন ঈশ নর-উদ্ধারসাধন।
সে বিষয়ে তুমি আজ বলিলে বিস্তর,
তথাপি সংশয় মনে আছে গুরুতর।
পাপে পরিপূর্ণ ধরা, সকলেই জানে,
কোন জন ঈশ্বরের বিধি নাহি মানে।
পুণ্যবান এ জগতে নাহি একজন,
পাপ পঙ্কে প্রতি জন হয়েছে মগন।
পাপী তরে দিলা প্রাণ যীশুই একক,
কেমনে বলিব তাঁরে নর উদ্ধারক?
তাঁরি রক্তে কি প্রকারে শতং নর,
এড়াইবে বল বাছা, নরক দুস্তর?
বহুকাল এসেছিলা তিনি এই ভবে,
কেমনে তাঁহারি রক্তে এবে ত্রাণ হবে?
এ বিষয়ে আছে মনে অতীব সংশয়,
বুঝাইয়া যদি দেও, বড় ভাল হয়।

মালতী।—

বলিয়াছি, পরমেশ দয়ার আধার,
নরতরে হইলেন নর অবতার।
পৃথিবীর পাপ তাঁরে ছুঁইতে নারিল,
সমস্ত কার্য্যেতে তাঁর দয়া প্রকাশিল।
পবিত্র যীশুতে আর পাপাধীন নরে,
বিস্তর অন্তর, ভেবে দেখহ অন্তরে!
নরাকারে নরনাথ আইলেন ভবে,
তাঁহাতে নরেতে কভু তুলনা সম্ভবে?
যাঁহার ইচ্ছাতে ধরা হইল সৃজন,
তারকাখচিত নভো গড়িলা যে জন।
দিবানিশি রবি শশী যাঁহার নিয়মে,
নিয়মিত পথে, মাগো নিয়তই ভ্রমে।
যাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ সম উচ্চ গিরিগণ,
বিপিনে যাঁহার গুণ গায় পাখিগণ।
যাঁহার নিয়মে পৃথ্বী ভ্রমিছে সদাই,
দিবানিশি, ঋতুভেদ, হয়ে থাকে তাই।
শরতের আগমনে হরিদ্ বসনে,
বঙ্গের বরাঙ্গ যিনি সাজান যতনে।
শিরে ধরি যাঁর আজ্ঞা স্রোতস্বতীগণ,
সাদরে সাগরে গিয়া করে আলিঙ্গন।
অচল অচল যাঁর মানয়ে আদেশ,
তাঁহাতে মানবে মাগো, প্রভেদ বিশেষ।
কাকড়ার ঢিপি আর নগেন্দ্র শিখর,
উচ্চতায় জননি গো, যতেক অন্তর।
যীশুতে মানবে তাহা হতেও প্রভেদ,
ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেই বুঝিবেন ভেদ।
যদি কোন চাষা গিয়া বিচার মন্দিরে,

সম্মানের দাবি দিয়া অভিযোগ করে।
সম্মানের মূল্য তার দশ মুদ্রা হবে,
তার সম্মানের দাম বেসি না সম্ভবে।
কিন্তু রাজমন্ত্রী যদি সেই অভিপ্রায়ে,
করে গিয়া অভিযোগ বিচার আলয়ে।
তাঁর সম্মানের মূল্য কত মনে কর?
দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা হবে না বিস্তর!
অনন্ত ঈশ্বর যিনি সর্ব্ব শক্তিমান,
অনন্ত গৌরব যাঁর অনন্ত সম্মান।
কোন মানবের নাহি শকতি এমন,
তাঁর শোণিতের করে মূল্য নিরূপণ।
অতএব তিনি যবে দয়া প্রকাশিয়া
মানুষের পাপভার আপনি লইয়া।
পাপের উচিত শাস্তি ক্রুশ যন্ত্রোপরে,
স্ব ইচ্ছায় ভুগিলেন, মাগো, অকাতরে।
জনেক দুজন নয়, যত পাপী জন,
জন্মিয়াছে কিবা পরে লভিবে জনন।
যীশুকৃত প্রায়শ্চিত্তে সরল অন্তরে,
বিশ্বাস করয়ে যেবা পরিত্রাণ তরে।
মহাপাপ হতে সেই অবশ্য তরিবে,
নরক যাতনা তারে ভুগিতে না হবে।

হেমাঙ্গিনী।—

শুনিনু বিস্তর কথা আজি তব মুখে,
শুনিনু যেরূপে পাপী স্বর্গে যায় সুখে।
ন্যায় আর দয়াগুণ করিয়া রক্ষণ,
মানবের ত্রাণোপায় করিলা সাধন।
এ যে কথা মালতি গো, অতি চমৎকার,
শুনি নাই কভু, ভাই, জনমে আমার।
যীশুর যাতনা ভোগ শুনিলে শ্রবণে,
বড় কষ্ট অনুভব করি আমি মনে।
হায়ং অবোধেরা নির্দ্দোষ যীশুরে,
বধিলেক অকারণে ক্রুশের উপরে।
ক্রুশোপরে যীশু খ্রীষ্টে করি দরশন,
কত নেত্র করেছিল অশ্রু বিসর্জন।
পড়িয়া সুসমাচারে এ সব বিষয়,
উপজে আমার মনে বিষাদ বিস্ময়।
পরহিতে ছিলা যীশু সতত নিপুণ,
তাঁতে রক্ষা হল ন্যায় আর দয়াগুণ।
এ আশ্চর্য্য ভাব আমি আগে বুঝি নাই,
বুঝাইয়া না দিলে কেমনে বুঝি ভাই?
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমায়,
সে বিষয় ভাল করে বুঝাহ আমায়।
ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আমি এই পাই উপদেশ,
হবে না পাপের শাস্তি অনন্ত অশেষ।
ক্ষমা না পাইয়া যদি মরে পাপী জন,
তুমি বল, নরকেতে হইবে মগন।
চিরকাল নরকের আগুনে পুড়িবে,
সে দারুণ ক্লেশ তার কভু না ঘুচিবে।
সামান্য পাপের তরে এতেক যাতনা,
কেন যে সহিতে হবে, আমি ত বুঝি না?
সংক্ষিপ্ত জীবনে মোরা করি যেই পাপ,
ভুগিব কি তারি তরে অনন্ত সন্তাপ?

মালতী।—

আপনার জ্ঞানে করে নির্ভর যাহারা,
ভ্রান্তিপূর্ণ তব মন করিল তাহারা।
ধর্ম্মতত্ত্ব অতিশয় নিগূঢ় বিষয়,
সামান্য জ্ঞানেতে তাহা জানিবার নয়।
দেখ, দিদি, এ জগত পরীক্ষার স্থল,

পরীক্ষার্থ আসিয়াছি মোরা ভূমণ্ডল।
যাত্রির সদৃশ মোরা রহিয়াছি ভবে,
এ যাত্রার শেষ, দিদি; পরকালে হবে।
সদসৎ কর্ম্ম হেথা করি যে সকল,
পরকালে পেতে হবে তার প্রতিফল।
করে যেই এ জগতে পাপ আচরণ,
নরক আগুনে কষ্ট পাবে সেই জন।
ঈশ্বরের আজ্ঞামত যে জন আচরে,
মরিলে যাইবে সেই অমরনগরে।
ঈশ্বরের বিধি এই জানিবে নিশ্চয়,
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল পরকালে হয়।
ঈশ্বর বিরুদ্ধে মোরা করি সদা পাপ,
তারি তরে ভুগে থাকি এত কষ্ট তাপ।
সামান্য মুটেরে কেহ করিলে প্রহার,
সামান্য আর্থিক দণ্ড হয়ে থাকে তার।
দেশাধিপতিকে যদি করহ প্রহার,
হতে পারে সেই হেতু জীবন সংহার।
পলকে প্রলয় হয় আদেশে যাঁহার,
করিয়াছি পাপ মোরা, বিরুদ্ধে তাঁহার।
ঈশ যে অনন্ত ইহা স্বীকার করিবে,
অতএব তাঁর বিধি অনন্ত জানিবে।
সে অনন্ত বিধি নর করিছে লঙ্ঘন,
তার দণ্ড সীমাযুক্ত হবে না কখন।
গোপনেতে ষড়্যন্ত্র করি প্রজাগণ,
যদি অন্যে দিতে চাহে রাজসিংহাসন।
একথা যদ্যপি রাজা শুনিবারে পান,
বধিতে আদেশ দেন তাহাদের প্রাণ।
এর বাড়া গুরুতর দোষ পৃথিবীতে,
রাজার বিরুদ্ধে লোকে না পারে করিতে।
প্রাণদণ্ড সম শাস্তি নাহি এ ধরায়,
পাষণ্ড বিদ্রোহিগণ সেই শাস্তি পায়।
পরমেশ রাজা হন প্রজা যত নর,
তাঁর রাজ সিংহাসন মানব-অন্তর।
বলিতে ভগিনি, মনে বড় ব্যথা পায়,
অধিকাংশ প্রজা মান্য করে না তাঁহায়।
এক মাত্র ঈশ্বরের যোগ্য সিংহাসন,
কত লোকে শৈতানেরে করেছে অর্পণ।
আপন অন্তর দেখি করহ বিচার,
সদা আধিপত্য তাতে করিছে সংসার।
পদচ্যুত করি লোকে প্রকৃত রাজন,
প্রবল ইন্দ্রিয়গণে দিল সিংহাসন।
রাজারিগণেরে লোকে রাজপাট দিল,
দেখ, কিবা ভয়ানক পাপ আচরিল!
এ নহে সামান্য পাপ ভেবে দেখ মনে,
বিদ্রোহী হয়েছে নর ঈশ্বর সদনে।
ইহাপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই,
অনন্ত নরক শাস্তি ভুগিবেক তাই।

যদ্যপি পাপের দণ্ড সীমিত হইত,
ধর্ম্মের আদর ভবে কিছু না থাকিত।
যদ্যপি পাপের দণ্ড সীমাযুক্ত হল,
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেই ফল কিবা বল?
যদিও বা পাপ পঙ্কে মজে আমি রই!
অবশ্য পাইব মুক্তি কিছু কাল বই।
যত কেন করি না কো পাপ আচরণ,
দণ্ড অবসানে যাব অমর ভবন।
অনন্ত নরক ভয় যদি না থাকিত,
ঈশ্বরে ঈশ্বর বলি কেহ না মানিত।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

পঞ্চম কথা।

মাধ্যাকর্ষণ।

শরৎ। দাদা, পূর্ব্বের কথাতে বেগবলের লাঘোল্লেখ করিয়াছিলে, তাহা কি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও।

রমেশ। বেগের বিষয় আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে অনায়াসে বেগবল বুঝিতে পারিবে।

ভারকে বেগ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহাকে বেগবল কহে। যদি তুমি এক খানি চিনের বাসনের উপর এক সের ভার আস্তেং রাখিয়া দাও, তাহা হইলে উহা কোন মতে, ভাঙ্গিয়া যাইবে না; কিন্তু যদি তুমি সেই এক সের ভার এক হাত ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে বাসন খানি একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কারণ প্রথম অবস্থাতে বাসনের উপর কেবল এক সের ভার মাত্র থাকে; দ্বিতীয় অবস্থাতে ভারগুণিত বেগ, অর্থাৎ ভারের এবং যত ঊর্দ্ধ হইতে উহা পতিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণের গুণফল থাকে।

ক্ষীরোদ। তবে কি একটী ক্ষুদ্র বস্তুর বেগ অতিশয় অধিক হইলে তাহার বেগবল, একটী বৃহৎ বস্তুর বেগ অতিশয় কম হইলে তাহার বেগবলের সমান হইতে পারে?

র। অবশ্যই হইতে পারে, কারণ যাহা ভারে অভাব আছে, তাহা পূরণ হইয়া যায়।

ক্ষী। বেগবল বেশ বুঝিয়াছি। ঐ জন্যই যদি একটী ছোট ভাঁটা

দৈবাৎ হাত হইতে পায়ে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অত জোরে লাগে।

র। যদি তুমি এক সের, কি কোন ওজনের একটী ভার এক ও এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে উহা ভূমিতে পতিত হইবার সময় উহার বেগবল উহার ভারের দ্বিগুণ হইবে; যদি তুমি ঐ উচ্চতার চারি গুণ অর্থাৎ পাচ ইঞ্চি ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে উহার বেগবল পূর্ব্বের বেগবলের দ্বিগুণ হইবে। যদি তুমি ঐ উচ্চতার নয়গুণ অর্থাৎ এগার ও এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে উহার বেগবল পূর্ব্ব বেগবলের তিনগুণ হইবে; আর ঐ উচ্চতার ষোল গুণ অর্থাৎ কুড়ি ইঞ্চি ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ করিলে, চারি গুণ হইবে। তবেই, যদি তুমি কুড়ি ইঞ্চি ঊর্দ্ধ হইতে ভাঁটাটী নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে কেবল ভাঁটাটীতে যেরূপ ভার পড়ে, তাহার আট গুণ অধিক ভার পড়িবে।

শ। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা সকল বস্তু পরস্পর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, তবে পতিত বস্তু কেন পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে না?

র। আমি তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বস্তুসকলের পরমাণু-সংহতি অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের ন্যূনাতিশয্য হইয়া থাকে। পৃথিবী উহার সন্নিকটস্থ বস্তু সকল অপেক্ষা এত অধিক পরিমাণে বৃহৎ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সকলের পরস্পর আকর্ষণ বিনষ্ট করিয়া উহা তাহাদিগকে স্বীয় পৃষ্ঠে আকর্ষণ করে। যদি তুমি অত্যুচ্চ স্তম্ভ হইতে দুইটী গোলা অতি অল্প অন্তর করিয়া নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে তাহারা যে পরিমাণে পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা এত অধিক যে তাহার সহিত তুলনা করিলে, উহাদিগের পরস্পর আকর্ষণ কিছুই নয় বলিলে দোষ হয় না। কাজে কাজেই পতিত হইবার সময় উহাদিগের পরস্পর আকর্ষণ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি পৃথিবীর আকর্ষণবহির্ভূত স্থানে ঐ দুই গোলা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা পরস্পরাভিমুখে চালিত হয়, এবং যতই

নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহাদের বেগ প্রবল হয়। যদি বস্তু দুইটী সমান হয়, তাহা হইলে তাহারা মধ্যবর্ত্তী স্থানে মিলিত হয়, কিন্তু যদি সমান না হয়, তাহা হইলে যেটীতে যত অধিক পরমাণু আছে, সেইটীর তত নিকটে দ্বিতীয় বস্তুটী মিলিত হয়।

শ। আচ্ছা, তদনুসারে ত পতিত বস্তু সকল যেরূপে পৃথিবীর দিকে চালিত হয়, পৃথিবীরও সেই রূপে পতিত বস্তুর দিকে চালিত হওয়া উচিত?

র। তা হওয়া উচিত বটে, কিন্তু যদি তুমি পৃথিবী, উহার উপরিস্থ বস্তু সকল অপেক্ষা কত কোটি কোটি গুণে বৃহৎ এবং কত অল্প দূর হইতেই বা বস্তু সকল পতিত হয়, অনুভব কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, যে স্থানে পৃথিবী ও পতিত বস্তু মিলিত হয়, তাহা পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে এত অল্প অন্তর, যে মনুষ্যের কল্পনা শক্তির দ্বারা ধারণ করা যায় না।

ষষ্ঠ কথা।

মাধ্যাকর্ষণ।

ক্ষীরোদ। দাদা, বস্তু সকল পৃথিবী হইতে যত দূরেই থাকুক, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা কি সমভাবে আকৃষ্ট হয়?

রমেশ। না, বস্তুটী পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যত দূরে থাকিবে, সেই দূরতার বর্গানুসারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাস হইবে।

শরৎ। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া না দিলে, আমরা বুঝিতে পারিব না।

র। মনে কর, যেন তুমি বাতির এক ফুট অন্তরে পড়িতেছ, অবশ্য তোমার পুস্তকের উপর কতক আলো পড়িবে। যদি তুমি দুই ফুট অন্তরে সরিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি এই নিয়মানুসারে প্রথমে যে আলো পাইতেছিলে, এক্ষণে তাহার চারি গুণ কম আলো পাইবে; অর্থাৎ তোমার দূরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করাতে, আলো চারি গুণ হ্রাস হইল, কারণ দুয়ের বর্গ চারি। যদি তুমি দুই ফুট সরিয়া না গিয়া ৩,৪,৫,৬ ফুট সরিয়া যাও, তাহা হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাতি হইতে ৯,১৬,

২৫, ৩৬ গুণ কম আলো পাইবে, কারণ এই গুলি ঐ রাশি গুলির বর্গ।

শ। তবে কি পৃথিবীর পৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণ যত, এক গজ ঊর্দ্ধে তাহার চারি গুণ কম?

র। মাধ্যাকর্ষণের কারণ যাহাই হউক না কেন, (তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই) ইহা স্থির হইয়াছে যে উহা পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কার্য্য করে, এবং এই নিমিত্তই উহার নাম মাধ্যাকর্ষণ হইয়াছে। আর পৃথিবীর পৃষ্ঠ ও তথা হইতে এক গজ ঊর্দ্ধ, এত অল্প দূরতার বিভিন্নতায় মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের কিছুই লক্ষিত হয় না। অধিক কি, এক মাইল কি দুই মাইল ঊর্দ্ধ হইতে পরীক্ষা করিলেও কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয় না, কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠ কেন্দ্র হইতে ৪০০০ মাইল অন্তর, এবং ইহার সহিত তুলনা করিলে এক মাইল কি দুই মাইল কিছুই নয়। তবে যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ মাইল ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায়, অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে এক্ষণে আমরা যত ঊর্দ্ধে আছি, তাহার দ্বিগুণ ঊর্দ্ধে উঠি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে এই স্থানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যত, ঐ ঊর্দ্ধে সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহার এক-চতুর্থাংশ। অর্থাৎ যে বস্তুর এই স্থানে এক সের ওজন ও এক সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পতিত হয়, ৪০০০ মাইল ঊর্দ্ধে তাহার ওজন এক-চতুর্থাংশ সের, এবং এক সেকেণ্ডে ৪ফুট পতিত হয়।*

ফ। দাদা, তুমি এই মাত্র বলিলে যে বস্তু সকল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা এক সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পতিত হয়। ঐটী কি সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে?

র। হাঁ, সকল বস্তুই পৃথিবীর সন্নিকটে প্রথম সেকেণ্ডে ঐ হিসাবে পতিত হয়, কিন্তু যখন মাধ্যাকর্ষণ ক্রমাগত কার্য্য করে, তখন ক্রমে বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং, ঐ বেগকে সর্ব্বদা বর্ত্তমান বেগ কহা যায়। সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা বস্তু সকল প্রথম সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পতিত হয়; দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৩ গুণ ১৬ ফুট; তৃতীয় সেকেণ্ডে ৫ গুণ ১৬ ফুট, চতুর্থ সেকেণ্ডে ৭গুণ ১৬ ফুট এবং এইরূপে ক্রমাগত বিষম অঙ্ক ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ গুণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে তোমরা জানিতে পারিবে যে কেন্দ্র-বিমুখ-বলেরদ্বারা, স্থানে স্থানে প্রথম সেকেণ্ডের পতনের দূরতার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

* উদাহরণ। যে সিসার গোলার ওজন পৃথিবীর উপরে দশ সের, তাহা তিন মাইল উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপরে কত ওজন হইবে?

পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৪০০০ মাইল; ইহাতে পর্ব্বতের উচ্চতা ৩ মাইল যোগ করিয়া ৪০০৩ মাইল হইল। এই এইরূপে অনুপাত রাখ—

৪০০৩ এর বর্গ : ৪০০০ র বর্গ :: ১০সের : চতুর্থ রাশি

কিম্বা ১৬০২৪০০৯ : ১৬০০০০০০ :: ১০ : ৯,৯৮ অর্থাৎ ৯,৯৮ সের।

সিন্ধুঘোটক।

আমাদের পাঠকগণ, মণিপুরিয়া টাটু, আরব ও তুরস্কস্থানের বড় বড় ঘোড়া দেখিয়া থাকিবেন। কলিকাতায় যে সকল অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট দেশীয় ঘোড়া ঠিকা গাড়ী টানে, আর চলিতে না পারাতে সপাং সপাং চাবুক খায়, স্থানীয় পাঠকগণ সে সকল পক্ষিরাজ ঘোড়াও দেখিয়াছেন। কিন্তু সিন্ধুঘোটক কেহই দেখেন নাই। পণ্ডিতবর অক্ষয় কুমার দত্ত এদেশে সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধুঘোটকের বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় লেখেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম ভাগ চারুপাঠের সিন্ধুঘোটকের চিত্রটী এত পুরাতন হইয়াছে, যে তাহার শরীরের যথার্থ আকৃতি বুঝিয়া উঠা যায় না।

সিন্ধুঘোটকের শরীরের দৈর্ঘ্য ১২ এবং বেড় ৮ হাত। উহাদের চর্ম্ম প্রায় এক বুরুল পুরু। হস্তীর ন্যায় উহাদের মুখের পাশ দিয়া দুটী দন্ত বাহির হইয়াছে। ঐ দেখ, উহাদের মুখে কেমন গোঁপ রহিয়াছে, কিন্তু হায়, দাড়ি নাই! হীমপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে ও আমেরিকার কোন কোন সমুদ্রের মধ্যে উহারা বাস করে। উহারা অতিশয় শান্তস্বভাব, কিন্তু কেহ উহাদিগকে উৎপীড়ন করিলে প্রতিহিংসা করিয়া থাকে। উহাদের দন্ত, তৈল ও চর্ম্ম দ্বারা অনেক কাজ হয়, এই জন্য লোকে নৌকা আরোহণ করিয়া যাইয়া উহাদিগকে শিকার করে। উহারা শিকারীদিগের নৌকা ডুবাইবার চেষ্টা পায়, অথবা নৌকার নিচে যাইয়া উহা উল্টাইয়া ফেলে। উহারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে থাকে। উহারা আপনাদের

শাবকদিগের রক্ষার্থ আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত দানে কাতর হয় না। আহা, পরমেশ্বর পশুদিগের হৃদয়েও কেমন অপত্য স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন!

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

সঞ্জগতা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল প্রধান অঙ্গনাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেরই উপাখ্যান উপন্যাসরূপ তমসাবৃত। তাঁহারা যে২ মহৎ কার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত, সেই সকল কতদূর পর্য্যন্ত সত্য, এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা তাঁহাদের বিষয় যাহা যাহা লিখিয়াছি, সেই সকলই মিথ্যা, ইহা বলা যেমন অযৌক্তিক, সেই সকলই সত্য, ইহা বলাও সেই রূপ। তবে কি না পণ্ডিতগণের সাহায্যে আমরা যতদূর পারিয়াছি, যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আর কোন বৃত্তান্তই গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এক্ষণে যে ভূমিতে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর, এবং ইতিহাসরূপ রবি কিরণে সমুজ্জ্বল। সঞ্জগতা প্রভৃতি কামিনীগণের বিবরণ আধুনিক, সুতরাং অধিকতর যথার্থ ও ঐতিহাসিক প্রমাণাধীন। সঞ্জগতার বিবরণও যদিও সুপ্রসিদ্ধ কবিবর চাঁদের রচনার মূল, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলাগণের বিবরণ যেমন বিকৃত, সঞ্জগতার বিবরণে তদ্রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না। ইহা যে পরিমাণে অলৌকিকতাবিরহিত, সেই পরিমাণেই প্রকৃত। সঞ্জগতা কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদের কন্যা। জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ, (পৃথুরাজ) উভয়েই রাজপুত বংশোদ্ভব ছিলেন। জয়চাঁদ রাঠোর কুলতিলক, ও পৃথ্বীরাজ মোহান বংশাবতংস বলিয়া বিখ্যাত। উক্ত বংশদ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বৈরভাব ছিল। পৃথ্বীরাজের যখন সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি, তখন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। জয়চাঁদ তাহাতে আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন; কি অশ্বমেধ, কি রাজসূয়, উভয় যজ্ঞেই সকল রাজাকে উপস্থিত করাইতে হয়। সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তার আধিপত্যের সীমা থাকে না। তখন অভ্যাগত সকলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্যই বোধ হয়, পৃথ্বীরাজের যজ্ঞসময় জয়চাঁদ উপস্থিত হয়েন নাই। এবং জয়চাঁদের যজ্ঞকালে পৃথ্বীরাজ আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করেন নাই।

কিন্তু অতি অভাবনীয় এক ঘটনার দ্বারা জয়চাঁদের অবমাননা হয়। রূপগুণসুসম্পন্না সঞ্জগতা যজ্ঞ সাঙ্গের পর রাজাদেশে মাল্য চন্দন ও দধি-ভাণ্ড হস্তে করিয়া মনোগত বরান্বেষণে রাজসভায় উপস্থিতা হয়েন, এবং অভ্যাগত নৃপতিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজের অবমাননা করণাভিলাষে তাঁহার যে স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি দ্বারদেশে দৌবারিকের কার্য্য করণার্থ সংস্থাপিত হইয়াছিল, অনুরাগাতিশয্যপ্রযুক্ত রাজবালা সেই প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করেন। রাজা জয়চাঁদ স্বপ্নেও যাহা বিবেচনা করেন নাই, তাহাই নিজ সভায় স্বীয় কন্যার দ্বারা ঘটিতে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজ এই শুভ সংবাদ শ্রবণানন্তর সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া অসাধারণ বল প্রকাশ করিয়া বল পূর্ব্বক সঞ্জগতাকে আপন রাজধানীতে লইয়া যান। তৎপরে মহা আড়ম্বর সহকারে তাঁহাদিগের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

সাধু পৌল ও ফিলিপীয় কারারক্ষক।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

তখন তাহাদের লাভের প্রত্যাশা গেল, ইহা দেখিয়া তাহার কর্ত্তারা পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া বিচার স্থানে অধ্যক্ষদের নিকটে টানিয়া লইয়া গেল। পরে অধিপতিদের নিকটে তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া বলিল, এই ব্যক্তিরা আমাদের নগরে অতিশয় কলহ করিতেছে; ইহারা যিহুদীয় লোক; আর রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের যেরূপ বিধি গ্রহণ ও পালন করিতে নাই, এমত বিধি প্রচার করিতেছে। তাহাতে জনতাও তাহাদের প্রতিকূলে উঠিলে অধিপতিরা তাহাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিল। এবং তাহাদের বিস্তর প্রহার হইলে পর, তাহাদিগকে কারাগারে লইয়া গিয়া সাবধানরূপে রক্ষা করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা দিল। এ প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে সে তাহাদিগকে অন্তরস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহাদের পায়ে হাড়ি দিয়া রাখিল।

পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পৌল ও সীল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও গান করিতেছিল, এবং বন্দি সকল তাহাদের রব শুনিতেছিল। তখন অকস্মাৎ এমন মহাভূমিকম্প হইল, যে কারাগারের ভিত্তিমূল টলটলায়মান হইতে লাগিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, এবং সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল। অতএব কারারক্ষক' নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত দেখাতে, এবং বন্দি লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা অনুমান করাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পৌল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আপনার হিংসা করিও না; আমরা সকলেই এ স্থানে আছি। তখন সে প্রদীপ

আনিতে কহিয়া লম্ফ পূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া কম্পবান্ হইয়া পৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবা। পরে তাহাকে এবং তাহার গৃহস্থিত সমস্ত লোককে প্রভুর কথা কহিতে লাগিল। এবং

সেই রাত্রির তদ্দণ্ডেই সে তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল। পরে সে তাহাদিগকে আপন বাটীতে আনিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রাখিল; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাতে আনন্দিত হইল। প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৬; ১৯—৩৪।

মালতী।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার হিন্দু মাতা এবং ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী ভগিনীর কথোপকথন।

মাতা।—

বলেছে মালতী সত্য, শাস্তির বিষয়,
অনন্ত নরকদণ্ড মম মনে লয়।
"অনন্ত নরক ভয় যদি না থাকিত,
ঈশ্বরে ঈশ্বর বলি কেহ না মানিত।"

হেমাঙ্গিনী।—

যদ্যপি বয়সে তুমি কনিষ্ঠা আমার,
তথাপি তোমার জ্ঞান অতি চমৎকার।
তোমাসহ কিছুকাল করে আলাপন,
ঈশতত্ত্ব শিক্ষা পাইলাম বিলক্ষণ।
আমিও করেছি বাই-বেল অধ্যয়ন,
করি নাই এ সকল সুভাব গ্রহণ।
নারী জাতি ক্ষীণমতি সহজে দুর্ব্বল,
একাকী কেমনে বুঝি সে ভাব সকল?
প্রতিমা পূজাতে মম বিশ্বাস যে নাই,
এ সকল পূর্ব্বে তোমা বলিয়াছি ভাই।
ব্রাহ্মমতে এত কাল ছিল যে বিশ্বাস,
তোমার কথায় ক্রমে হইয়াছে হ্রাস।
"মরিলে যাইব স্বর্গে" এ দৃঢ় প্রত্যয়,
ব্রাহ্মের হৃদয়ে ভাই, কদাচ না হয়।
বহু ব্রাহ্মে আমি ভাই, করেছি জিজ্ঞাসা,
কাহার হৃদয়ে নাই এ হেন প্রত্যাশা।
প্রফুল্ল বদন কারে দেখিতে না পাই,
হা ঈশ্বর, বলি ভাই, কাঁদয়ে সবাই!
পরিত্রাণ অধিকারী হবে যেই জন,
নিয়ত দেখিব তারে প্রফুল্ল বদন।
আনন্দে করিবে সেই ঈশগুণগান,
ভাসিবে প্রেমের নীরে তাহার বয়ান।
হায়, হায়, বলি কেন কাঁদিবে সে জন,
কাঁদে যথা আশাহীন নব ব্রাহ্মগণ?

মালতী।—

আমারে প্রশংসা, দিদি, কোর না কখন,
আমি পাপী ভ্রমাধীন তোমারি মতন।
ঈশদত্ত শাস্ত্র পাঠে পেয়েছি যে জ্ঞান,
জিজ্ঞাসিলে বলিব সে শাস্ত্রের প্রমাণ।
শাস্ত্র ছাড়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য কল্পিত,
পরিত্রাণ লাভ তাহে নহে কদাচিত।
ঈশজ্ঞান লাভে যদি থাকে আকিঞ্চন,
ভক্তি সহ বাইবেল কর অধ্যয়ন।
সুবিমল জ্ঞান লাভ তাহাতে হইবে,
যীশু-ত্রাণ-তরি চড়ি স্বর্গেতে যাইবে।
অজ্ঞান তিমির নাশ করিবার তরে,
দিলা ঈশ ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথিবী ভিতরে।
প্রার্থনা সহিত যে তা করে অধ্যয়ন,
অজ্ঞান তিমির তার হয় বিমোচন।
কত যে সহিষ্ণু ঈশ কত দয়াময়,
বাইবেল পাঠে তাহা জানিবে নিশ্চয়।

হেমাঙ্গিনী।—

মালতি, জিজ্ঞাসি তোমা করিও উত্তর,
ঈশ্বরে দয়ালু সবে বলে পূর্ব্বাপর।
কিন্তু ব্রাহ্মদের মুখে শুনিবারে পাই,
নির্দ্দয়ের কার্য্য তিনি করেছেন, ভাই।
যে কালে ইব্রিয়গণ মিশর হইতে,
আইল কেনানে চলি মূসার সহিতে।
লোহিত সাগর মধ্যে সেই ত সময়,
ফিরৌণের লোকে ঈশ বিনাশ করয়।
আরো বাইবেলে স্পষ্ট রয়েছে প্রকাশ,
কেনানীয়দিগে ঈশ করিলা বিনাশ।
সিদোমের দশা কভু হইলে স্মরণ,
কার না কঠিন হিয়া হয় বিদারণ?
ঈশ্বরের প্রিয় জাতি যিহুদীয়গণ,
তাহাদের দশা এবে ভাব কি কখন?
দেশত্যাগী, ছিন্ন ভিন্ন, বিদেশে নিবাস,
ঈশ্বর হইতে ইহা হয়েছে নির্য্যাস।
ইহার বিশেষ ভাব না পারি বুঝিতে,
এর মর্ম্ম ভেঙ্গে মোরে হইবে বলিতে।

মালতী;—

যাঁহার নিয়মে ভানু উদয় অচলে,
উদিয়া আপন কালে ভুবন উজলে।
ঋতুরাজ বসন্তের হলে আগমন,
ধরারে পরান যিনি নব আভরণ।
বিবিধ ওষধি বৃক্ষে মহীধর কায়ে,
যেই জন রেখেছেন, যতনে সাজায়ে।
আকাশে উদিলে মেঘ তিমির বরণ,
চপলা সে ঘন কোলে খেলায় কেমন!
মেঘ আর চপলারে সৃজিলা যে জন,
তারকা খচিত নভঃ তাঁহারি সৃজন।
নবোদিত দিনমণি বদন হেরিয়া,
ফোটে সরে সরোজিনী আনন্দে মাতিয়া।
পূর্ণিমায় পূর্ণশশি উদিলে আকাশে,
সে মোহন ছবি হেরি কুমুদী বিকাশে।
সে চারু চন্দ্রিমালোক যত্নে করি কোলে,
স্বচ্ছ সরোবরে নীর মন্দং দোলে।
এ সব ঘটনা হয় নিয়মে যাঁহার,
তাঁরি কার্য্য বাইবেলে হয়েছে প্রচার।
প্রকৃতি দর্পণে দেখ যে ঈশবদন,
তাঁরি কথা বাইবেল করে বিঘোষণ।
যাঁহার নিয়মে পৃথ্বী নিয়ত ঘুরিছে,
বাইবেল তাঁরি কীর্ত্তি প্রকাশ করিছে।
বাইবেলের ঈশ হন প্রকৃতি-ঈশ্বর,
তাঁহারেই দয়াময় বলে পূর্ব্বাপর।
কেনানীয়গণে যিনি করিলা নিধন,
তাঁহা হইতেই হয় বহু সংঘটন।
দেখ, দিদি, দুবৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যায়,
স্মরিলে সে কথা মনে আজ কষ্ট পায়?

সহস্র২ যুবা আরো শিশুগণ,
অনাহারে গেল সবে শমনভবন।
শুনিলে যে তনয়ের আধ২ বাণী,
সন্তোষ সাগরে ভাষে জনক জননী।
দুমুষ্টি অন্নের তরে এ হেন বালকে,
করিল বিক্রয় হায়, কত না জনকে !
স্তন্যদানে যারে মায়ে করেছে পালন,
তার মাংশ খেয়ে কৈল ক্ষুধা নিবারণ !
হেন দুর্ব্বিপাক বল কিশের কারণ,
অবশ্য বলিবে ইহা ঈশ্বর ঘটন ?
তিব্বতে যে ভূমিকম্প সে দিন হইল,
কত গ্রাম কত লোক পৃথিবী গ্রাসিল।
আশ্বিনের ঝড়ে দেখ, কি কাণ্ড ঘটিল,
দাঁড়ি মাজীসহ নৌকা অসংখ্য ডুবিল।
হইল বিস্তর কষ্ট গেল বাড়ী ঘর,
গৃহ চাপা পড়ে লোক মরিল বিস্তর।
বিদরিয়া বক্ষ যবে আগ্নেয় পর্ব্বত,
উগরয়ে অগ্নি রাশি কালাগ্নির মত।
ধাতুশ্রবে ডুবে যায় কত যে নগর,
অসংখ্য২ নর যায় যম ঘর।
পূর্ব্ব বাংলা প্রদেশেতে এই ত বৎসর,
বরষায় ভাসি গেল পল্লী বহুতর।
বহুশস্য নষ্ট হল গেল বাড়ী ঘর,
কৃষকের আশা নষ্ট কষ্ট সুবিস্তর।
হালের বলদ যাহা চাষার সম্বল,
বরষায় ভাসি তাহা গেল দল দল।
ঈশ্বরের কার্য্য ইহা অবশ্য কহিবে,
আর কার সাধ্য আছে, এহেন করিবে ?
সাধারণ চক্ষে, দিদি, হয় প্রতীমান,
নির্দ্দয়ের কার্য্য নাই ইহার সমান।
ফিরৌণের লোকে যিনি করিলা নিধন,
সেই ত ঈশ্বর হতে এরূপ ঘটন।
এ জন্য তাঁহারে যদি না বল নির্দ্দয়,
সে জন্য নির্দ্দয় বলা উচিত না হয়।
ঈশ হতে কেন দিদি, এ ঘটনা হয়,
সকল উদ্দেশ্য তাঁর জানি না নিশ্চয়।
সীমিত মনুষ্য জ্ঞান বলেছি তোমারে,
অসীম জ্ঞানের কার্য্য বুঝিতে কি পারে ?
একটী বিষয় দিদি, জানিবে নিশ্চয়,
নরের মঙ্গল তরে এ ঘটনা হয়।
পরমেশ রাজা হন মোরা প্রজাগণ,
যতনে করেন তিনি প্রজার পালন।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন,
এই ত রাজার কাজ জান না কখন ?
তাঁহার কার্য্যের যদি উদ্দেশ্য জানিতে,
নির্দ্দয় তাঁহারে তুমি কভু না বলিতে।

হেমাঙ্গিনী ;—

যা বলিলে সত্য বলি মম মনে লয়,
বুঝিতে না পারি বলি ঈশ্বরে নির্দ্দয়।
রাজদ্রোহী অবিশ্বাসী মানবের তরে,
নিজ পুত্রে প্রদানিলা যিনি অকাতরে।
স্বধু মানবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কারণ,
বিবিধ প্রকারে যিনি করেন যতন।
তিনি আমাদের রাজা মোরা প্রজাগণ,
নিয়ত করেন তিনি ন্যায় বিতরণ।
অকারণে বধ করা প্রজার জীবন,
রাজার উচিত কার্য্য না হয় কখন।

——

...পরিষৎ-গ্রন্থাগার

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

সপ্তম কথা।

মাধ্যাকর্ষণ সমাপ্ত।

শরৎ। তবে কি দশ সের ওজনের একটী বস্তু, তিন মাইল উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপরে আধ-ছটাক কম হইবে ?

রমেশ। অবশ্যই কম হইবে, কিন্তু তাহা তুমি দাঁড়িবাটখারার দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ বাটখারার ভারও ত ঐ উর্দ্ধে উঠিলে কমিয়া যাইবে। তোমরা ইহা এইরূপে পরীক্ষা করিতে পার। বোধ হয়, তোমরা রবর দেখিয়া থাকিবে ; উহা টানিলে বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে সমান হয়। এইরূপ একটী রবরের ফিতায় একটী ভার একবার ভূপৃষ্ঠে, আর একবার তিন মাইল উর্দ্ধে ঝুলাও ; তাহা হইলে ভারে ফিতাটী বাড়িয়া যাইবে, এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে ভূপৃষ্ঠে যতটুকু বাড়িবে, তিন মাইল উর্দ্ধে তাহা অপেক্ষা কম বাড়িবে ; অতএব উহার ভার অবশ্য কম না হইলে, ফিতাটী কম বাড়িত না।

ক্ষীরোদ। আমার বোধ হয়, গত বারে যাহা তুমি বলিয়াছিলে, তাহা হইতে আমি একটী স্থান কত উচ্চ তাহা বলিতে পারি, কারণ তথা হইতে একটী বস্তু নিক্ষেপ করিয়া, উহা কত সেকণ্ডে ভূতলে পতিত হইল, দেখিলেই জানিতে পারিব।

র। কি রূপে তুমি গণনা করিবে ?

ক্ষী। কেন, আমি সেকেণ্ডের

সংখ্যানুসারে গুণ করিয়া পরে যোগ করিব।

র। স্পষ্ট করিয়া বল। মনে কর, যেন তুমি এক খণ্ড প্রস্তর একটী কূপে নিক্ষেপ করিলে, এবং উহা ঠিক পাঁচ সেকণ্ডে নিম্নে পতিত হইল; কূপের গভীরতা কত?

ক্ষী। প্রথম সেকণ্ডে উহা ১৬ ফুট; দ্বিতীয় সেকণ্ডে উহা তিন গুণ ১৬ ফুট বা ৪৮ ফুট; তৃতীয় সেকণ্ডে ৫ গুণ ১৬ ফুট বা ৮০ ফুট; চতুর্থ সেকণ্ডে ৭ গুণ ১৬ ফুট বা ১১২ ফুট; পঞ্চম সেকণ্ডে ৯ গুণ ১৬ ফুট বা ১৪৪ ফুট পড়িবে। তবে যদি আমি এই ১৬, ৪৮, ৮০, ১১২ ও ১৪৪ একত্রে যোগ করি, তাহাদের সমষ্টি ৪০০ হইবে। কূপের গভীরতা কি এই হইবে না?

র। যদিচ তোমার গণনা ঠিক হইয়াছে, তথাচ উহা সহজ নিয়মে সম্পন্ন হইল না।

ক্ষী। কেন, ইহাতে ত যোগ ও গুণ ব্যতীত আর কিছুই ব্যবহার হয় নাই? সহজ নিয়মটী কি আমাকে শিখাইয়া দাও।

র। সত্য, কিন্তু মনে কর, যদি ৫ র স্থানে ৫০ হইত, তাহা হইলে ত তোমার গণনা এক ঘণ্টাতেও শেষ হইত না, কিন্তু যে নিয়ম আমি তোমাকে বলিয়া দিতেছি, তাহাতে তুমি উহা অর্দ্ধ মিনিটে সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ক্ষী। উহা আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, বোধ হয়, আমি উহা স্মরণ রাখিতে পারিব।

র। নিয়মটী এই;—"একটী পতনশীল জড়পদার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কত দূর পতিত হয়, জানিবার নিমিত্ত, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের বর্গকে প্রথম সেকণ্ডে যে ১৬ ফুট পতিত হয়, তাহা দিয়া গুণ করিবে।" তবে কূপের প্রশ্নটী এই নিয়মে কশিতে চেষ্টা কর।

ক্ষী। এই প্রশ্নে নির্দ্দিষ্ট সময় ৫, অতএব তাহার বর্গ ২৫, তাহাকে ১৬ দিয়া গুণ করিলে ৪০০ হয়; আমারও ত ঐ উত্তর হইয়াছিল। আর যদি নির্দ্দিষ্ট সময় ৫০ সেকণ্ড হইত, তাহা হইলে উত্তর এই হইত। ৫০ গুণ ৫০, ২৫০০। ২৫০০ গুণিত ১৬,৪০,০০০ ফুট।

র। আচ্ছা, আমি শরৎকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; দেখি, তুমি কেমন বুঝিয়াছ। মনে কর, যেন

তুমি ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে, যে আমি তীর ছুঁড়িলে, আমার তীর ছয় সেকণ্ড পরে ভূতলে পতিত হইল, কত ঊর্দ্ধে উহা উত্থিত হইল?

শ। এটী ত একটী ভিন্ন প্রকার প্রশ্ন, কারণ ইহাতে তীরের ঊর্দ্ধে গমন ও অধঃপতন বিবেচনা করিতে হইবে।

র। কিন্তু এইটী তুমি স্মরণ রাখিও যে, ঊর্দ্ধে গমনের সময় ও অধঃপতনের সময় উভয়ই এক, কারণ যেমন অধোপতনের বেগ মাধ্যাকর্ষণে বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ ঊর্দ্ধগমনের বেগ সেই শক্তি দ্বারা নষ্ট হয়।

শ। তবে যে তীরটী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, উহার তথা হইতে ভূতলে পতিত হইতে ৩ সেকেণ্ড লাগিবে; ৩ র বর্গ ৯। তবে যে ঊর্দ্ধে উহা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ৯গুণ ১৬ ফুট কিম্বা ১৪৪ ফুটের সমান।

র। ক্ষীরোদ, তুমি বলিতে পার যে, যদি আমি একটী তীর এত বেগে ছুঁড়িতে পারি যে ১৪ সেকেণ্ডের পর উহাকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহা কত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে?

ক্ষী। এটী ত আমি অনায়াসেই বলিতে পারিব। উহার পতনের সময় অবশ্যই ৭ সেকেণ্ড, যাহার বর্গ ৪৯ এবং যাহাকে ১৬ দিয়া গুণ করিলে, ৭৮৪ ফুট হইবে, অর্থাৎ উহা প্রায় ২৬১ গজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে।

র। তবে, এক্ষণে যদি পূর্ব্বে বাহুল্য উপায়ের দ্বারা যে প্রশ্নটী সম্পন্ন করিয়াছিলে, তাহা বিশিষ্টরূপে বিবেচনা কর, আমি যে নিয়ম বলিয়া দিয়াছি, তাহার যুক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। প্রথম সেকণ্ডে একটী বস্তু ১৬ ফুট পতিত হয়, দ্বিতীয় সেকণ্ডে ৪৮ ফুট; এই দুইটী একত্র যোগ করিলে ৬৪ ফুট হয়। আর দেখ ৬৪, ২০ বর্গ গুণিত ১৬র সমান। আবার তৃতীয় সেকণ্ডে যে ৮০ ফুট পতিত হয়, তাহা ৬৪তে যোগ করিলে ১৪৪ ফুট হয়, যাহা ৩র বর্গ গুণিত ১৬ ফুটের সমান। আবার চতুর্থ সেকণ্ডে যে ১১২ ফুট পতিত হয়, তাহা ১৪৪ ফুটে যোগ করিলে ২৫৬ ফুট হয়, যাহা ৪র বর্গ গুণিত ১৬র সমান। পঞ্চম সেকণ্ডে উহা ১৪৪ ফুট পতিত হয়,

যাহাতে ২৫৬ ফুট যোগ করিলে ৪০০ ফুট, যাহা ৫র বর্গ গুণিত ১৬র সমান। এইরূপে যেটী লইয়া পরীক্ষা করিবে, সেইটীতেই আমি যে নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ "একটী পতনশাল জড় পদার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতদূর পতিত হয় জানিবার নিমিত্ত, সেই নিদ্দিষ্ট সময়ের বর্গকে প্রথম সেকণ্ডে যে ১৬ ফুট পতিত হয়,তাহা দিয়া গুণ করিবে," তাহার যুক্তি প্রতীয়মান হইবে।

শ। দাদা, মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কি আর কিছু আমাদিগকে বলিবে?

র। না, এক্ষণে এইমাত্র জানিলেই হইবে। পরে যখন তোমাদের বিজ্ঞান শিখিবার কিঞ্চিৎ যত্ন হইবে, তখন অধিক জানিতে পারিবে।

অষ্টম কথা।

ভার-কেন্দ্র।

রমেশ। অদ্য আমরা ভার কেন্দ্রের কথাতে প্রবৃত্ত হইব; আচ্ছা, তোমরা বলিতে পার, কোন্ দ্রব্যের কত ভার, কিরূপে জানা যায়?

ক্ষীরোদ। তাই ত, এটীর বিষয় আমরা ত কখন ভাবি নাই। ভারের জ্ঞান ত দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসনা প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না।

শরৎ। কেন, এটী ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য।

ক্ষী। দিদির বুঝিবার যে ভুল হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি। দ্রব্যের গায়ে হাত বুলাইয়া যাহা যাহা জানিতে পারা যায়, জড় পদার্থের তাদৃশ গুণ সকলই ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিতে হইবে। অতএব দ্রব্যটী উষ্ণ, কি শীতল, বন্ধুর, কি মসৃণ, কঠিন কি কোমল ত্বক্ দ্বারা তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

র। ক্ষীরোদ, তুমি বুদ্ধিমতীর মত কথা বলিয়াছ। ভারজ্ঞান পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, এই নিমিত্ত "ভাষা-পরিচ্ছদ" নামক সংস্কৃত-গ্রন্থে ইহাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কোন্ দ্রব্য কত ভারি, স্থির করিতে হইলে, তাহাকে হস্ত দ্বারা কিম্বা অন্য কোন রূপে তুলিয়া দেখিতে হয়। তুলিতে গেলেই শরীরস্থ মাংসপেশীতে টান পড়ে। যে দ্রব্য তুলিতে যত টান পড়ে, তাহাকে তত ভারি বোধ হয়। আমাদের শরীরে যে নানা প্রকার শিরা আছে, মাংসপেশী তন্মধ্যে এক প্রকার; অতএব উহার দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শৈরজ্ঞান কহে। সুতরাং ভার শৈরপ্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভূত হয়।

শ। দাদা, আমার একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে, পাছে হাস্যাস্পদ হই। আমাদের মাংসপেশাতে কেন ঐরূপ টান পড়ে?

র। কেন, এত বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তা আমি বুঝাইয়া দিতেছি, শুন। তোমরা জান যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা সকল বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী হইতে চাহে; সুতরাং যদি আমরা তাহাদের গতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, তবে পৃথিবী যে বলে উহাকে আকর্ষণ করে, তত প্রতিকূল বল নিয়োগ করা আবশ্যক হয়,এবং বল প্রয়োগ করিতে গেলেই মাংসপেশীতে টান পড়ে।

ক্ষী। তবে ভারকেন্দ্র কি?

র। বোধ হয়, তোমাদের আমি এক দিন বলিয়াছি যে পৃথিবী যে বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেই বস্তুর প্রতি পরমাণুকেই পৃথকরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন আমরা ঐ বস্তুকে তুলি, তখন কেবল একটী মাত্র বল প্রয়োগ করি। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পৃথিবীর সকল আকর্ষণ গুলি মিলিয়া একটী আকর্ষণের ন্যায় কার্য্য করে। যে বিন্দুতে পৃথিবীর সকল আকর্ষণ মিলিয়া কার্য্যকারী হয়, তাহার নাম ভারকেন্দ্র। যদি এই বিন্দুটী আশ্রয় করে, তাহা হইলে দ্রব্যটী আর ভূতলে পতিত হয় না; অন্য স্থান অবলম্বন করিলে, দ্রব্যটী ভূতলে পতিত হয়।

মৃত্যু-শয্যা।

পাঠক! তুমি কি কখন মৃত্যু-শয্যা দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, পরপৃষ্ঠের চিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টি কর। দেখ, একটী স্ত্রী জোড়হস্ত হইয়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! তোমরা কি ইহাঁর নাম শুনিতে চাও? ইহাঁর নাম হ্যানা। আর দেখ, হ্যানার শয্যার পার্শ্বে এক জন জানু পাতিয়া এবং মস্তক অবনত করিয়া

বসিয়া আছেন! আরও দেখ, একটী বালিকা অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে! যাঁহার মস্তক অবনত দেখিতেছ, তাঁহার নাম

ট্যাল্‌বট্, তিনি ঐ স্ত্রীর স্বামী এবং। ঐ বালিকাটীর নাম মেরি। মেরি,

ট্যাল্‌বট্ ও হ্যানার এক মাত্র কন্যা। আহা, মেরির কি দুঃখ! তিন বৎসর বয়সের সময় সে মাতৃহীন হয়। হ্যানা মেরিকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মেরিও মাকে এত ভাল বাসিত যে, খেলা করিতে করিতে সে মধ্যে মধ্যে মার নিকটে আসিত। মেরির মা প্রায় চারি মাস শয্যাগত ছিলেন। পীড়ার সময় তাঁহার বিষম কষ্ট হইলেও, তিনি এক দিনের নিমিত্ত আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলেন নাই। ট্যাল্‌বট্‌ও অতিশয় উত্তম লোক ছিলেন। অন্য লোকে কেবল ঔষধের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু ট্যাল্‌বট্ সে প্রকার লোক ছিলেন না। দেখ, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং হ্যানা সেই প্রার্থনা কেমন মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছেন। ট্যাল্‌বট্ প্রতিদিন হ্যানার কাছে বাইবেল পাঠ করিতেন: ঐ দেখ টেবিলের উপর এক খানি বাইবেল রহিয়াছে! এই ঘটনার দুই দিবস পরে হ্যানার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কালে হ্যানা, মেরিকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া যান,—"ওরে যাদুমণি, আমি তোমাকে ফেলিয়া চলিলাম, যতই দুঃখী হও না কেন, ঈশ্বরের দাসী হয়ে থেকো।" মার কথা শুনিয়া মেরিও, ঈশ্বরের এক জন উত্তম দাসী হইয়াছিল।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

সঞ্জগতার শেষ।

কথিত আছে যে বিবাহের দিবসাবধি পৃথ্বীরাজ সঞ্জগতার প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিলেন, যে অনেক কালাবধি রাজকার্য্য বিসর্জন দিয়া, কেবল তাঁহার সহিত বিলাস করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে কামিনীরত্ন ঈদৃশ বীরবরের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার শত্রুর আগমন (অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরের অভিসন্ধি) জ্ঞাত হইয়া, ভোগসুখমগ্ন নৃপতিকে রণে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করেন। এমন কি তদীয় রাজমহিষীর প্রযত্নেই পৃথ্বীরাজ ঘোরতর সংগ্রামের উপযুক্ত আয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সঞ্জগতা হরণ কালে, পৃথ্বীরাজ যে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহাতে

তাঁহার অধীনস্থ অনেক বীর হত হইয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণ উপযুক্ত রণদক্ষ সেনানীগণের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ঘটিল। সেই জন্য স্বীয় ভগিনীপতি মেওয়ারি রাজাকেও দিল্লিতে আনাইয়াছিলেন। তৎপরে সমরকাল উপস্থিত হইলে সঞ্জগতা স্বহস্তে রাজাকে রণসজ্জা পরাইয়া দেন। রণস্থলে যাইবার পূর্ব্বে, মাতা, ভগিনী, বণিতা, দুহিতা প্রভৃতি গৃহাঙ্গনাদিগের নিকট বিদায় লওয়া, তৎকালের রীতি ছিল। তাঁহারা যোদ্ধৃগণকে স্পার্টার রমণীবৎ, হয় সমরসায়ী নয় সমরজয়ী হইতে অনুরোধ করিতেন; কোন ক্রমেই প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিতেন না। সঞ্জগতা বিদায়কালে, যথোচিত বীরত্ব-প্রকাশ করিতে ভর্ত্তাকে অনুরোধ করিলেন বটে, তথাপি সেই মহাশঙ্কটকালে, রাজার প্রতি স্নেহদৃষ্টি পূর্ব্বক রোদন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। রাজ প্রাসাদের বহির্ভাগে রণবাদ্য বাজিতেছিল, কিন্তু তাহা যেন পৃথ্বীরাজের নিধন সম্বাদবহরূপে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এবং রাজা "রণজিত" দ্বার হইতে সমরক্ষেত্রাভিমুখে গমন করণাবধি তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ জন্মেরমত আমার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল: স্বর্গে পুনশ্চ দর্শন সুখ ভোগ করিব।" উপস্থিত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ যে পরাভূত ও হত হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। ইতিহাস লেখকগণ তাহা বিলক্ষণ লিখিয়াছেন। সঞ্জগতা পতি বিহনে অধীরা হইয়া পতি চিতায় সহমৃতা হয়েন। সুতরাং তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "জীবনে কি মরণে, আমি তোমার সঙ্গিনী হইব," সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইল। এমনও কিম্বদন্তি আছে যে পৃথ্বীরাজ রণস্থলে গমনাবধি সঞ্জগতা নিরবচ্ছিন্ন জল পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। পুরাতন দিল্লী বিভাগে পর্য্যটকগণ অদ্যাপি, সঞ্জগতার বিলাস ভবনের ভগ্নাংশ প্রাচীর প্রভৃতি দেখিতে পান। বোধ হয়, যে সকল সহমৃতার যথাথ বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সঞ্জগতার তন্মধ্যে প্রথম। উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের বীরধাত্রী নামটী যে যথার্থ

হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

আমেরিকার আদিমনিবাসিদিগের আমোদ।

মনুষ্য মাত্রেই সময়বিশেষে কোন প্রকার আমোদে কিছু কাল ব্যয় করিতে ভাল বাসেন। যুব পাঠক, তুমি বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু আহার করিয়া খানিকক্ষণ খেলা কর, তাহার পর বই খুলিয়া পড়িতে বসিয়া থাক। ঐ খেলাই তোমার আমোদ। লোক বিশেষে আবার আমোদের বিশেষ্য আছে। তুমি যে আমোদ ভাল বাস, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক জন বলবান মনুষ্য দে আমোদ ভাল বাসেন না; আবার তিনি যে আমোদ ভাল

বাসেন, আমাদের প্রাচীন পাঠকগণ তাহা ভাল বাসিবেন না। আমোদ আবার দুই প্রকার; বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। সচ্চরিত্র সাধু লোকেরা বিশুদ্ধ ও অসচ্চরিত্র অসাধু লোকেরা অবিশুদ্ধ আমোদ ভাল বাসে। যাঁহারা সভ্য, তাঁহাদের আমোদও সভ্যরীতিসম্মত, কিন্তু যাহারা অসভ্য, তাহাদের আমোদেও অসভ্যতা আছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা আমাদের ছোটনাগপুরের ধাঙ্গরদের ন্যায় অসভ্য। তাহারা সময়ে২ মুখে ভল্লুক প্রভৃতি বিকটাকার জন্তুর মুখোশ দিয়া নৃত্য করে। অনেক লোক এই নর্ত্তনে যোগ দিয়া

থাকে। উহারা নৃত্য করিবার সময় মধ্যে২ সুরাপান করে, এবং যে জন্তুর মুখোশ পরে, সেই জন্তুর ন্যায় শব্দ করে। দর্শকেরা হাসিয়া অস্থির। পাঠক, তুমি কি ঐ রূপ আমোদ ভাল বাস? না; এ বড় অসভ্যোচিত আমোদ। দেখ, তোমায় যেন চড়ক পূজার সময় কখন হনুমান শাজিতে না দেখি!

আমেরিকার আদিম নিবাসিরা পূর্ব্বে উপনিবেশী ইউরোপীয়দিগের দাস ছিল। আমেরিকাতে যতই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হইল, লোকদের ততই ঐ দাসত্ব প্রথার প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। অবশেষে অনেক যুদ্ধের পর ঐ অন্যায় রীতি নিবারিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ হতভাগ্যেরা স্বাধীন।

মালতী।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী,
তাঁহার হিন্দু মাতা এবং ব্রাহ্ম-
মতাবলম্বিনী ভগিনী।

মাতা।—
ধর্ম্মতত্ত্ব অতিশয় নিগূঢ় বিষয়,
শুনিয়া তোমার মুখে মানিনু বিস্ময়।
না হইলে আবির্ভাব পবিত্র আত্মার,
জানিতে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধ্য নাহি কার।
খ্রীষ্টধর্ম্মে এতকাল ঘৃণা যে আছিল,
তোমার কথায় আজি সে সব ঘুচিল।
না জানিয়া সবিশেষ যত মূর্খ নর,
খ্রীষ্টধর্ম্মনিন্দাবাদ করয়ে বিস্তর।
মাঝে২ এসো বাছা, মোরে দেখা দিও,
শুনিব ধর্ম্মের কথা বসিয়া কহিও।

মালতী।—
যদ্যপি পবিত্র বলি খ্রীষ্টধর্ম্মে মান,
কাল্পনিক হিন্দুধর্ম্ম ইহা যদি জান।
তবে কেন মাতঃ, আর বিলম্ব করহ,
ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টযীশু চরণ ধরহ।

মাতা।—
তিন কাল গেছে বাছা এক কাল বাকি,
শোকে তাপে জড় সড়, কত কষ্টে থাকি।
কবে যে সদয় হয়ে ডাকিবে শমন,
জানি না, এভব ছাড়ি যাইব কখন।
আজি হোক, কাল হোক, মরিব ত্বরায়,
খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সময় কোথায়!
মলে যদি নরকুলে লভি গো জনম,
খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মি, এ মম মনন।
এ জনমে ধর্ম্ম কর্ম্ম হল যা হবার,
পূরাব মনের সাধ জন্মিলে আবার।

মালতী।—
বাল্যকাল হতে যাহা শুনি বার বার,
বদ্ধমূল হয় হৃদে সেই সমস্কার।
ধর্ম্মতত্ত্বঅনভিজ্ঞ প্রাচীন সকলে,

মৃত্যু পরে পুনর্জ্জন্ম, এই কথা বলে।
বিবেচনা করে যদি দেখহ জননি,
যুক্তিবহির্ভূত উহা বুঝিবে এখনি।
মৃত্যু পরে জন্ম পুন হয় ভূমণ্ডলে,
আমি জানি, হিন্দুশাস্ত্রে এই কথা বলে।
এ জনমে পাপ কার্য্য করে যে সকল,
জন্মান্তরে ভোগে লোকে সে পাপের ফল।
পাপফলভোগ তরে জন্ম বার বার,
হিন্দুশাস্ত্রে এই কথা রয়েছে প্রচার।
অযৌক্তিক মত এই জানিবে নিশ্চয়,
যুক্তির নিকটে এর মান্য নাহি রয়।
হত্যা অপরাধে ধৃত হয়ে কোন নর,
যদি নীত হয় কভু রাজার গোচর।
অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহার,
প্রাণদণ্ডাদেশ রাজা করেন প্রচার।
বুঝাইয়া দেন তারে দণ্ডের কারণ,
না বলিয়া দণ্ড নাহি দেন কদাচন।
না-জানায়ে না বলিয়ে দোষী জনগণে,
কোথাও না দেন শাস্তি কোনই রাজনে!
এই যুক্তি ধরি মাতঃ, করহ বিচার,
সহজে সংশয় দূর হইবে তোমার।
কানা খঞ্জ আদি লোক হেরি যে সকল,
এরা যদি ভোগে পূর্ব্ব-জন্ম-পাপ ফল।
জানে না ইহারা সে যে কি পাপের তরে,
এত কষ্ট, এত দুঃখ সহে নিরন্তরে।
এই যে রয়েছে পাখী পিঞ্জর ভিতরে,
পাখী কুলে জন্ম এর যদি পাপ তরে।
জানে না শুনে না ও যে কি পাপ কারণ,
বিহঙ্গ হইয়া সহে এতেক যাতন।
মশা মাছি যত কিছু কর বিলোকন,
জানে না কি পাপ তরে এহেন জনন।
কে কি ছিল, কি করিল, জনম অন্তরে,
জানে না, শুনে না কেহ, কাহারো গোচরে।
আর এক কথা মাগো, করহ বিচার,
তাহাতে সংশয় দূর হইবে তোমার।
পিঞ্জর ভিতরে দেখ, পাখী বাস করে,
বিস্তর অন্তর কিন্তু পাখীতে পিঞ্জরে।
উড়ি গেলে পাখী থাকে পিঞ্জর পড়িয়া,
পাখীসহ নাহি যায় পিঞ্জর উড়িয়া।
সেই রূপ আত্মা পাখী, দেহই পিঞ্জর,
আত্মার আদেশে দেহ চলে নিরন্তর।
আত্মা যদি ইচ্ছা করে, তবে দেহ চলে,
আত্মা যদি ইচ্ছা করে, মুখ কথা বলে।
আত্মার ইচ্ছায় আঁখি করে দরশন,
আত্মার ইচ্ছায় শুনে যুগল শ্রবণ।
শোক দুঃখ অনুভব, রাগদ্বেষ আর,
এ সকল কার্য্য মাগো, কেবল আত্মার।
মাটীর শরীর ইহা জানিবে নিশ্চয়,
আত্মা চলি গেলে ইহা পুনঃ মাটী হয়।
যবে কোন মনুষ্যের ঘটয়ে মরণ,
দেহ ছাড়ি আত্মা তার করে পলায়ন।
হিন্দুশাস্ত্রে বলে মাগো, সেইত আত্মন,
পুন দেহান্তর ধরি লভয়ে জনন।
তা হলে সে আত্মা কেন পূর্ব্ব জন্মকৃত,
সমুদায় কার্য্য মাগো, হইবে বিস্মৃত?
এই যে রয়েছে পাখী প্রাচীন পিঞ্জরে,
যদ্যপি রাখহ একে পিঞ্জর অন্তরে।
প্রাচীন পিঞ্জরে এই বলিছে যে বুলি,

নবীন পিঞ্জরে গেলে যাবে না তা ভুলি।
প্রাচীন পিঞ্জর মাতঃ, করিয়া বর্জন,
তবে কেন আত্মা ভুলে পূর্ব্ব বিবরণ ?
একি আত্মা কিন্তু সুধু কৃতপাপ তরে,
এক দেহ ছাড়ি যদি লভে দেহান্তরে।
পূর্ব্ব জন্মে কোন্ দেশে, কোথা বাস ছিল,
কেবা ছিল পিতা মাতা, কি কাজ করিল।
শূদ্র কি ব্রাহ্মণ ছিল অথবা চণ্ডাল,
ধনী কি দরিদ্র ভাবে কাটাইল কাল।
পশু কিম্বা কীট ছিল অথবা বিহঙ্গ,
হিংস্র কি অহিংস্র ছিল অথবা পতঙ্গ।
এ সকল প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাস কাহারে,
সাধ্য কি যে প্রত্যুত্তর পারে করিবারে।
মাগো, দেখ বিবেচনা করিয়া অন্তরে,
অনন্ত ক্ষমতাবান বলহ ঈশ্বরে।
যাঁর বাক্য মাত্রে ধরা হইল সৃজন,
সৃজিতে নূতন প্রাণী তাঁর কতক্ষণ ?

মাতা।—

তোমার কথায় ক্রমে ভ্রম হল দূর,
পবিত্র ধর্ম্মের জ্ঞান লভিনু প্রচুর।
ত্রাণকর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টে করিলে বিশ্বাস,
রাশি রাশি কৃত পাপ হইবে বিনাশ।
এ কথাও হৃদে আমি করিনু ধারণ,
সহসা খ্রীষ্টান হতে নাহি সরে মন।

মালতী।—

পুনর্জন্মে মাগো, আমি করিনা প্রত্যয়,
বাইবেল মধ্যে এর অন্যথা লিখয়।
একবার জন্ম, মৃত্যু হয় একবার,
আসা যা(ও)য়া ভবে নাহি হয় বার বার।
তার পরে হবে মাগো যে মহাবিচার,
সেই দিনে কারু সুখ, দুঃখ হবে কার।
যীশুখ্রীষ্টে যেই জন না করে বিশ্বাস,
অনন্ত নরক গতি তাহার নির্য্যাস।
জগতের শেষে হবে যে মহাবিচার,
সেই দিনে হবে অতি দুর্দ্দশা তাহার।
আদেশ করিবা তারে জগতের পতি,
"অনন্ত নরকে গিয়া করহ বসতি।"
সেই স্থান ভয়ানক হইলে স্মরণ,
ভয়েতে আকুল হয় পাপীজন মন।
অনন্ত আগুন তথা নিয়ত জ্বলিছে,
পাষণ্ড পাপীর দেহ তাহাতে পুড়িছে।
কাটিছে অক্ষয় কীট পাপী কলেবর,
হিমানিতে কত পাপী কাঁপে থর থর।
জল দেও, জল দেও পিপাশা দারুণ,
বলিয়া কাঁদিয়া কেহ হইতেছে খুন।
জ্বলন্ত প্রদীপ শিখা করি দরশন,
আসি পড়ি নষ্ট হয় যথা কীটগণ।
চারি দিক হতে তথা পাপী জনগণ,
সে অনন্ত দাবানলে হইছে পতন।
প্রচণ্ড পবন যথা বহিলে প্রবল,
ক্রোধ ভরে গরজয়ে সাগরের জল।
সেই রূপ শত২ সাগর কল্লোল,
জিনিয়া আকাশে উঠে পাপীকোলাহল।
হায়২, মরি২, গেল২ প্রাণ,
এহেন চীৎকার শব্দে ব্যাপয়ে বিমান।
পাছে তুমি যাও হেন নরক দুস্তরে,
ভাবিলেও মম প্রাণ কাঁপে থর থরে !

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

ভারকেন্দ্র।

(গতবারের অবশিষ্ট।)

শরৎ। সকল বস্তুর কি এক একটী ভারকেন্দ্র আছে ?

রমেশ। বস্তুর গঠন যেরূপ হউক না কেন, তাহার একটী ভারকেন্দ্র আছে ; আর যদি এই ভারকেন্দ্র হইতে পৃথিবীর উপর একটী লম্ব টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে কার্য্যকারী রেখা কহে, অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণ সেই লম্বভাবে কার্য্য করে।

শ। আচ্ছা দাদা, এই কার্য্যকারী রেখার স্থান ত বস্তুটী স্থাপনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে ?

র। অবশ্যই হইতে পারে, এবং উহাতেই বস্তুটীর স্বস্থানে থাকা এবং স্থানচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়া ঘটিয়া থাকে। যদি এই কার্য্যকারী রেখা বস্তুর তলায় না পড়িয়া বহির্দ্দিকে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুর ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি এক খালি গাড়ি কোন বন্ধুর পথে যাইতে যাইতে এত হেলিয়া পড়ে যে তাহার ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে লম্ব রেখা পাত করিলে তাহা গাড়ির তলায় না পড়িয়া বহির্দ্দিকে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই গাড়ি বিপদস্থ বা এক দিকে নত হইয়া পড়ে।

শ। তুমি সে দিন নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় যে

উপদেশ দিয়াছিলে, এক্ষণে আমি তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি।

র। আমি তোমাদের বলিয়াছি যে যদি কখন নৌকায় যাইতে যাইতে ঝড় বা অধিক বাতাস হয়, তাহা হইলে কখন তোমাদের স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিবে না, কারণ তাহা করিলে ভারকেন্দ্র উত্থিত হইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ক্ষীরোদ। আচ্ছা দাদা, আমি অনেক হেলা মন্দির, এবং অনেক হেলা বাড়ী দেখিয়াছি। তাহারা এত হেলিয়া আছে, যে প্রায় পড়িয়া যায়; কিন্তু কৈ তথাচ ত তাহারা পড়িয়া যায় না।

র। একটী অট্টালিকা, কি একটী মন্দির হেলিয়া পড়িলেই যে কার্য্যকারি রেখা তাহার তলায় পড়িবে না, এমন হইতে পারে না। ইটালি দেশে পাইশা নামক নগরে এক অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, তাহা এত হেলিয়া পড়িয়াছে যে লম্ব রেখা হইতে প্রায় ১৫ ফট অন্তরে সরিয়া গিয়াছে; তথাচ উহা পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে কার্য্যকারী রেখা উহার তলার বহির্ভাগে পতিত হয় নাই, সুতরাং যত দিন মসলার জোর থাকিবে, তত দিন উহার পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাশীতে যে হিন্দুদিগের বিশ্বেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাও হেলিয়া আছে, এবং ঐ কারণে পড়িয়া যায় নাই।

ক্ষী। সে দিন দিদি যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয়, ঐ রূপ পড়িয়া যাওয়া ভারকেন্দ্রের কোন ব্যতিক্রম হইলেই ঘটিয়া থাকে।

র। মনুষ্য উন্নতভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে, তাহার শরীরের ভারকেন্দ্র-বিনির্গত কার্য্যকারী রেখা পদদ্বয়ের মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু যদি পদ চালনা করিতে করিতে হেলিয়া পড়ে, তবে ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে সুহসা ভূতলে পতিত হয়।

শ। সে দিন যখন বাজিকরেরা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া গেল, তখন তাহারা ভারকেন্দ্র কিরূপে রক্ষা করিল?

র। যখন তাহারা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের শরীরের ভারকেন্দ্র হইতে লম্ব রেখা পাত করিলে তাহা ঐ দড়িরই উপর পতিত হয়, এই নিমিত্ত তাহারা

ভূতলে পতিত না হইয়া, দড়ির উপরই স্থির থাকে। আবার বোধ হয়, তোমরা ঠাউরিয়া দেখিয়াছ যে তাহাদের হস্তে একটী করিয়া বাঁশ থাকে। যদি কখন এক দিকে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে সেই বাঁশের অধিক ভাগ চালনা করিয়া দুই দিকে ভার সমান করে।

ক্ষী। সেই নিমিত্ত বুঝি, চৌকির উপর উপবিষ্ট থাকিলে, গাত্রোত্থান করিবার সময়ে, আমরা সম্মুখদিকে কিঞ্চিৎ নত হই।

শ। কেন, যখন কলসী করিয়া জল আন, তখন যে কক্ষে কলসী থাকে, তাহার বিপরীত দিক ঝুকিয়া চল!

র। আর স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হইলে কি উদরাময় হইলে, শরীর সম্মুখদিকে অধিক ভারাক্রান্ত হয়, এ নিমিত্ত তাহাদের মস্তক ও স্কন্ধদেশ পশ্চাৎ ভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়া যায়।

শ। দাদা, ভারকেন্দ্রের আর গুটি কতক উদাহরণ দাও না!

র। একটী গোলাকার দ্রব্য সমতল ভূমির উপর স্থির হইয়া থাকে, কারণ তাহার কার্য্যকারী রেখা পৃথিবীর উপর লম্ব ভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু উহা ক্রম-নিম্ন ভূমির উপর স্থাপন করিলে ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইতে হইতে অধোদিকে পতিত হয়, কারণ ঐ গোলা যে ভূমি স্পর্শ করে, ভারকেন্দ্র-বিনির্গত রেখা সেই স্থানে পতিত না হইয়া তাহার সম্মুখদিকে পতিত হয়। এই বিষয়োপলক্ষে একটী কৌতুকাবহ পরীক্ষা আছে। যখন আমরা অগ্রবর্ত্তী হই, তখন আমাদিগের শরীরের ভারমধ্য-স্থানকে অগ্রবর্ত্তী করিতে হয়, কিন্তু যখন আমরা শরীরকে নত করি, তখন ঐ ভারমধ্য-স্থানকে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎভাগে অপসৃত করা আবশ্যক। সুতরাং শরীরকে অবনত করিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ স্থান না থাকিলে কোন প্রকারেই পারা যায় না। অতএব যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাচীরের গায়ে পিঠের ঠেস দিয়া, দুই পা সংযত করিয়া এবং দুই পায়েরও দুই গোড়ারিকে ঐ প্রাচীর এবং মেজ্যের সমান করিয়া ঠেকাইয়া দাঁড়াইতে বলা যায়, আর তাহার সম্মুখে টাকা রাখিয়া কহ যে, তুমি পা না সরাইয়া যদি

ঐ টাকা কুড়াইয়া লইতে পার, তাহা হইলে টাকা তোমার হইবে, কিন্তু ইহাতে টাকা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মধুপায়ী পক্ষী।

ভ্রমরাদি পতঙ্গেরা পুষ্পের মধু পান করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারাও পুষ্পমধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে। ঐ প্রকার পক্ষিগণকে মধুপায়ী বলে। উহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। উহাদের শরীরের বর্ণ কাল বটে, কিন্তু সেই কালোতে আবার নীলের আভা আছে। আমরা পূর্ব্বদেশে ঐ প্রকার পক্ষী সকলকে দাড়িম্ব ফুলের মধু পান করিতে দেখিয়াছি। উহার চঞ্চু অতি সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ। ভ্রমর যেমন সূক্ষ্ম শুঁড় দ্বারা পুষ্পমধু পান করে, উহারা তদ্রূপ সূক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা অনায়াসে যে সে ফুলের মধু পান করিয়া থাকে।

পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি!

লেডি হেয়ারউডের

জীবনচরিত।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ।

বাড়ীর সকলে জেনের কাছে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কেহ কর্ত্তার দোষ দিতে, কেহ বড় দাসীর নিন্দা করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া গিন্নী কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, জেনের মাতাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। জেনের মাতা সংসারের ভাবগতি বিলক্ষণ জানিত এবং ঈশ্বরের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ও একান্ত নির্ভর থাকাতে সর্ব্বদা মনে করিত যাহা কিছু দুর্ঘটনা হউক না কেন অবশ্যই মঙ্গলের জন্য হইতেছে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে না পা

রাতেই আমরা বিপদে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, সুতরাং কন্যার কর্ম্ম গেল বলিয়া তত দুঃখিত হইল না। এবং কন্যার উপর গিন্নীর যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

গিন্নী বলিলেন, দেখ জেনের মা, তোমার মেয়ে এখানে আসা অবধি আমি তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, আমি তাহার উপর সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট আছি, তাহার জন্য আমি সার আর্থারের নিকট বিশেষ করিয়া পত্র লিখিতেছি, সংবাদ আসিলেই তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি আপাততঃ জেনকে কোন স্থানে নিযুক্ত করিয়া দিও না। এমা সেখানে অন্য দাসীর কাছে ভাল থাকিতে পারিবে, আমার এমন বোধ হয় না। যদি বল, কাজ না করিলে চলিবে কেন, তা আমার হাতে অনেক সেলাইয়ের কাজ আছে, আমিত বাহিরের লোককে সর্ব্বদা ঐ কাজ দিয়া থাকি, তোমার মেয়েকেও দিতে পারি। সে ত বেস কাজ কর্ম্ম জানে। আমি উহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

গিন্নীর কথা শুনিয়া জেনের মাতা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, তবে আপাততঃ তাহাকে ঘরে লইয়া যাই। গিন্নী সম্মত হইলেন। তৎপরে সে কন্যার নিকট যাইয়া দেখিল, সে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, অনন্তর তাহার বস্ত্রাদি গুছাইয়া তাহাকে গিন্নীর নিকটে আনিল, সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল।

গিন্নী ইহা দেখিয়া জেনের মাতাকে কহিলেন, ইহাকে মধ্যে মধ্যে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে, আমি ইহাকে দেখিলে অত্যন্ত সুখী হই। এ যখন প্রথম এখানে আইসে, আমি ইহাকে এত ভাল বাসিব বলিয়া মনে হয় নাই।

জেনের মাতা গিন্নীর নিকট বিদায় লইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী চলিল, বাটীর দাস দাসীরাও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে গেল; সকলেই দুঃখিত; জেন্ এ-কান্ত কাতর; "এমা, এমা" ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কথা নাই, বাটী পৌঁছিয়াও তাহার ঐ ভাব।

এই রূপে কয়েক দিন গত হইল।

রবিবারে তাহার মাতা গির্জায় যাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে কহিল। অনন্তর তাহাকে প্রস্তুত দেখিয়া মাতা কহিল, দেখ জেন্, এখনো গির্জার সময় হয় নাই, চল ততক্ষণ আমরা গিয়া পাহাড়ের উপর বেড়াই, তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে, ঐ স্থানেই বলিব। গির্জার ঘণ্টা বাজিলে আমরা ওখান হইতে নামিয়া আসিব। তোমার ছোট ভগিনী ইতিমধ্যে কাজ কর্ম্ম সারিয়া গির্জায় যাইবে।

অনন্তর উভয়ে পাহাড়ের উপর গেল, এবং খানিক ক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইয়া এক খানি পাথরের উপর বসিল। বসিয়া মাতা জেন্‌কে বলিতে লাগিল, দেখ বাছা, তুমি কি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইবে? ক্রমাগত চক্ষের জল ফেলিলে কি হইবে বল? কাঁদিলে ত এমা ফিরিয়া আসিবে না।

জেন্। মা, তুমি এমাকে ভাল করিয়া জান না বলিয়াই এমন কথা বলিতেছ। আমার বিশেষ কষ্ট এই যে সে এক্ষণে যাহার হাতে পড়িয়াছে সে ভাল লোক নয়; সে এমাকে ভাল করিয়া যত্ন করিবে না এবং ভাল শিক্ষাও দিবে না।

মাতা। বাছা, তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে দেখিতেছি।

জেন্। কেন মা?

মাতা। ঈশ্বরের কাজে তোমার মন নাই। তোমার আপনার যা ভাল লাগে, তাই কর। দেখ, তিনি যখন তোমাকে এমার প্রতিপালনের ভার দিয়াছিলেন, তুমি আহ্লাদপূর্ব্বক লইয়াছিলে, এখন তিনি কিছু দিনের জন্য নিজের হাতে লইয়াছেন, তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ।

জেন্। সে কি মা? এমাকে কি ঈশ্বরের হাতে দেওয়া হইয়াছে?

মাতা। হাঁ, তা বৈ কি? আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কোন বিষয় নিবারণ করিতে না পারি, তখন তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। এবং এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহার অন্যথা মনে করা উচিত নয়।

জেন্। মা, আমি এমাকে কুলোকের হাতে দিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

মাতা। পরমেশ্বরই তাহাকে তোমার হাত হইতে লইয়াছেন। সে যদিও এক্ষণে মন্দ লোকের হাতে পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে কোন্ কর্ম্ম কঠিন? তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? তুমি তাহার রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন। তিনি যে তাহা কোন্ অলক্ষ্য উপায়ে সম্পন্ন করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? তোমার মনে যেন এই প্রকার ভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

জেন্। মা, তোমার কথায় আমার জ্ঞান হইল। এখন অবধি আমি ঐরূপ করিতেই যত্ন করিব।

মাতা। শুদ্ধ ইহা নয়; তুমি যে কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহা নয়; তোমার নিজের কোন দোষে এই ঘটনা হইয়াছে কি না, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখিবে। হয় ত, তুমি অন্যান্য লোকের স্বভাব দেখিয়া আপনাকে তাহাদের অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতে। এই এখন গির্জায় যাইতেছ, তথায় গিয়া যাহাতে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার এবং যাহাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমার দোষ জানিতে পার, তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। আর তোমার দোষ জানিতে পারিয়া অনুতাপ করিলে ত্রাণকর্ত্তার কৃপায় তোমার পাপের ক্ষমা হইবে। আর এমা যাহাতে খ্রীষ্টের প্রকৃত ভৃত্য হয়, এবং সমস্ত ঘটনা যেন তোমার মঙ্গলের জন্য হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বর যদি তোমাকে দুরবস্থায় ফেলেন, অপরাজিত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। আমার পরামর্শ অনুসারে চলিলে যদি তোমার আপাততঃ কোন ক্লেশ হয়, কিন্তু তুমি খ্রীষ্টের গুণে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি পাইবে।

অলঙ্কার।

অলঙ্কারপ্রিয়তা আমাদিগের দেশের রমণীদিগের একটী রোগ। একথা শুনিয়া হয়তো আমাদিগের

সুন্দরী পাঠকগণ বড় বিরক্ত হইবেন। বিরক্ত হউন আর যা করুন, আমরা তাঁহাদের ন্যায় অলঙ্কার ভাল বাসী না। বিশেষতঃ আমরা নতের উপর বড় বিরক্ত। যাঁহারা নাকে নত পরিয়া আপনাদিগকে বড় সুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করেন,তাঁহা-

দের ঘরে কি দর্পণ নাই? যদি থাকে, তাহাতে একবার মুখ দেখিবেন। যদি না থাকে, উপরে অঙ্কিত সুন্দরীর মুখাকৃতি দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে নত পরিলে কেমন সুন্দর দেখায়!

আমরা শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে রোমদেশের ভামিনীরা নত পরিতেন। সে "পূর্ব্বকালে" আর এখন নাই। "পূর্ব্বকালে" আদম হবাও বৃক্ষপত্র সিলাই করিয়া পরিতেন, কিন্তু সেই জন্য আমরাও যে এখন তাহাই করিব, ইহা যুক্তিসম্মত নহে। কাল সহকারে মনুষ্যসমাজ পরিবর্ত্ত হইতেছে, সুতরাং সেই পরিবর্ত্তনের সহিত যোগ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। যে কারণে এক্ষণে উল্কী পরার পদ্ধতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, সেই কারণে কি নতের ব্যবহার রহিত করা কর্ত্তব্য নয়?

আমরা ভরসা করি, অনেকে উপরিস্থ মুখাকৃতি দেখিয়া নত ভাঙ্গিয়া অন্য কোন সভ্যোচিত অলঙ্কার গড়িতে দিবেন।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

পদ্মিনী।

রাজপুত্র-ঐতিহাসিক বিবরণ মধ্যে অনেক হিন্দু বীরাঙ্গনার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান অতি মনোহর। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ও শোকাবহ মৃত্যুর বিবরণ পাঠে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও নেত্রনীর নিপতিত হয়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে লঙ্কাধিপতি হামীরশঙ্কের গৃহে পরম রূপবতী পদ্মিনীর জন্ম হয়। রাজা দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার নাম পদ্মিনী রাখিলেন। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য রশ্মি যেমন উজ্জ্বল, শরৎ-সুধাংশু-অংশু পূর্ণিমার রজনীতে যেমন স্বচ্ছ, যৌবনকালে পদ্মিনীও সেই রূপ অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্টা হইতে লাগিলেন। সরোবরে নলিনী বিকশিত হইলে এবং মন্দ মন্দ গন্ধবহ তাহার গন্ধ বহন করিয়া চারিদিক আমোদিত করিলে প্রমত্ত ভ্রমরগণ যেমন মধু পান আশয়ে মধুরস্বরে গান করিতে করিতে নলিনীর নিকট গমন করে,সেই রূপ পদ্মিনীর যশঃ সৌরভে মোহিত হইয়া নানা দেশ হইতে ভূপতিগণ তাঁহার পাণি গ্রহণাভিলাষে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নলিনী যেমন মধুকরগণের মধুর-স্বরে মোহিত না হইয়া দিবাকর করে কর সমর্পণ করে, পদ্মিনীও তদ্রূপ অন্য নৃপতিগণের তোষামদে পরাভূতা না হইয়া সূর্য্যসম বীর্য্যশালী রাজপুত্ররাজ ভীমসেনের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। পদ্মিনীর

পিতৃব্য গোরা এবং তাঁহার ভ্রাতা বাদল তাঁহার সমভিব্যাহারে মিররে আগমন করিলেন। পদ্মিনী সিংহলে যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন,তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মিনী অপহরণ মানসে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু অবশেষে জয়লাভে নিরাশ হইয়া কেবল দর্পণে পদ্মিনীর মুখপদ্ম দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইবার অঙ্গীকার করেন, চিতোরাধিপতিও প্রবল শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার আশয়ে অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন্ আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমনকালে শিষ্টাচারে সরল-হৃদয় ভীমসেনকে বশবর্ত্তী করিয়া কৌশলক্রমে বন্দিবেশে আপনার শিবিরে আনয়ন করেন, এবং পরে প্রচার করিয়া দেন যে পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই রাজাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। পতিপ্রাণা পদ্মিনী স্বামীর এরূপ দুর্গতি শ্রবণে শোকে মূর্চ্ছাগতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। সখীগণ মহিষীর এরূপ অবস্থা দর্শনে ব্যস্তা হইয়া কেহ বা বদনে বারি

সেচন, কেহ বা তালবৃন্ত ব্যজন, এবং কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মহিষী শোক সম্বরণ করিয়া এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রজনীযোগে তিনি তাঁহার শিবিরে গমন করিবেন। আলাউদ্দীন্ পদ্মিনী-সহবাস-আশে মোহিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিচিত্র বসন পরিধান ও অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মিনীসহ সাত শত শিবিকা মধ্যে সাত শত স্ত্রীবেশ ধারী সেনা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইল। ভীমসেনও ঐ অবশরে পদ্মিনী সমভিব্যাহারে নিজ গৃহে পলায়ন করিলেন। আলাউদ্দীন্ এই রূপে পদ্মিনীলাভ আশয়ে হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু পদ্মিনীর মুখপদ্ম বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়া তিনি ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে, পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইবার চিতোর সেনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিকটে পরাজিত হয়, তাহাতে পদ্মিনী নিরুপায় হইয়া সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রদীপ্ত অনলে পতিতা হন, এবং নৃশংস আলাউদ্দীনও স্বীয় দুরাশা পূর্ণ করণে হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধ মনে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

পদ্মিনী-উপাখ্যান পাঠে দুইটী ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। প্রথমতঃ, "দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব রক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত।" ইহা চিন্তা করিয়া কে না তাঁহাদের প্রশংসা করিবে? দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়াতে দেশের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে!

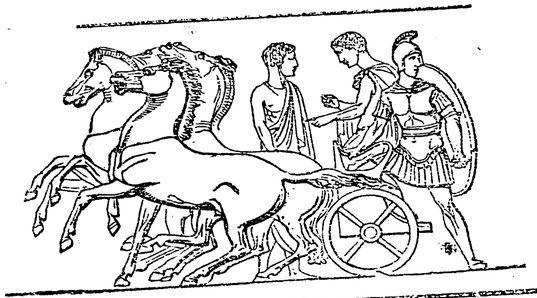

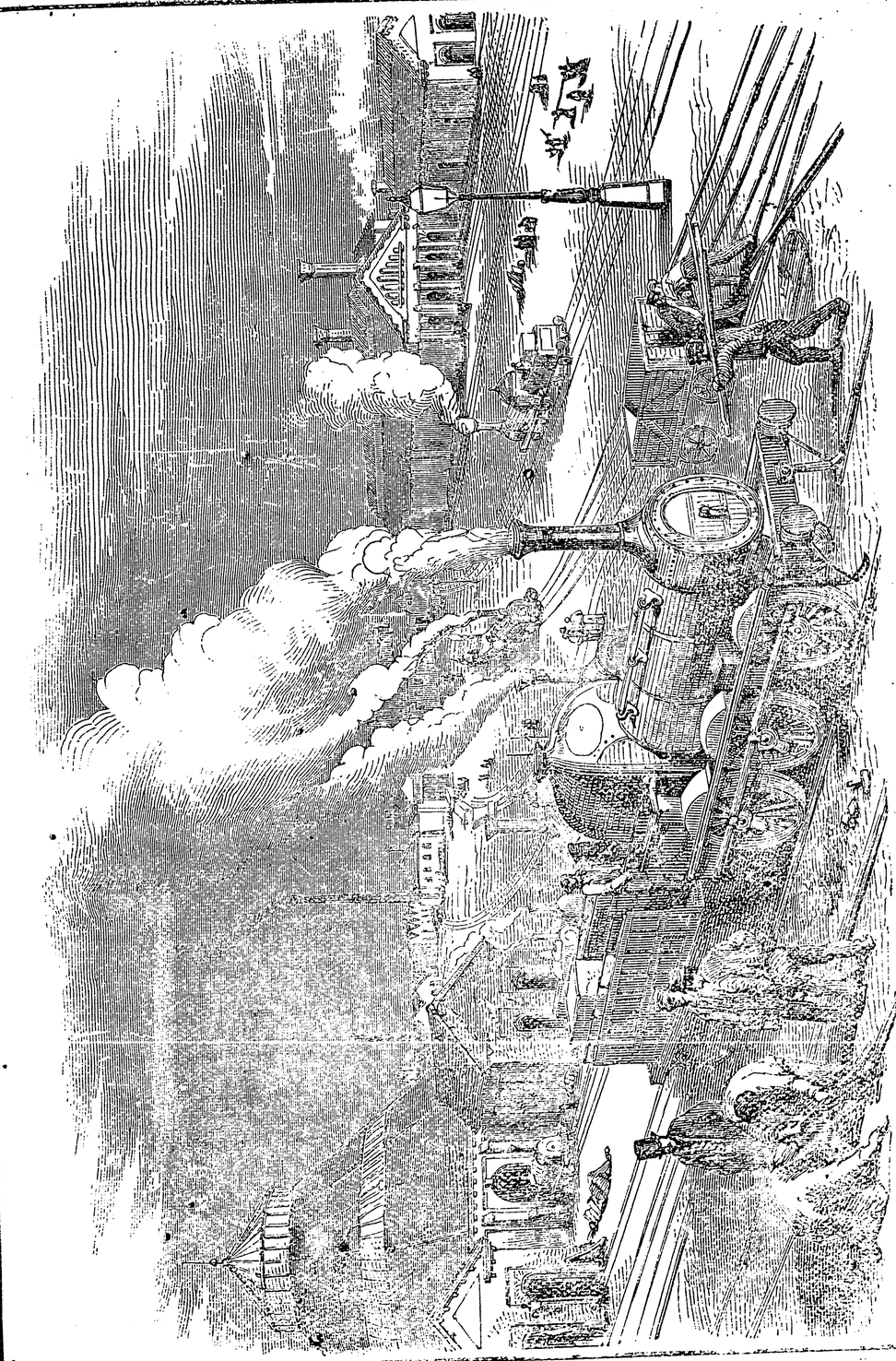

রেলওয়ে ষ্টেশন ও বাষ্পীয় শকট।

মালতী।

স্থান-পৈতৃকবাটী।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার মাতা ও ভগিনীর কথোপকথন।

মালতী ;—

কি কব স্বর্গের কথা, সে পুণ্য নগর,
বর্ণিতে কি ভবে তাহা পারে কোন নর ?
অতুল বিভব তার, গৌরব অতুল,
কি আছে তাহার সনে হইবেক তুল ?
স্ফটিকে গঠিত সেই অমর নগর,
মাণিক-তোরণ তার অতি শোভাকর।
নিরমল নীরময়ী জীবনের স্রোতঃ,
সেপুণ্য নগর দিয়া বহিছে নিয়ত।
অমৃত বৃক্ষের মালা দুধারে শোভিছে,
বারো মাসে বারো ফল তাহাতে ধরিছে।
পবিত্র আনন্দ তথা পবিত্র প্রমোদ,
চিন্তিলে উপজে মনে পবিত্র প্রমোদ।
দিবাকর কর কিম্বা চন্দ্রের আলোকে,
প্রয়োজন নাহি মাগো, সেই দিব্য লোকে।
পরমেশ তেজে দীপ্ত সদা সে নগর,
বিরাজেন মেষশিশু দীপের শোসর।
প্রেমময় স্থান সেই প্রেমের বাজার,
পূজে সবে ঈশে দিয়া প্রেম উপহার।
বিনা বিনিন্দিত স্বরে দিব্য দূতগণ,
প্রেমেতে মাতিয়া করে বিভু সংকীর্ত্তন।
শীতলিয়া সাধু জনগণের শরীর,
বহিছে নিয়ত তথা মলয় সমীর।
বেষ্টিত হইয়া তথা সাধু দূতগণে,
পরমেশ বিরাজেন সে পুণ্য ভবনে।
ডানি পাশে বসি তাঁর যীশু ত্রাণপতি,
পাপি নরতরে ঈশে করেন মিনতি।
পাপ হতে কোন জন ফিরাইয়া মন,
যীশুর আশ্রয় যদি করয়ে গ্রহণ।
তাহলে স্বরগবাসী দিব্য দূতগণ,
আনন্দে মাতিয়া করে বিভু সংকীর্ত্তন।
মরণান্তে সেই জন হরিশ অন্তরে,
অবহেলে চলি যায় সে পুণ্য নগরে।
পূর্ব্ব পাপ হেতু যত কষ্ট জ্বালাতন,
সেই স্থানে গিয়া সেই হয় বিস্মরণ।
আপনার হস্তে পিতা, দয়ার সদন,
নয়নের অশ্রু তার করেন মোচন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ নাহি সে নগরে,
নিবসে নিবাসী যত প্রফুল্ল অন্তরে।
করি গো মিনতি মাতঃ, শুনহ বচন,
থাকিতে সময় কর যীশুর সাধন।
অনুতপ্ত চিতে চল যীশুর সদনে,
তাহলে রবে না ভয় কদাচ মরণে।
যেই পাপ ভয়ে তুমি হয়েছ অচল,
নিজ স্কন্ধে যীশু তাহা লইবা সকল।
ভুগিতে হবে না আর পাপ হেতু দুখ,
ইহ পরকালে তব হইবেক সুখ।

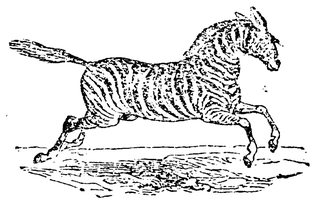

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

নবম কথা।

গতির নিয়ম।

রমেশ। অদ্য আমি, তোমাদিগকে গতির নিয়মের বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে জড়পদার্থের স্থানান্তর হওয়ার নাম গতি। এই গতির কারণ কি, তাহা কি তোমরা জান? —বলই উহার কারণ। কোন বস্তুতে বলপ্রয়োগ করিলেই গতি উৎপন্ন হয়। তোমরা কি বলিতে পার, জড়ে বলপ্রয়োগ করিলে উহা কোন্ দিকে চালিত হয়?

শরৎ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে জড়ের যে দিকে বলপ্রয়োগ করা যায়, তাহার বিপরীত দিকে সরল রেখাক্রমে উহা চালিত হয়।

র। উহা হইতেই গতির প্রথম নিয়ম জানিতে পারিবে। তাহা এই ;—"একটী জড়ে কোন বলপ্রয়োগ না করিলে, উহা যে নিশ্চেষ্ট অবস্থাতে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থাতেই চিরকাল থাকে, আর যদি উহাতে কোন বলপ্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা সেই বলের অভিমুখে সরল রেখাক্রমে চিরকাল সমবেগে চলে।"

ক্ষীরোদ। কোন একটী জড়পদার্থে, মনে কর, এই দুয়াতটীতে যদি কোন বলপ্রয়োগ না হয়, তাহা হইলে উহা যে অবস্থাতে আছে, সেই অবস্থাতেই থাকে, এইটী বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু উহা এক বার চালিত হইলে, চিরকাল সমবেগে

চলে, এইটী আমি মনে ধারণ করিতে পারিতেছি না।

র। এইটীও বুঝিতে পারিবে; যদিচ এই সিদ্ধান্ত অনুমানসিদ্ধ, তথাপি ইহা অপ্রমাণ নহে।

শ। আমাদের দুই একটী প্রমাণ দাও না, শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

র। বোধ হয়, এটী তোমরা অস্বীকার করিবে না যে, একটী জড়ের স্বীয় আকার পরিবর্ত্তনের যে রূপ ক্ষমতা নাই, সেই রূপ উহা চালিত হইলে উহার গতি রোধ করিবার, কিম্বা বেগ কমাইবারও ক্ষমতা নাই।

ক্ষী। তা সত্য, তথাচ আমি দেখিয়াছি যে একটী কন্দুক অত্যন্ত জোরে নিক্ষেপ করিলেও, ভূমিতে পতিত হইলেই অতি অল্পকাল মধ্যেই থামিয়া যায়!

র। বোধ হয়, এইটী তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ যে একটী ঘরের শানের মেজায় যদি একটী ভাঁটা গড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যত দূর যায়, সেই বলে সেই ভাঁটাকে ঘাসের উপর গড়াইয়া দিলে তত দূর যাইতে পারে না। এই স্থলে ঘাসের ঘর্ষণ উহার গতির প্রতিবন্ধক হয়, ঘাসের ঘর্ষণ অধিক বলিয়া গতির প্রতিবন্ধকতা অধিক হয়; সুতরাং ভাঁটাটী অতি শীঘ্র থামিয়া যায়। আর সমতল ভূমিতে ঘর্ষণ তত অধিক নয়, এই নিমিত্ত থামিতে অধিক বিলম্ব হয়। আর—

শ। আর তুমি যাহা বলিতে যাইতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মাধ্যাকর্ষণের শক্তি—

র। ঠিক; বোধ হয়, মাধ্যাকর্ষণের কথার সময় যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে শিক্ষা করিয়াছ যে সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে এই আকর্ষণের দ্বারা গতি রোধ হইতে থাকে, এবং ক্রমে থামিয়া যায়। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর একটী কারণে গতি রোধ হয়; তাহা বায়ুর প্রতিবন্ধকতা।

ক্ষী। বোধ হয়, বায়ুর প্রতিবন্ধকতাতে গতির অতি অল্প বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

র। একটী ভাঁটা গড়াইয়া দিলে, বায়ু সেই ভাঁটার গতির অতি অল্প প্রতিবন্ধক হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন গতি অতি প্রবল হয়, মনে কর, যখন একটী গোলা কামান হইতে নির্গত হয়, তখন বায়ুর প্রতিবন্ধকতা বড় অল্প হয় না। যদি তুমি এই চাবুক গাছটী বায়ুতে আস্তে আস্তে সঞ্চালন কর, তাহা হইলে বায়ুর প্রতিবন্ধকতা কিছুই লক্ষিত হইবে না; কিন্তু যদি জোরে সঞ্চালন কর, তাহা হইলে বায়ুর প্রতিবন্ধকতা বুঝিতে পারিবে। বায়ুর প্রতিবন্ধকতাহেতু এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ হইবে।

শ। তবে গতির প্রতিবন্ধক তিনটী; বায়ুর প্রতিবন্ধকতা, ভূমির ঘর্ষণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ।

র। ঠিক অনুভব করিয়াছ। এই বার আমি তোমাদিগকে গতির দ্বিতীয় নিয়ম কহিব। তাহা এই;—"জড়ের প্রতি যত বল কেন একেবারে প্রয়োগ করা যাউক না, সকল বল স্ব স্ব অভিমুখে সরল রেখাক্রমে উহার গতি উৎপাদন করে।"

শ। এই কথাটী বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যদি একটী জড়ে দুই কিম্বা ততোধিক বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ত দুই কিম্বা অধিক গতি হয় না।

র। তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জগতে কোন পরমাণুর বিনাশ হয় না। একটী জড় পদার্থ আর একটী জড় পদার্থের সংযোগে রূপান্তর হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের পরমাণুর একটী মাত্রও ধ্বংস হয় না; সেই রূপ একটী বলে যে রূপ কার্য্য করে, অন্য বলের সংযোগে সেই কার্য্যের কিছু বিভিন্নতা হইতে পারে, কিন্তু বল যে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

ক্ষী। দাদা, এই গতির দুই একটী উদাহরণ দাও না!

র। জাহাজ যখন চলিতে থাকে, তখন যদি মাস্তুলের অগ্রভাগ হইতে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে জাহাজের গতি সম্মুখদিকে থাকিলেও ঐ প্রস্তর মাস্তুলের ঠিক অধোভাগে পতিত হইবে।

শ। দাদা, এক্ষণে গতির তৃতীয় নিয়মটী কি, আমাদিগকে বল।

র। তৃতীয় নিয়মটী এই;—"যখন একটী দ্রব্য আর একটীকে অঘাত করে, তখন আহত পদার্থও উহাকে প্রতিঘাত করিয়া থাকে, আর আঘাত বল এবং প্রতিঘাত বল, সমান ও পরস্পর বিপরীত মুখে কার্য্যকারী

হয়।” যদি তোমার পিঠে আমি একটী চাপড় মারি, তাহা হইলে উহা তোমাকে যে জোরে আঘাত করিবে, আমার হস্তেও সেই রূপ জোরে আঘাত লাগিবে।

ক্ষী। এই নিয়মটী আমার বড় সুন্দর বোধ হইতেছে, ইহা হইতে, বোধ হয়, অনেক শিক্ষা করিতে পারিব।

র। গতির সকল নিয়ম হইতেই অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পার। তবে এই গতির দুই একটী কার্য্যের উদাহরণ আমি তোমাদিগকে দিতেছি। যখন এক খানি নৌকা জলে ভাসমান থাকে, তখন সেই নৌকা মাধ্যাকর্ষণ প্রযুক্ত পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জলের প্রতিঘাত বশতঃ উহা জলমগ্ন হইতে পায় না। এই নিয়ম হইতে পাখিরা কি রূপে উড়িতে পারে, তাহাও জানিতে পার।

ক্ষী। কি রূপে পারে, আমাদিগকে বল না!

র। যখন কোন পক্ষী আপনার পক্ষ বিস্তৃত করিয়া বায়ুর উপর স্থির হইয়া থাকে, তখন বায়ুর প্রতিঘাত প্রযুক্তই উহার নিম্নে পতন হয় না। পক্ষী যদি বায়ুর উপর পক্ষের আঘাত করে, তাহা হইলে বায়ুও ঐ পক্ষে তাদৃশ বলে প্রতিঘাত করে, সুতরাং সে ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। সাঁতার দিবার সময়ও আমাদের এই রূপ হইয়া থাকে। আমরা যখন জল টানি, জলও আমাদিগকে টানিতে থাকে, তাহাতেই আমরা জলে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারি।

শ। আমাদের আর দুই একটী উদাহরণ দাও না!

র। যখন আমরা পথে চলিয়া যাই, তখন পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করি, পৃথিবীও আমাদিগকে প্রতিঘাত করে। যদি আমরা পৃথিবী দ্বারা ঐ প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হইতাম, কোন প্রকারেই এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারিতাম না। আবার চলিয়া যাইতে যাইতে যদি কখন পায়ে আঘাত লাগে, তাহা আমরা কখন অল্প ও কখন অধিক অনুভব করি, তাহার কারণ এই, আমাদের গতি যত দ্রুত হয় এবং আঘাত যত জোরে লাগে, প্রতিঘাতও তত জোরে লাগিয়া থাকে।

খনি।

ধাতু হইতে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধাতু নানা প্রকার। ধাতুমাত্রই চক্‌চকে

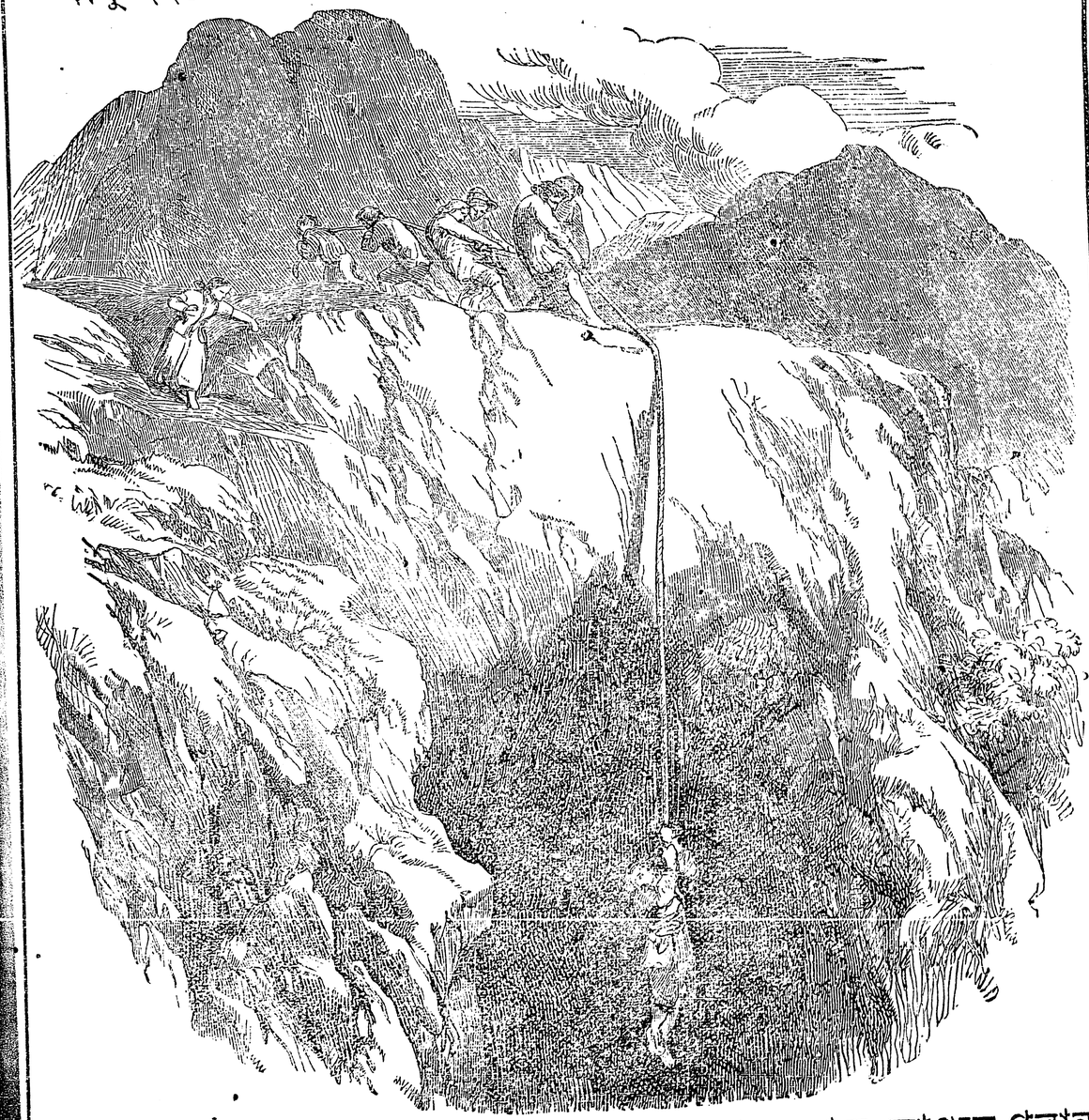

ও উজ্জ্বল। উহাদের অধিকাংশ কঠিন, কিন্তু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন নহে। কোন২ ধাতু আগুনে গলান বা পিটিয়া ইচ্ছানুসারে ছোট বড়

হয়।” যদি তোমার পিঠে আমি একটী চাপড় মারি, তাহা হইলে উহা তোমাকে যে জোরে আঘাত করিবে, আমার হস্তেও সেই রূপ জোরে আঘাত লাগিবে।

ক্ষী। এই নিয়মটী আমার বড় সুন্দর বোধ হইতেছে, ইহা হইতে, বোধ হয়, অনেক শিক্ষা করিতে পারিব।

র। গতির সকল নিয়ম হইতেই অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পার। তবে এই গতির দুই একটী কার্য্যের উদাহরণ আমি তোমাদিগকে দিতেছি। যখন এক খানি নৌকা জলে ভাসমান থাকে, তখন সেই নৌকা মাধ্যাকর্ষণ প্রযুক্ত পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জলের প্রতিঘাত বশতঃ উহা জলমগ্ন হইতে পায় না। এই নিয়ম হইতে পাখিরা কি রূপে উড়িতে পারে, তাহাও জানিতে পার।

ক্ষী। কি রূপে পারে, আমাদিগকে বল না!

র। যখন কোন পক্ষী আপনার পক্ষ বিস্তৃত করিয়া বায়ুর উপর স্থির হইয়া থাকে, তখন বায়ুর প্রতিঘাত প্রযুক্তই উহার নিম্নে পতন হয় না। পক্ষী যদি বায়ুর উপর পক্ষের আঘাত করে, তাহা হইলে বায়ুও ঐ পক্ষে তাদৃশ বলে প্রতিঘাত করে, সুতরাং সে ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। সাঁতার দিবার সময়ও আমাদের এই রূপ হইয়া থাকে। আমরা যখন জল টানি, জলও আমাদিগকে টানিতে থাকে, তাহাতেই আমরা জলে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারি।

শ। আমাদের আর দুই একটী উদাহরণ দাও না!

র। যখন আমরা পথে চলিয়া যাই, তখন পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করি, পৃথিবীও আমাদিগকে প্রতিঘাত করে। যদি আমরা পৃথিবী দ্বারা ঐ প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হইতাম, কোন প্রকারেই এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারিতাম না। আবার চলিয়া যাইতে যাইতে যদি কখন পায়ে আঘাত লাগে, তাহা আমরা কখন অল্প ও কখন অধিক অনুভব করি, তাহার কারণ এই, আমাদের গতি যত দ্রুত হয় এবং আঘাত যত জোরে লাগে, প্রতিঘাতও তত জোরে লাগিয়া থাকে।

খনি।

ধাতু হইতে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধাতু নানা প্রকার। ধাতুমাত্রই চক্‌চকে

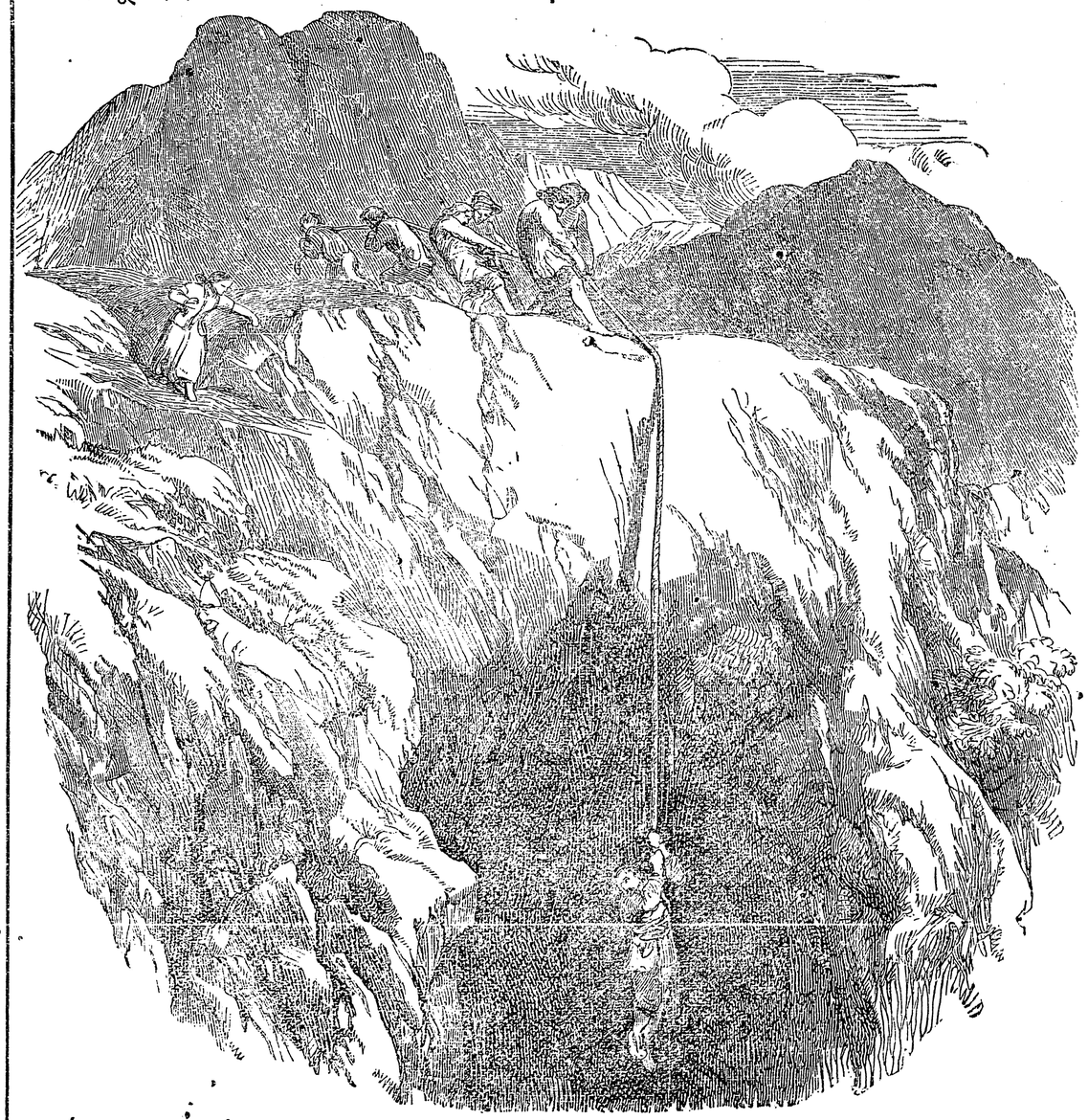

ও উজ্জ্বল। উহাদের অধিকাংশ কঠিন, কিন্তু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন নহে। কোন২ ধাতু আগুনে গলান বা পিটিয়া ইচ্ছানুসারে ছোট বড়

করা যাইতে পারে, অথচ ভাঙ্গিয়া যায় না।

অধিকাংশ ধাতু পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকে। লোকে মাটী খনন পূর্ব্বক গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহা উত্তোলন করে। সেই গর্ত্তকে খনি বলা যায়।

খনির প্রবেশদ্বার ঠিক বাড়ীর খিলেনের সিংহদ্বারের ন্যায়। প্রবেশকালে তোমার বোধ হইবে, তুমি কোন গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু দ্বার অতিক্রম করিলেই তোমার সম্মুখে একটী ভয়ানক গর্ত্ত দেখিতে পাইবে। খনির চারি ধারে অনেক দড়ি ঝুলিতে দেখিবে, ঐ সকল দড়ি ধরিয়া লোকেরা খনির মধ্যে নামে ও উঠে।

কোন২ সময়ে খনির মধ্য হইতে বজ্র পতনের শব্দ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, খনির মধ্যে যে সকল বড় প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহার মধ্যে বারুদ পুরিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতেই ওরূপ ভয়ানক শব্দ হয়।

আকর হইতে সোনা, রূপা ও হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থ পাওয়া যায়।

লেডি হেয়ারউডের

জীবনচরিত।

নবম অধ্যায়ের শেষ।

জেন্ বিশেষ মনোযোগ সহকারে মাতার কথা শুনিতেছিল, এমন সময়ে গির্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অনন্তর উভয়ে নামিয়া বাটী আসিল এবং বাটীর সকলকে সঙ্গে করিয়া গির্জায় গেল। গির্জায় গিয়া জেন্ মাতার উপদেশ অনুসারে আপনার দোষ জানিতে পারিবার এবং এমার মঙ্গলের জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিল। অদ্য প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে ঐ চিন্তায় মগ্ন রহিল, পর দিন অপেক্ষাকৃত মনের স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

এক দিন তাহারা মাতা কন্যায় বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময়ে জেন্ বলিল, দেখ মা, তুমি আমাকে এ কাল পর্য্যন্ত যত উপদেশ দিয়াছ, তন্মধ্যে গত রবিবারে পাহাড়ের উপর বসিয়া যে গুলি বলিয়াছিলে, তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে।

মাতা। তোমার কথায় আমি বড় সুখী হইলাম; এখন, বোধ হয়, আর তোমার মনে পূর্ব্বের মত গোলমাল নাই।

জেন্। না মা, এখন আমার মনে আর পূর্ব্বের মত গোলমাল নাই। তোমার কথা অনুসারে একান্ত মনে প্রার্থনা করাতে এবং পূর্ব্বের ঘটনা সকল মনে করাতে ও মথির পঞ্চমাধ্যায়ের তৃতীয় অবধি দশটী পদ* আলোচনা করাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এমাকে পাইয়া আমার অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। সকলে যখন এমাকে প্রশংসা করিত, আমি সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলাম এমা আমার গুণেই ভাল হইতেছে। সে নিজে ভাল, তাহা মনে করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম না। আর সংসারের প্রলোভনেও আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি ভাবিতাম, কর্ত্তা মহাশয় বাড়ী আসিয়া এমার উন্নতি দেখিয়া আমাকে প্রশংসা করিবেন এবং হয়ত আমাকে লণ্ডনে লইয়া যাইবেন। দেখ মা, এই প্রকার কত কুভাব আমার মনে উদয় হইত, বলিতে পারি না। যখন এই সকল মনে হইত, ইহার দোষ বুঝিতে পারিতাম না।

মাতা। মন অতি দূষিত পদার্থ, উহা দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই প্রতারিত হইয়া থাকি। মনের তুল্য কপট বস্তু আর নাই। মনকে বুঝিতে পারা অতিশয় কঠিন। দেখ, পবিত্রহৃদয় হইবার জন্য আমরা প্রত্যহ প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বতোভাবে ত্রাণকর্ত্তার সদৃশ পবিত্র হইতে না পারি, তত দিন পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। কোন ক্লেশ, কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা ঈশ্বর দিয়াছেন, মনে করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতে

*দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। শোকার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ক্ষান্তশীল লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দেশ অধিকার করিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে। দয়ালু লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। মিলনকারকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। মনুষ্যেরা যখন আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদিগকে নানা মন্দ কথা বলে, তখন তোমরা ধন্য। সেই সময়ে তোমরা আনন্দ কর, ও উল্লাসিত হও, কেননা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার পাইবে; তাহারা তোমাদের পূর্ব্বের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে সেই মত তাড়না করিয়াছিল।

হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে নম্র ও সাধু করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে বিপদ প্রেরণ করেন, আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেই সহজে পাপ ভাব, পাপ কামনা পরিত্যাগ করি।

জেন্। মা, আমারও ঐরূপ মনে হইতেছে। এখন অবধি বোধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় বিপদ সকল পূর্ব্ব অপেক্ষা সহ্য করিতে পারিব।

মাতা। বাছা, ধর্ম্মপুস্তকের কথা মনে করিয়া দেখ, তোমাদের যে কোন বিপদ ঘটুক না কেন, আনন্দহৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিবে; বিপদ দ্বারা সহিষ্ণুতার শিক্ষা হয়।

জেম্। মা, এখন এমাকে ঈশ্বরের হাতে দিয়া আর আমার মন ব্যাকুল হইতেছে না। আমি তাহার সঙ্গে না থাকিলেও ঈশ্বর তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারেন।

এই অবধি জেনের মন পরিবর্ত্ত হইল। সে এক্ষণে প্রফুল্ল হৃদয়ে মাতার সাহায্য করিতে লাগিল এবং গিন্নী যে সকল সেলাইয়ের কাজ দিতেন, তাহা রীতিমত প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিত। মধ্যে মধ্যে গিন্নীর কাছে যাইয়া নানা কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইত। গিন্নী জেনের জন্য সার আর্থারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর আইসে নাই। তাঁহার নিকট হইতে অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ সর্ব্বদাই আসে এবং তিনি সর্ব্বদাই বাটী আসিবেন বলিয়া পত্র লিখেন, কিন্তু আসা হয় না। জেন্ গিন্নীর কাছে গিয়া ঘটনাক্রমে এমার ঘরে যাইলে তাহার মনে দুঃখের উদয় হইত বটে, কিন্তু এমা ঈশ্বরের হস্তে আছে মনে করিয়া সে দুঃখ দূর করিত। বিপদের সময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অনুভূত হইলে বিপদ লঘু হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদয় হয়। জেনেরও সেইরূপ হইত। সে আপনার মন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং যে কোন বিষয় ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করে, প্রাণান্তেও সে দিকে মন দিত না। এইরূপে আত্মোন্নতি করাতে ক্রমে তাহার নম্রতা, সাধুতা, দয়া, প্রফুল্লতা এবং পরিশ্রমে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার মাতাও এই সকল বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

তারাবাই।

তারাবাই বেডনোরাধিপতি সূরতানের কন্যা। সূরতান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলা নামক জনৈক প্রবলপ্রতাপ মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্য ভারতবর্ষস্থিত তাকিৎপুর ও থোড়া নামক প্রদেশে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু আফগানেরা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া, থোড়া হইতেও তাঁহাকে দূরীভূত করে। তাহাতে তিনি পুনরায় নিম্ন বেডনোরে যাইয়া বাস করেন। পিতার ঈদৃশ দুর্দ্দশা দৃষ্টে, তারাবাই নারীকুলদুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ ঘোটকারোহণ ও বাণ সন্ধান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, সূরতান যখন থোড়া পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে সসৈন্যে আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তারাবাইও অশ্বারোহণ করত তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন।

রাণা রায়মলের পুত্র জয়মল তারাবাইয়ের পাণি গ্রহণাভিলাষী হওয়াতে, রাজকন্যা কহেন, "যদ্যপি আপনি আফগানদিগের হস্ত হইতে থোড়া উদ্ধার করিতে পারেন, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক আছি, নতুবা নহি।" রাজপুত্র তাহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু অঙ্গীকার পূরণের পূর্ব্বেই পুরস্কার লাভের চেষ্টা করাতে, সূরতান স্বয়ং তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। পৃথ্বীরাজ নামে রায়মলের আর এক যথার্থ বীরপুত্র ছিলেন। তিনি উক্ত শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করত স্বীয় বংশের সম্ভ্রম রক্ষার্থে, থোড়া জয় করিয়া সুন্দরী তারাবাইয়ের পাণি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজের যশঃসৌরভ রাজপুত্রকুলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং সূরতান তাঁহার বীর্য্য ও সৌজন্য দর্শনে মোহিত হইলেন, এবং রাজবালাও রাজপুত্র থোড়া জয় করিবেন, এই অঙ্গীকার করাতেই, তাঁহাকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজ রমণী রত্ন লাভ করিয়া ভোগসুখে নিমগ্ন হয়েন নাই। তিনি বলে ও কৌশলে আফগানদিগের হস্ত হইতে থোড়া উদ্ধার করেন। ইতিহাসে লেখে, যে তাঁহার রণপ্রিয়া ভার্য্যাও তাঁহার সঙ্গে রণস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

যক সূত্র দ্বারা কীলকে বদ্ধ থাকাতে বিরতিবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরতিবিন্দুতে আসিতে আসিতে উহার বেগ এত প্রবল হয় যে ঐ বিন্দুতে উহা কোন মতে স্থির থাকিতে পারে না; সুতরাং উপরে উঠিয়া যায়, কিন্তু আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচে নামিয়া পড়ে; পতিত হইতে হইতে উহার বেগ আবার বৃদ্ধি হইয়া উপরে উঠে, এবং আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে নীচে নামিয়া পড়ে,—এইরূপে বারম্বার দুলিতে থাকে। পরিদোলকের দোলপিণ্ড দুলিবার সময়ে যত দূর উত্থিত হউক না কেন, তাহার এক এক বার দুলিতে প্রায় সমান সময় আবশ্যক হয়।

শ। তাহার কারণ কি?

র। তাহার কারণ এই;—দোলপিণ্ড অধিক দূরে উত্থিত হইলে উহা পড়িবার সময় পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইয়া অধিক বেগে পতিত হয়। তবে কিনা দুই দোলপিণ্ডের মধ্যে যে দোলপিণ্ডের অন্য অপেক্ষা অধিক পথ ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার বেগ অন্য অপেক্ষা প্রবল হওয়াতে উভয় পিণ্ডের এক এক বার চলিতে প্রায় এক সময় লাগে।

ক্ষী। পরিদোলকের আবশ্যক কি?

র। উহার দ্বারা অনেক গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। উহা সময় নিরূপণে অত্যন্ত উপকারী। ঘটিকাযন্ত্রে যে পরিদোলক দেখিতে পাও, তাহার দোলনের সহিত ঐ ঘটিকার চক্রের এক একটা দাঁত সরিয়া যায়। যদি উহার এক এক বার দুলিতে এক এক সেকণ্ড লাগে, তাহা হইলে চক্রের দাঁতও এক এক সেকণ্ডে এক একটা সরিয়া যায়। যদি সেই চক্রে ৬০টী দাঁত থাকে, তাহা হইলে তাহার এক এক বার ঘুরিয়া আসিতে ৬০ সেকণ্ড বা ১ মিনিট গত হয়। এই চক্রের সহিত ঘটিকার উপরের একটা কাঁটা সংযুক্ত থাকে, সুতরাং ঐ কাঁটাও ৬০ সেকণ্ডে এক বার ঘুরিয়া আইসে। কিন্তু ঐ চক্রের সহিত অন্য এক চক্রের এরূপ সংযোগ আছে যে প্রথমোক্ত চক্র উপর্য্যুপরি ৬০ বার ঘূর্ণিত হইলে, দ্বিতীয় চক্র এক বার ঘূর্ণিত হয়, সুতরাং তাহার এক বার ঘুরিতে ৬০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা আবশ্যক হয়। অতএব দ্বিতীয় চক্রের সহিত যে কাঁটা সংযুক্ত থাকে, তদ্দ্বারা মিনিট জানা যায়। এইরূপ অন্য এক চক্র স্থাপনের দ্বারা ঘণ্টার পরিমাণও জানা যায়।

শ। তবে কখন কখন পরিদোলকের গতির হ্রাস হয় কেন?

র। বায়ুর গতিবদ্ধকতা ও কীলকের সহিত যোযকসূত্রে ঘর্ষণই তাহার কারণ।

ক্ষী। এবার আমাদিগকে কিসের বিষয় শিক্ষা দিবে?

র। তোমরা আর একটী বিষয় শিক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিই পরিদোলকের দোলনের কারণ। অতএব যে স্থানের আকর্ষণ যত অধিক, পরিদোলকের বেগ সে স্থানে তত বৃদ্ধি হয়? উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা, পৃথিবীর মধ্য স্থলে মাধ্যাকর্ষণ অনেক ন্যূন, এবং পরীক্ষা দ্বারাও দৃষ্ট হইয়াছে যে পরিদোলক পৃথিবীর প্রান্তভাগে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র দুলিতে থাকে; সুতরাং সমান দীর্ঘ পরিদোলকে সকল স্থানের সময় নিরূপণ হওয়া সম্ভবে না। মান্দ্রাজে যে পরিদোলকের যেমন গতি, কলিকাতায় তাহা তদপেক্ষা দ্রুত চলিবে এবং আইস্‌লণ্ডে আরও দ্রুত চলিবে, অতএব মান্দ্রাজে পরিদোলক যত দীর্ঘ করা উচিত, আইস্‌লণ্ডে তদপেক্ষা আরও দীর্ঘ করা উচিত।

ইংলণ্ডের রাজ পরিবার।

আমাদের রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া ১৮১৯ অব্দের ২৪ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম এড্‌ওয়ার্ড। ১৮৩৮ অব্দে ভিকটোরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সাক্‌সকোবর্গের রাজকুমার আলবার্টের সঙ্গে উহাঁর বিবাহ হয়।

১৮৪০ অব্দের ২১ নবেম্বর মাসে রাজকুমারী ভিক্‌টোরিয়া এডালেডি মেরিয়া লুইসার জন্ম হয়। প্রুশিয়ার রাজ পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়মের সঙ্গে ১৮৫৮ অব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে উহাঁর বিবাহ হয়। ইনি এক্ষণে প্রুশিয়ার ভাবি রাজ্ঞী।

১৮৪১ অব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে যুবরাজ আলবার্ট এডওয়ার্ডের জন্ম হয়। ১৮৬৩ অব্দের মার্চ্চ মাসের ১০ তারিখে ডেন্মার্কের রাজকুমারীর

যক সূত্র দ্বারা কীলকে বদ্ধ থাকাতে বিরতিবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরতিবিন্দুতে আসিতে আসিতে উহার বেগ এত প্রবল হয় যে ঐ বিন্দুতে উহা কোন মতে স্থির থাকিতে পারে না; সুতরাং উপরে উঠিয়া যায়, কিন্তু আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচে নামিয়া পড়ে; পতিত হইতে হইতে উহার বেগ আবার বৃদ্ধি হইয়া উপরে উঠে, এবং আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে নীচে নামিয়া পড়ে,—এইরূপে বারম্বার দুলিতে থাকে। পরিদোলকের দোলপিণ্ড দুলিবার সময়ে যত দূর উত্থিত হউক না কেন, তাহার এক এক বার দুলিতে প্রায় সমান সময় আবশ্যক হয়।

শ। তাহার কারণ কি?

র। তাহার কারণ এই;—দোলপিণ্ড অধিক দূরে উত্থিত হইলে উহা পড়িবার সময় পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইয়া অধিক বেগে পতিত হয়। তবে কিনা দুই দোলপিণ্ডের মধ্যে যে দোলপিণ্ডের অন্য অপেক্ষা অধিক পথ ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার বেগ অন্য অপেক্ষা প্রবল হওয়াতে উভয় পিণ্ডের এক এক বার চলিতে প্রায় এক সময় লাগে।

ক্ষী। পরিদোলকের আবশ্যক কি?

র। উহার দ্বারা অনেক গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। উহা সময় নিরূপণে অত্যন্ত উপকারী। ঘটিকাযন্ত্রে যে পরিদোলক দেখিতে পাও, তাহার দোলনের সহিত ঐ ঘটিকার চক্রের এক একটা দাঁত সরিয়া যায়। যদি উহার এক এক বার দুলিতে এক এক সেকণ্ড লাগে, তাহা হইলে চক্রের দাঁতও এক এক সেকণ্ডে এক একটা সরিয়া যায়। যদি সেই চক্রে ৬০টী দাঁত থাকে, তাহা হইলে তাহার এক এক বার ঘুরিয়া আসিতে ৬০ সেকণ্ড বা ১ মিনিট গত হয়। এই চক্রের সহিত ঘটিকার উপরের একটা কাঁটা সংযুক্ত থাকে, সুতরাং ঐ কাঁটাও ৬০ সেকণ্ডে এক বার ঘুরিয়া আইসে। কিন্তু ঐ চক্রের সহিত অন্য এক চক্রের এরূপ সংযোগ আছে যে প্রথমোক্ত চক্র উপর্য্যুপরি ৬০ বার ঘূর্ণিত হইলে, দ্বিতীয় চক্র এক বার ঘূর্ণিত হয়, সুতরাং তাহার এক বার ঘুরিতে ৬০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা আবশ্যক হয়। অতএব দ্বিতীয় চক্রের সহিত যে কাঁটা সংযুক্ত থাকে, তদ্দ্বারা মিনিট জানা যায়। এইরূপ অন্য এক চক্র স্থাপনের দ্বারা ঘণ্টার পরিমাণও জানা যায়।

শ। তবে কখন কখন পরিদোলকের গতির হ্রাস হয় কেন?

র। বায়ুর গতিবদ্ধকতা ও কীলকের সহিত যোযকসূত্রে ঘর্ষণই তাহার কারণ।

ক্ষী। এবার আমাদিগকে কিসের বিষয় শিক্ষা দিবে?

র। তোমরা আর একটী বিষয় শিক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিই পরিদোলকের দোলনের কারণ। অতএব যে স্থানের আকর্ষণ যত অধিক, পরিদোলকের বেগ সে স্থানে তত বৃদ্ধি হয়? উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা, পৃথিবীর মধ্য স্থলে মাধ্যাকর্ষণ অনেক ন্যূন, এবং পরীক্ষা দ্বারাও দৃষ্ট হইয়াছে যে পরিদোলক পৃথিবীর প্রান্তভাগে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র দুলিতে থাকে; সুতরাং সমান দীর্ঘ পরিদোলকে সকল স্থানের সময় নিরূপণ হওয়া সম্ভবে না। মান্দ্রাজে যে পরিদোলকের যেমন গতি, কলিকাতায় তাহা তদপেক্ষা দ্রুত চলিবে এবং আইস্‌লণ্ডে আরও দ্রুত চলিবে, অতএব মান্দ্রাজে পরিদোলক যত দীর্ঘ করা উচিত, আইস্‌লণ্ডে তদপেক্ষা আরও দীর্ঘ করা উচিত।

ইংলণ্ডের রাজ পরিবার।

আমাদের রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া ১৮১৯ অব্দের ২৪ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম এড্‌ওয়ার্ড। ১৮৩৮ অব্দে ভিকটোরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সাক্‌সকোবর্গের রাজকুমার আলবার্টের সঙ্গে উহাঁর বিবাহ হয়।

১৮৪০ অব্দের ২১ নবেম্বর মাসে রাজকুমারী ভিক্‌টোরিয়া এডালেডি মেরিয়া লুইসার জন্ম হয়। প্রুশিয়ার রাজ পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়মের সঙ্গে ১৮৫৮ অব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে উহাঁর বিবাহ হয়। ইনি এক্ষণে প্রুশিয়ার ভাবি রাজ্ঞী।

১৮৪১ অব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে যুবরাজ আলবার্ট এডওয়ার্ডের জন্ম হয়। ১৮৬৩ অব্দের মার্চ্চ মাসের ১০ তারিখে ডেন্মার্কের রাজকুমারীর

সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর প্রথম পুত্রের নাম এডওয়ার্ড, ১৮৬৪ অব্দের জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। দ্বিতীয় পুত্রের

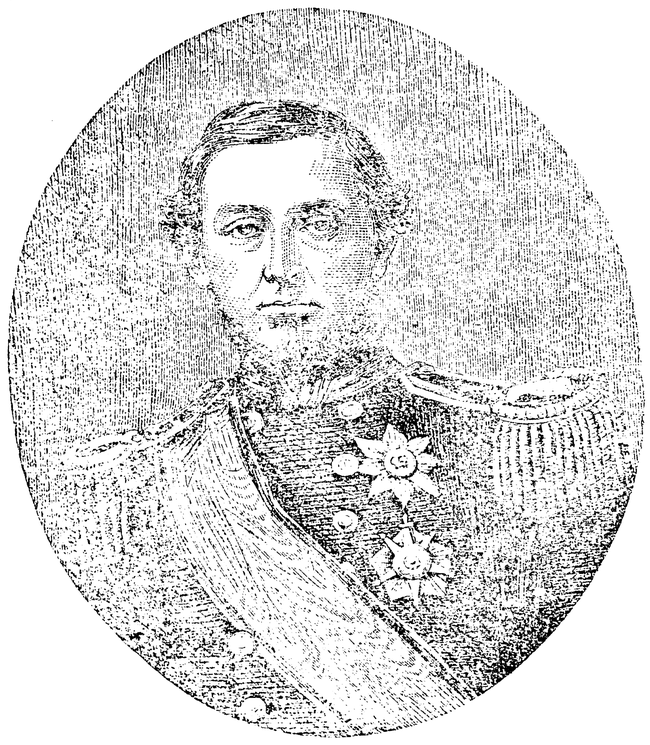

রাজকুমার আলফ্রেড।

নাম আলবার্ট, ১৮৬৫ অব্দের ৩ জুন তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তৃতীয়টী কন্যা, নাম আলেকজাণ্ড্রা ডাগমার। ১৮৬৭ অব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি জন্ম হয়। চতুর্থটীও কন্যা, ১৮৬৮ অব্দের জুলাই মাসে তাঁহার জন্ম হয়।

রাজকুমারী এলিস মেরি ১৮৪৩ অব্দের ২৫ আপ্রিল তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬২ অব্দের ১ জুলাই তারিখে ইনি জর্ম্মনীর একজন রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা হন।

আলফ্রেড আরনেষ্ট আলবার্ট ১৮৪৪ অব্দের ৬ আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁকেই এডিনবরার ডিউক বলে। ইনি গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উপরে ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিলাম।

হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া ১৮৪৬ অব্দের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। অগষ্টানবর্গের এক রাজপুত্রের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে!

রাজকুমারী লুইসা কেরোলিনা আলবার্টা ১৮৪৮ অব্দের ১৮ মার্চ্চ জন্ম গ্রহণ করেন। হয়তো এই মাসে ডিউক অব্ আর্গিলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হইবে।

রাজকুমার আর্থর উইলিয়ম পেট্রিক ১৮৫০ অব্দের ১ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজকুমার লাইপোলড জর্জ্জ ডনকান ফ্রেডারিক ১৮৫৩ অব্দের ৭ আপ্রিল তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজকুমারী বিএট্রিস্ মেরি ভিক্টোরিয়া ফিউডোর ১৮৫৭ অব্দের ১৪ আপ্রিল তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বশুদ্ধ আমাদের রাজ্ঞীর নয়টী সন্তান সন্ততী।

লেডি হেয়ারউডের
জীবনচরিত।

দশম অধ্যায়।

দুই বৎসরের মধ্যে এমার সহিত জেনের দেখা হয় নাই। এক দিন প্রাতঃকালে জেন্ বাড়ীর দ্বার খুলিতেছে, এমন সময়ে একটী কন্যা আসিয়া কহিল, আমি গিন্নীর নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি তোমাকে শীঘ্র ডাকিতেছেন।

জেন্ মাতার অনুমতি লইয়া গিন্নীর নিকট গেল। গিন্নী বলিলেন, জেন্, আমি তোমার জন্য একটী কর্ম্ম ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আপাততঃ ঐ কর্ম্মটী কর। আমার সঙ্গে উপরে আইস, তোমাকে একেবারে কর্ম্ম দেখাইয়া দিতেছি। জেন্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। গিন্নী তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে গেলেন এবং যে ঘরে এমা থাকিত, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। এমার ঘরে প্রবেশ করাতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়া জেনের মনে একটু কষ্ট হইল।

ঘরের মধ্যে বিছানায় মসারি টাঙ্গান রহিয়াছে, এবং চারি দিকের দ্বার বন্ধ। গিন্নী জেন্কে বলিলেন, আমি জানালা খুলিতেছি, তুমি মসারি তুলিয়া দেখ, ঐ স্থানেই তোমার কর্ম্ম আছে। জেন্ মসারির

কাছে যাইতে২ একটু২ নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল, এবং জানালা খোলাতে ঘরে আলো হইল, তখন বিছানার বালিসের উপর একটী ছেলের মাথা দেখিতে পাইল। ছেলেটী হাতের উপর মাথা দিয়া শুইয়া আছে। এই মুখ জেনের অপরিচিত নহে, এবং ইহাকে কখন ভালবাসে নাই, তাহাও নহে। জেন্ দেখিয়া চিনিতে পারিল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না। আবার ভাল করিয়া দেখিল। পাছে ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না, আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল, এবং বিছানায় মাথা গুঁজিয়া মনে২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

গিন্নী পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিলেন ও মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, কেমন জেন্, এই কাজ তোমার কি ভাল লাগিবে? ভাল লাগিলে তুমি করিতে পার।

জেন্। মা, আমার স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে, এমা কবে আসিয়াছে?

গিন্নী। কালি রাত্রে হঠাৎ সার্ আর্থার ইহাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে খানসামা আর একটী বৃদ্ধ ঝী মাত্র আসিয়াছে। এমার অসুখ হইয়াছে। কর্ত্তার মুখে শুনিলাম, এমা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং আমার পত্রে তোমার যথেষ্ট প্রশংসা দেখিয়া কর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন বাড়ী আসিয়া ইহাকে তোমার হাতে দেওয়া উচিত। এই জন্য তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার জিম্মা করিয়া দিতেছি। ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, এমা এখান হইতে যাওয়া অবধি এক দিনও ভাল ছিল না। বড় দাসী বাহিরে দেখাইত যেন ইহাকে বড় ভাল বাসে, কিন্তু তাহার আন্তরিক স্নেহ ছিল না। এমা সর্ব্বদা তোমার কথা বলিত, তাহা তাহার ভাল লাগিত না। এক দিন কর্ত্তার কাছে একটী লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল; তাহার সঙ্গে সে যে কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় নাই। এইরূপে বড়দাসী চলিয়া যাওয়াতে দুইটী ছেলেই ক্লেরার হাতে পড়ে। ক্লেরা বড় দাসী অপেক্ষা ভাল লোক বটে, কিন্তু সে বড় অসাবধান এবং কাজ

কর্ম্ম করিতে ভাল বাসে না। তাহার অসাবধানতায় এমার পীড়া হইয়াছে। এমাকে তোমার জন্য সর্ব্বদা দুঃখ করিতে দেখিয়া কর্ত্তা এখানে আনিয়াছেন। ছোট ছেলেটী ক্লেরার কাছে লণ্ডনেই আছে। আর শুনিলাম, এক দিন নিমন্ত্রণে গিয়া কর্ত্তার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। এক্ষণে ভাল হইয়াছেন, কিন্তু আজিও তাঁহার শরীরে ভাল বল হয় নাই। কর্ত্তা এক্ষণে কেবল আমোদ আহ্লাদ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করেন। দেখ, তুমি কর্ত্তার কথা কাহারো কাছে বলিও না, ভৃত্যটী আমাকে গোপনে বলিয়াছে।

বড় দাসীর অসদ্ব্যবহারের কথায় জেন্ আশ্চর্য্য বোধ করিল না, এবং ইহাতে তাহার আরও মনে হইল পাছে আমি নিজে অলস বা গর্ব্বিত হই, এজন্য ঈশ্বর আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

গিন্নীর কথার শেষ হইল, এমাও বিছানায় পাশ মোড়া দিল। গিন্নী জেন্কে তথায় রাখিয়া নীচে গেলেন। জেন্ আস্তে আস্তে মসারি তুলিয়া দেখিল এমা জাগিয়াছে। সে জেনকে দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিল; বোধ হইল যেন আবার ঘুমাইবে। আবার চক্ষু খুলিল এবং জেনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে তাহাকে চিনিবামাত্র উঠিয়া তাহার গলা জড়িয়া ধরিল এবং মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, ও, জেন্ আসিয়াছ, এস; আর আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হইব না।

পরস্পর সাক্ষাতে উভয়ের যে প্রকার আনন্দ হইল, তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর। উভয়ে উভয়ের বিষয় অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনন্তর বেলা হইয়াছে দেখিয়া জেন্ এমাকে কাপড় পরাইয়া দিল। এ দিকে আহারের সময় হওয়াতে সার্ আর্থার এমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

জেন্ তাহাকে লইয়া খাবার ঘরে গেল। সার্ আর্থার দেখিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, কেমন জেন্, ভাল আছ ত? তোমার মা ভাল আছে? জেন্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং সে তাঁহার আকার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহার পূর্ব্বের মত রঙ্ নাই, নিতান্ত দুর্ব্বল, দেখিলেই পীড়িত বলিয়া বোধ হয়, পীড়ায়

যেন লম্বা হইয়া পড়িয়াছেন, পূর্ব্বের মত তেজও নাই।

এমা আহার করিতে বসিল। জেন্ এই অবকাশে ঘরের দ্রব্যাদি গুছাইতে গেল এবং সমস্ত কর্ম্ম সারিয়া অনুমতি লইয়া মাতার কাছে গেল এবং তাহাকে সমস্ত বলিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল। সুখের সময় আর দুঃখ ঘটিবে না, এরূপ মনে করা উচিত নয়, ইহা এক্ষণে আর জেনকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই, সে এই দুই বৎসরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেক শিখিয়াছিল।

অল্প দিন মধ্যে জেন্ জানিতে পারিল, এমার শরীরে বল নাই; একটু খেলা করিলেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্ষুধা মন্দ হইয়াছে, কিছু খাইতে ভাল লাগে না, মুখের রঙ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, একটু একটু কাশিও আছে, এবং তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সর্ব্বদা মনের মধ্যে কোন চিন্তা রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া জেন ভাবিল, ইহার অবশ্যই কোন গুরুতর পীড়া হইয়া থাকিবে।

জেন্ গিন্নীর মুখে বড় দাসীর কথা কতক কতক শুনিয়াছিল, আবার এমার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিল সে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহারই করিত। বোধ হয়, তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্যই তাহার অনুরক্ত হয় নাই। সে জেনের কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছিল, তাহার কিছুই ভুলে নাই, স্বর্গস্থ পিতা তাহাকে স্বহস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। জেন্ যে সকল শিক্ষা দিয়াছিল, স্বর্গস্থ পিতা তাহাতে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে বাল্যকালেই কেবল বাহিরে ধার্ম্মিক হয় নাই, তাহার হৃদয়ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। সে বয়সে বালিকা বটে, কিন্তু বিজ্ঞতায় বৃদ্ধের সমান হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া জেনের চক্ষে জল আসিল, পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে এমা চলিয়া গেলে যে প্রকার ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, সেই সকল মনে পড়িতে লাগিল, সে এক্ষণে মনের সহিত ঈশ্বরকে বলিতে লাগিল, হে প্রভো, আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব, তোমার ভাব গতি আমরা কি বুঝিব! আমাদের ভাব অপেক্ষা তোমার ভাব যে কত ভিন্ন, তাহা ঠিক করাই দুঃসাধ্য!

এই বিষম অবস্থায় পড়িয়াও এমার

মন বিকৃত হয় নাই দেখিয়া সে মনেং কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এক্ষণে যাহাতে তাহার শরীর শীঘ্র নীরোগ হয়, তাহার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন যায়, তথাপি ভাল হইতেছে না দেখিয়া জেন্ সার আর্থারকে সমস্ত নিবেদন করিল, এবং ডাক্তারকে সংবাদ পাঠান হইল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অনেক দিনের শর্দ্দি দেখিতেছি; এত দিন প্রতীকার না করা ভাল হয় নাই। এক্ষণে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয়, গলার নলিতে ঘা হইয়াছে। এক্ষণে আবার শীতকাল; বিশেষ সাবধান করিয়া রাখিবে, একটুও ঘরের বাহির করিবে না।

সার্ আর্থার শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। জেন্ ভীত না হইয়া মনে করিল, স্বর্গস্থ পিতা দয়া করিয়া ইহাকে জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুতে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিতে পারেন, অতএব সে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল, এবং যাহা তাঁহার ইচ্ছা—তিনি এখানে রাখেন বা আপনার কাছে লইয়া যান, দুইয়েরই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

যূষফ ও ফিরৌণ্ রাজা।

তখন ফিরৌণ্ যূষফকে আনিতে পাঠাইলে লোকেরা কারাকূপহইতে তাহাকে শীঘ্র আনিল। পরে সে ক্ষৌরকর্ম্ম পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া ফিরৌণের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থকারক কেহ নাই; কিন্তু তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিতে পার, ইহা শুনিলাম। তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, তাহা আমি পারি না, কিন্তু ঈশ্বর ফিরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন। তখন ফিরৌণ্ যূষফকে কহিল, আমি স্বপ্নেতে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহাতে নদীহইতে সাত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। পরে মিসরদেশে যাদৃশ কুৎসিত গোরু কখন দেখি নাই, এমত কৃশ ও কুৎসিত ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাত গোরু উঠিল।

এবং এই কৃশ কুৎসিত গোরু সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাত গোরুকে গ্রাস করিল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস করিলে গ্রাস করিয়াছে, এমত বোধ হইল না, কেননা পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে আমি পুনর্ব্বার এক স্বপ্ন দেখিলাম; এক বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ উঠিল। পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক ও ক্ষীণ ও ম্লান সপ্ত শীষ উঠিল। এবং ঐ ক্ষীণ সাত শীষ সেই উত্তম সাত শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মায়াবিদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহ ইহার অর্থ আমাকে কহিতে পারিল না।

তখন যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, ফিরৌণের দুই স্বপ্ন একই; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহাই ফিরৌণকে জ্ঞাত করিলেন। ঐ সপ্ত উত্তম গোরু সপ্ত বৎসরস্বরূপ, এবং ঐ সপ্ত উত্তম শীষও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; দুই স্বপ্ন একই। এবং তাহার পশ্চাৎ উঠিয়াছে যে কৃশ ও কুৎসিত সপ্ত গোরু তাহারাও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক যে সপ্ত কৃশ শীষ, তাহারা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসর স্বরূপ। আমি ফিরৌণকে তাহা কহিয়াছি, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা ফিরৌণকে দেখাইলেন। দেখ, অগ্রে সমস্ত মিসরদেশে সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে। পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে, যে মিসরদেশে সমস্ত সুভক্ষ্যের বিস্মৃতি হইবে। এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে। এবং সেই পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত দেশে পূর্ব্বকার সুভক্ষ্যের অনুভব হইবে না; আর তাহা অতি অসহ্য হইবে। ফিরৌণের দুই বার স্বপ্ন দর্শনের ভাব এই; ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন। আদিপুস্তক ৪১; ১৪—৩২।

সদ্ভাবলহরী।

ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক
কবিতাবলী।

৫। অলস।

অই দেখ, বোসে আছে কুড়ে এক জন,
এলো মাতা গায়ে মলা মলিন বদন।
কটীর বসন দেখ, পড়িছে খসিয়া,
তবু না পরিছে কসে আলস্য করিয়া।

২

অই দেখ, বোসে আছে কুড়ে এক জনা,
সমস্ত শরীরে ওঁর হয়েছে চুল্কনা।
শীতকালে রোদে বোসে থাকে ও নিয়ত,
আর কোন কর্ম্ম নাই, গা চুল্কাতে রত।

৩

অই দেখ, বোসে আছে কুড়ে এক জন,
আলস্য করিয়া দাঁত মাজে না কখন।
বকে ঝকে যদি ওরে ঘাটে নিয়ে যাও,
ডুব দিয়ে চলে আসে না রগ্‌ড়ায়ে গাও।

৪

অই দেখ, বোসে আছে কুড়ে এক জন,
যবস্থব ঠিক যেন যুযুর মতন।
নবীন বালক বটে কিন্তু নিজ দোষে,
জড়বৎ তেজোহীন রহিয়াছে বোসে।

৫

অই দেখ, বোসে আছে কুড়ে এক জন,
অমূল্য সময় করে আলস্যে যাপন।

তুমি যেন ওর মত হোওনা কখন,
তাহলে ভুগিবে কষ্ট সমস্ত জীবন।

৬। আমার বাইবেল!

বড় ভাল বাসি আমি পড়িতে এ বই,
অমূল্য রতন আর এর সম কই?
এই বই বলে কথা হৃদয়ের সনে,
তাই ত ধরেছে ইহা এত মোর মনে।

২

সকালে বিকালে ইহা করি অধ্যয়ন,
যত পড়ি তত তৃপ্ত হয় মম মন।
জ্ঞানের আধার ইহা রতন ভাণ্ডার,
দেখাইয়া দেয় নরে স্বর্গের দুয়ার।

৩

এর শেষ ভাগে আমি দেখিবারে পাই,
পাপী তরে ক্রুশে বিদ্ধ জগত গোঁসাই।
পার্শ্বদেশ হতে তাঁর রুধির বহিছে,
অসংখ্য পাপীর পাপ তাহাতে ধুইছে।

৪

মধুর বচনে মোরে বলে এই বই,
পাপীর নাহিক গতি যীশু খ্রীষ্ট বই।
যাও পাপী ধর গিয়ে যীশুর চরণ,
এড়াবে নরক দায় হবেনা মরণ।

৫

গম্ভীরে গরজি পুনঃ এই বই বলে,
অবিশ্বাসী পুড়িবেক নরক অনলে।
যাইবে বিশ্বাসীগণ অমর ভবনে,
ভুঞ্জিবে পবিত্র সুখ দূতগণ সনে।

৭। পরস্পর প্রেম।

ভগিনী ভগিনী আর ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
প্রণয়ে করিলে বাস সুন্দর দেখায়।
যে ছেলেরা পরস্পর প্রেমে বাস করে,
বিরাজে পবিত্র শান্তি তাহাদের ঘরে।

২

শৃগালে শৃগালে আর কুকুরে কুকুরে,
কাটাকাটি মারামারি নিরন্তর করে।
মনুষ্য সন্তান মোরা জ্ঞান বুদ্ধি ধরি,
পশু সম কভু যেন কলহ না করি।

৩

পাইলে খাবার কিছু সারমেয়গণ,
পরস্পর মারামারি করয়ে কেমন!
ফেলাফেলি ছড়াছড়ি করয়ে বিস্তর,
যার জোর সেই খায়, বঞ্চিত অপর।

৪

পাইলে খাবার কিছু অহে শিশুগণ,
কাড়াকাড়ি মারামারি কোরনা কখন।
কুকুরের কার্য্য সেই, মনুষ্যের নয়,
অন্যে খা(ও)য়াইলে তুষ্ট মনুষ্য হৃদয়।

৫

পাঠশালে, ক্রীড়াকালে, কিম্বা নিজ ঘরে,
করিও না মারামারি কভু পরস্পরে।
সহ পাঠীগণে বল মধুর বচন,
সবাই করিবে তোমা প্রিয় সম্ভাষণ।

সুশীলার মনোবেদনা।

বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী রতনপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাস। আজি কালি যেমন নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, রতনপুরেও দশ বৎসর পূর্ব্বে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রতনপুরের বিদ্যালয়ে এক বিবি শিক্ষা প্রদান করিতেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ত্রিশটী বালিকা বিদ্যা অভ্যাস করিত। সুশীলা নামে একটী বালিকা প্রায় চারি বৎসর এই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া ও সূচীকর্ম্ম শিক্ষা করে। সুশীলার পিতা নিজে বিলক্ষণ লেখা পড়া জানিতেন, সুতরাং বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুশীলার পিতা একজন খ্রীষ্টভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নীরও স্বভাব চরিত্র ঠিক তাঁহারই ন্যায় ছিল। সুশীলার যখন দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং জননী ব্যতিরেকে সুশীলার আর কেহ ছিল না। সুশীলার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার ভর্ত্তা, পত্নীর নামে মাসে২ একস্থানে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতেন। টাকা প্রথম প্রেরণ কালে এই রূপ বন্দোবস্ত হয় যে প্রেরণকর্ত্তার মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভার্য্যা মাসে২ পোনের টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। এই নিয়ম অনুসারে সুশীলার মাতা, স্বামীর মৃত্যু হইলে পর, মাসে২ পোনের টাকা পাইতে লাগিলেন। এই রূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া তিনি সুশীলাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। আয় অতি অল্প হওয়াতে তিনি সুশীলার বিদ্যা-

লয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন; এবং আপনি যে কিছু লেখা পড়া জানিতেন, সুশীলাকে তাহাই শিখাইতে লাগিলেন। সুশীলার মা লেখা পড়া তাদৃশ. জানিতেন না বটে, কিন্তু সূচীকর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তিনি সুশীলাকে প্রতি দিন খানিক খানিক সূচীর কর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই সময় সুশীলার বয়স প্রায় এগার বৎসর হইয়াছিল। এক দিন, বসন্ত কালে, সুশীলা জানালার ধারে বসিয়া কারপেটের জুতা বুনিতেছে, এমন সময়ে মনোরমা, সরলা ও মাধবী নামে তিনটী বালিকা তাহাকে ডাকিতে লাগিল। মনোরমা কহিল, ওলো সুশীলে, আমাদের সঙ্গে কি আজ বকুল ফুল কুড়ুতে যাবি। সুশীলা কহিল, না ভাই, আমার এখন যাবার জো নাই; মা আজি আমাকে অনেক কাজ দিয়েছেন এই দেখ, মা আমাকে ছুটী দিবেন না। মাধবী বলিল, তোর মা যেমন অষ্ট প্রহর ছুঁচ হাতে করে বসে থাকতে ভাল বাসে, তোকেও তেমনি করে তুলতেছে; এখন কি কর্ম্ম ভাল লাগে? সুশীলা কহিল, তোরা যদি খানিক দেরি কর্ত্তে পারিস, তাহা হলে, এই দাগ পর্য্যন্ত সেরে আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারি। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, না ভাই, আমাদের দেরি সয় না, তোর মতন তো আমরা কাহার কয়েদী নই। তবে ভাই আমরা বাবুর বাগানে ফুল কুড়ুতে চল্লুম, এই কথা বলিয়া তাহারা সুশীলাকে ফেলিয়া চলিল। যত ক্ষণ না তাহারা দৃষ্টির অগোচর হইল, সুশীলা তাহাদের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে মনে মনে কহিল, ওরা তো আমায় ফেলিয়া চলিল, মাও এই দাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম না হইলে আমাকে ছাড়িয়া দিবেন না, অতএব এই দাগটী খানিক সরাইয়া দি, তাহা হইলে মা কিছু জানিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া সুশীলা সেই দাগ সরাইয়া দিল; এবং অবিলম্বে মাতার নিকটে গিয়া কহিল, মা, এই দেখ আমার সব কর্ম্ম হয়েছে। তাহার মাতা কহিল, আজ যে এত শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম হইয়া গেল? সুশীলা কোন কথা না বলিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সুশীলার মা, সুশীলাকে খেলিবার ছুটী দিলেন। কিন্তু সুশীলা যেমন আর আর দিন

খেলিবার ছুটী পাইলে, লাফা লাফি করিয়া বাটী হইতে বাহির হইত, আজ আর তেমন করিল না। পরে বাবুর বাগানের নিকটবর্ত্তী হইলে, সরলা প্রথমে তাহাকে দেখিয়া, ঐ সুশীলা আশ্চে, সুশীলা আশ্চে বলিয়া, চেঁচাইয়া উঠিল। সুশীলা তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে আইল বটে, কিন্তু মাতাকে প্রবঞ্চনা করিয়া অবধি তাহার মনে একটু মাত্র সুখ ছিল না। সুশীলা তাহাদের নিকটে আসিলে তাহারা কহিল, হ্যাঁ লো, তোর মুখ এমন দেখাচ্চে কেন? আজ তোর কি হইয়াছে বল। সুশীলা তখনও নিজের দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য বলিল, না ভাই, আমার কিছু হয় নাই। কিন্তু অধিককাল আপনার দোষ গোপন করিতে না পারিয়া সে তাহাদিগকে কহিল, আজ আমি মাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। মনোরমা কহিল, তার জন্যে তোর এত দুঃখ কেন, এমন প্রবঞ্চনা আমি কতবার করিয়াছি, আমার তো কোন দুঃখ হয় নাই। মাধবী ও সরলা মনোরমার ন্যায় দুষ্ট ছিল না; তাহারা সুশীলাকে দুই চারিটী প্রবোধ কথা কহিয়া বুঝাইতে লাগিল। অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, তাহারা সকলে স্ব২ গৃহে গমন করিল। সুশীলা গৃহে আইল বটে, কিন্তু মাতাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি বলিয়া আপনাকে বিস্তর ধিক্কার দিতে লাগিল। অবশেষে আপনার দোষ আর গোপন করিতে না পারিয়া মাতার নিকটে গিয়া, অতি কাতরস্বরে কহিল, মা, আজ আমার মন কেমন করিতেছে। সুশীলার মাতা, কন্যার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বাছা, তোমার আজ কি হইয়াছে, আমাকে বল। তখন সুশীলার চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল; এবং কাঁদিতে২ কহিল, মা, আজ আমি প্রথমবার তোমাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া, সরলা, মাধবী ও মনোরমার সহিত খেলা করিতে গিয়াছিলাম। সুশীলার মাতা, সুশীলাকে কহিলেন, বাছা, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম। পাপ করা এমন নয়; পাপ করিলেই মন যেন শলার দ্বারা বিদ্ধ হয়। তুমি যে আমার কাছে দোষ স্বীকার করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এখনি কাঁদিতে২ প্রার্থনা

কর, তাহা হইলে তিনি তোমার যে কেবল এই পাপ ক্ষমা করিবেন তাহা নহে, ভবিষ্যতে যেন তুমি আর এমন পরীক্ষায় পতিত না হও, এই জন্য তোমাকে বল দিবেন। সেই রজনীতে সুশীলা ঈশ্বরের নিকট সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মনে সান্ত্বনা পাইল।

দেখ পাঠক, সর্ব্বদা পাপের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইও; জানিয়া শুনিয়া কোন প্রকারের পাপ করিও না,—করিলে কেমন কষ্ট হয়, এখনি পড়িলে; কিন্তু যদি কখনও পাপ কর, তবে ঈশ্বরের কাছে মুক্তকণ্ঠে অবিলম্বে তাহা স্বীকার করিয়া ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে ভুলিও না।

ধর্ম্ম-গীত।

আইস সবে করি আজি পরমেশ সঙ্কীর্ত্তন,
মুকত কণ্ঠেতে বলি, মঙ্গল সৃজন কারণ!

১ দেখ প্রাতঃ লোহিত রবি, আহা কি মনোহর ছবি,
নীরব কিরণে বলে, মঙ্গল সৃজন কারণ!

২ আকাশের যত পাখী, আরোহিয়া বৃহৎ শাখী,
নিরভয়ে গাইতেছে, মঙ্গল সৃজন কারণ!

৩ মম মন তব দান, আনহ প্রেমের গান,
আনন্দ অন্তরে গাও, মঙ্গল সৃজন কারণ!

আমায় কর দয়া ভবকাণ্ডারি,
এসেছি তোমার দ্বারে, আমি যে ভিকারী।

১ শুন ওহে জগৎস্বামি, ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
তুমি না করিলে দয়া, পাপে ডুবে মরি।

২ অশেষ আমার পাপ, তাহতে সহিছি তাপ,
যীশু মোরে কর মাপ, নইলে আমি মরি।

বিশপ কটন।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব বিশপ ডাক্তার কটন ১৮১৩ অব্দে ২৯ অক্টোবর তারিখে চেস্টার নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্মের প্রায় এক পক্ষ পরে ইহাঁর পিতা কাপ্তান কটন নিভেলের যুদ্ধে নিহত হয়েন। ইহার পিতামহ চেস্টারের ডিন্ (ধর্ম্মপরিচারকবিশেষ) ছিলেন। বিশপ কটন বাল্যকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলে সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮২১ অব্দে ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটী কলেজে প্রবেশ করেন। ইনি এক জন নিপুণ ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫২ অব্দে ইনি মারলবরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ইহার পূর্ব্বে এই স্কুল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহাঁর যত্নে উহার অত্যন্ত উন্নতি হয়।

১৮৫৮ অব্দে ইনি কলিকাতার বিশপের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইনি অতি সুন্দররূপে ও সুখ্যাতি সহকারে সম্পন্ন করেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাতে বিশপ মিডলটনের ন্যায়পরতা, প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞতা ও সুশৃঙ্খলতা,—বিশপ হিবরের দয়ালুতা, নম্রতা ও অমায়িকতা,—জেমস্ ও টরণারের স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতি দেখিতেন। ইনি যাহা সত্য ও উপকারক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, স্থিরচিত্তে তাহার পোষকতা করিতেন। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের ইনি এক জন পরম বন্ধু ছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের ভয়ানক বিদ্রোহিতার পরে, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এই সকল সেনাদলের নায়কগণ অধিকাংশ অতিবাহিত ও যুবক। এদেশে ইহাঁরা সর্ব্বদা আলস্যে কালহরণ করেন বলিয়া ইহাঁদের মধ্যে চরিত্রদোষ অত্যন্ত প্রবল। বিশপ কটন ইহা জানিতে পাইয়া সচরাচর নানা স্থানের সেনানায়কদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন এবং প্রার্থনাদি করিতেন। তাঁহাদের সময় সৎকার্য্যে ব্যয় করাইবার জন্য তিনি উদ্যোগ করিয়া নানা স্থানে সাহিত্যসমালোচনী সভা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত দেশীয় হিন্দু, মুসলমান ও অসভ্য বন্যজাতীয়দিগের সামাজিক, মানসিক, শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি সাধনার্থ ইনি নানা প্রকার সদুপায়

কল্পনা করেন। দরিদ্র কৃষকগণও | ইহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

ইনি সাধারণ শিক্ষার পোষক ছিলেন। ইনি এদেশের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগের শিক্ষা বিষয়েও অনেক যত্ন করিতেন। ইহাঁরই যত্নে কলিকাতার কেথিড্রেল মিশন কলেজ সংস্থাপিত হয়। জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের পরস্পর অসদ্ভাব থাকাতে দেশের যে বিস্তর অমঙ্গল হইতেছে, ইহা অনুভব করিতে পারিয়া ইনি প্রকাশ্য বক্তৃতা, সভাস্থাপন ও নানা জাতীয় ও নানা শ্রেণীস্থ লোকদিগকে আপনার বাটীতে মধ্যে২ একত্র করিয়া কথোপকথন দ্বারা পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

বিশপ কটনের মৃত্যু অকস্মাৎ হইয়াছিল। তিনি মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন; ইতিমধ্যে কুষ্টিয়াস্থ খ্রীষ্টীয়ান অধিবাসীগণে অত্রত্য নূতন সমাধিক্ষেত্র উৎসর্গ করণার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি তাহাতে সম্মত হন। ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্গীরা কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। পরে অপরাহ্নে সমাধিক্ষেত্র উৎসর্গ করিয়া যেমন জাহাজে উঠিতেছিলেন, অমনি তক্তায় পা পিছলিয়া যাওয়াতে পদ্মানদীতে পতিত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

খ্রীষ্টে তাঁহার অটল বিশ্বাসই তাঁহার এতাদৃশ মহত্ত্ব লাভের কারণ। আর যদিও বিশপ কটনের মৃত্যু হঠাৎ হইয়াছিল, তথাপি তিনি যে তাঁহার প্রভুর নিকট গমন করিয়া এক্ষণে স্বর্গের বিশুদ্ধ বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

রূপবতী।

ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, যে বঙ্গ নিবাসীগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই রূপবতীর জীবনচরিত পাঠে আপনাদিগের মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশেষতঃ পদ্য রচনার ক্ষমতা, তাঁহাকে ভারতীয় কামিনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদাভিষিক্ত করিয়াছে। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী সারঙ্গপুরে রূপবতীর জন্ম হয়। তিনি হিন্দু ছিলেন, এই মাত্র জানা যায়, কিন্তু কোন্ বিশেষ কুলোদ্ভবা, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

রূপবতী সারঙ্গপুরের এক জন প্রসিদ্ধ নৃত্যকী ছিলেন। মালবাধিপতি রাজা বাহাদুর তাঁহার অলৌকিক রূপ ও বিবিধ গুণ দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাত বৎসর পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়ের অকৃত্রিম প্রেমে মোহিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, এমত সময়ে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে, দিল্লীশ্বর আক্‌বর মালব জয় করিবার আশয়ে আদম খাঁকে বহু সৈন্যের সহিত তথায় প্রেরণ করেন। রাজা বাহাদুরও শত্রু আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সৈন্য সামন্ত একত্রিত করত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সংগ্রাম কালীন সৈন্যগণ তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে একাকী রাখিয়া পলায়ন করে। সুতরাং রাজা বাহাদুরও পলাইতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার প্রস্থানের পর আদম খাঁ তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং রূপবতীর আশ্চর্য্য মাধুর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসহবাস অভিলাষ করেন। রূপবতীও তাহাতে কৃত্রিম সম্মতি প্রকাশ করত এক নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাকে আপনার নিকট আসিতে বলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তিনি অপূর্ব্ব বেশ ভূষা করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন এবং সখীগণ অনুমান করিয়াছিল, যে তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু আদম খাঁ-উপস্থিত হইলে, সহচরীগণ রূপবতীকে জাগ্রৎ করিতে গিয়া দেখেন, যে তিনি বিষ পানদ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন সকলে অতিশয় শোকান্বিত হয়েন। আর আদম খাঁ রূপবতী সহবাস সুখ লাভে বঞ্চিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। রূপবতীর ইতিহাস মিসরের ক্লিওপেট্রার জীবন বৃত্তান্তের অনুরূপ। কিন্তু ইহাঁর চরিত্র ক্লিওপেট্রার চরিত্র অপেক্ষা শতগুণে নির্ম্মল। রূপবতী অনেক গুলি গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। মালবদেশবাসীগণ ঐ সমস্ত অতিশয় ভাল বাসেন। নিম্নে তাহার কয়েকটী গীত আমরা অনুবাদ করিলাম।

১ রজত কাঞ্চন ধন নাহিক আমার,
প্রীতিগুণে পরিপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার।
সযতনে সদা তাহা রাখিয়াছি আমি,
অন্য জনে নাহি জানে বিনা মম স্বামী।
দিনেং বাড়ে তাহা হ্রাস নাহি পায়,
প্রাণপতি দরশনে হৃদয় জুড়ায়।

২ শরীর পিঞ্জর মাঝে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণপাখী উড়িবারে করয়ে যতন।
রূপবতী মনদুখে করিছে রোদন,
হায় নৃপ, কোথা তুমি করিছ ভ্রমণ?

রূপবতী সতীত্বধর্ম্মের আর একটী দৃষ্টান্তস্থল।

ইনি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া পতিপরায়ণতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ধার্ম্মিকের জয়!

পুরাকালে একদা পিলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আপনাদের সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়াছিল। শৌল সেই সময়ে ইস্রায়েলের অধিপতি ছিলেন। জালূৎ নামে পিলেষ্টীয়দের মধ্যে জনৈক দীর্ঘকায় মনুষ্য ছিল। তাহাতে বীরত্বের লেশমাত্র ছিল না, তথাচ তাহার অহঙ্কারের সীমা ছিল না। সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ ছিল; তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র, স্কন্ধে পিত্তলের শল্য এবং পদ পিত্তলের পত্রে আবৃত ছিল। সে পাঁচ সহস্র শেকল পরিমাণ আইশের ন্যায় পিত্তল বর্ম্মেতে সজ্জিত ছিল। এক জন ঢালী নিয়তই তাহার অগ্রেং গমন করিত। সে ইস্রায়েল বংশের সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইরূপ আস্পর্দ্ধার কথা কহিল; "যুদ্ধার্থে তোমাদের সৈন্যরচনা করিতে বাহিরে আসিবার প্রয়োজন কি? আমি কি সেই পিলেষ্টীয় লোক নহি? আর তোমরা কি শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নিকটে আসুক। সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করণে সমর্থ হইয়া আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হইব, কিন্তু যদি আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হইয়া আমাদের সেবা করিবে।" ইস্রায়েল লোকেরা তাহার আকৃতি দর্শন এবং মুখহইতে এপ্রকার কথা শ্রবণে যার পর নাই ভীত এবং হতসাহস হইল। জালূৎ পুনঃং তাহাদিগকে উক্ত প্রকার কথা দ্বারা বিরক্ত এবং পরিহাস করিলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও হইল না। ঘটনাক্রমে দায়ূদ্ নামে এক জন মেষপালক তথায় উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম

এবং প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি জালূতের প্রমুখাৎ সেই কথা ও তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর শৌলকে কহিলেন, "উহার জন্য কাহারো অন্তঃকরণ নিরাশ না হউক; আপনকার এই দাস যাইয়া উহার সহিত যুদ্ধ করিবে?" শৌল বলিলেন, "তুমি পারিবে না, কেননা তুমি বালক, এবং সে বাল্যকালাবধি যোদ্ধা।" দায়ূদ্ নম্রভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "পরমেশ্বর ঐ পিলেষ্টীয়ের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন।" তাহাতে শৌল সম্মত হইয়া কহিলেন, "যাও, পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।"

অনন্তর দায়ূদ্ আপন যষ্টি হস্তে লইলেন, এবং স্রোত হইতে পাঁচটী চিক্কণ প্রস্তর বাছিয়া লইয়া আপনার যে মেষপালকের ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিলেন; এবং ফিঙ্গা হস্তে লইয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের নিকট গমন করিলেন। তাহাতে জালূৎ অগ্রসর হইয়া দায়ূদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "আমি কি কুক্কুর, যে তুই দণ্ড লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস্?" এবং তৎপরে আপন দেবগণের নাম লইয়া তাঁহাকে শাপ দিয়া বলিল, "তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস আকাশের পক্ষি ও প্রান্তরের পশুদিগকে দিব।" দায়ূদ্ অকুতোভয়ে উত্তর করিলেন, "তুমি খড়্গ ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু তুমি যাঁহাকে তুচ্ছ করিতেছ, সেই সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর ঈশ্বরের নামে আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। অদ্য পরমেশ্বর তোমাকে আমার হস্তগত করিবেন; তাহাতে আমি তোমাকে আঘাত করিয়া তোমার শিরশ্ছেদন করিব, এবং পিলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য আকাশের পক্ষিগণকে ও পৃথিবীর বন্যপশুদিগকে দিব; তাহাতে ইস্রায়েলের সহায় এক ঈশ্বর আছেন, ইহা পৃথিবীর তাবৎ লোকে জ্ঞাত হইবে। এবং পরমেশ্বর খড়্গ ও বড়শা দ্বারা রক্ষা করেন না, ইহাও এই সভাস্থ সকলে জানিবে; কেননা যুদ্ধ পরমেশ্বরের, তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" ইহা শুনিয়া জালূৎ ক্রোধভরে দায়ূদের দিগে অগ্রসর হওয়াতে, দায়ূদ্ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া এক প্রস্তর বাহির করিয়া

ফিঙ্গারদ্বারা ছুঁড়িয়া তাহার কপালে এমত আঘাত করিলেন, যে সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল। কিন্তু দায়ূদের হস্তে খড়্গ ছিল না বলিয়া তিনি দৌড়িয়া জালূতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কোষহইতে তাহার খড়্গ লইয়া (নিম্নের প্রতিকৃতি দেখ!) তাহাকে বধ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনমাত্রে পিলেষ্টীয়েরা প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ইস্রায়েল লো-

দায়ূদ্ ও জালূৎ।

কেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া অনেককে বধ করিল।

পাঠক, অভিমানকে কুত্রাপি আপন মনে স্থান দিও না! এতৎসম্বন্ধে ঈশ্বর নিজ শাস্ত্রে কি বলেন, শুন! "আমি অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা ঘৃণা করি।" "মনুষ্যের অহঙ্কার তাহাকে অধঃপতন করে।" "ঈশ্বর অহঙ্কারিদের বিপক্ষ হন।" "বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার ও পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব

হয়।” দায়ূদের সদৃশ নম্রস্বভাব ও ঈশ্বরভক্ত হইতে যত্ন কর। জালূৎ অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান তোমার এক শত্রু আছে,—তাহার নাম, শয়তান; নিত্য তাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। যদি জয় লাভ করিতে চাহ, দায়ূদের ন্যায় অহঙ্কার বর্জ্জন কর, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের শরণাগত হও, এবং তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা ও তাঁহার হস্তে তোমার তাবৎ ভার অর্পণ কর। তুমি “ঈশ্বরের বলবান হস্তের নীচে নম্র হইয়া থাক, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাকে উন্নত করিবেন। আপনার সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে অর্পণ কর; কেননা তোমার প্রতি তাঁহার চিন্তা আছে।” ১ পিতর ৫; ৬, ৭।

সদ্ভাবলহরী।

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক
কবিতাবলী।

গৃহিণীর প্রার্থনা।

অহে প্রভো, পরমেশ দয়ার সাগর,
অধিনীরে দয়া তুমি করেছ বিস্তর।
এক নিবেদন এই শুন দয়াময়,
তব প্রতি মন যেন সুকৃতজ্ঞ রয়।

২

দয়া করি প্রভু মোরে দেহ জ্ঞান ধন,
পারি যেন করিবারে কর্ত্তব্য সাধন।
তুষি যেন প্রিয় ভাষে পতির হৃদয়,
কলহ বিবাদ যেন কভু নাহি হয়।

৩

সুশিক্ষা প্রদান করি সন্তান সবারে,
তব দাস দাসী যেন পারি করিবারে।
আত্মীয় বান্ধব আর গৃহে থাকে যত,
করি যেন সকলের মঙ্গল নিয়ত।

৪

শ্বশুর শাশুড়ী আদি যত গুরু জন,
সবারে সম্মান্ যেন করি সর্ব্বক্ষণ।
কারু যদি পীড়া হয় গৃহেতে আমার,
প্রাণপণে করি যেন শুশ্রূষা তাহার।

৫

কর দয়া পরমেশ প্রতিবাসীগণে,
হিংসা দ্বেষ যেন নাহি থাকে কারু মনে।
তোমারে করিয়া ভয় আমরা সবাই,
সুপথে নিয়ত থাকি, এই ভিক্ষা চাই।

জ্যোতিরিঙ্গণ।

“আমি আপনার চিরদাস।”

এক জন ইংরাজ ভদ্রলোক একবার এক খানি তুরস্ক দেশীয় জাহাজ আরোহণে কোন স্থানে যাইতে ছিলেন। ঐ জাহাজের মধ্যে তিনি এক জন মুসলমান যুবককে দেখিতে পাইলেন, সর্ব্বদাই সে অত্যন্ত দুঃখিত থাকিত। পরে তাহার সঙ্গে সাহেবের আলাপ হওয়াতে, তিনি তাহার বিষয়ে যাহা যাহা জানিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মনে সমবেদনা জন্মিল। ঐ দুর্ভাগ্য মুসলমান জাহাজের কাপ্তানের কৃতদাস ছিল। জন্মাবধি ঐ ব্যক্তি স্বাধীন ও ধনী ছিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও ভাবি দুঃখের ভাবনায় তাহার মন অত্যন্ত উৎসাহবিহীন ও বিষণ্ণ হইয়াছিল।

ঐ ইংরাজ ভদ্রলোক মনেং উহাকে মুক্ত করিবার মনস্থ করিলেন। তিনি কাপ্তানকে প্রসঙ্গ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার মূল্য জানিলেন। কিন্তু তিনি যত মনে করিয়াছিলেন, মূল্য তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে ঐ ইচ্ছা হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু ঐ দাসের প্রতি তাঁহার স্নেহ দিনং এত বৃদ্ধি হইল যে অবশেষে তিনি কাপ্তানকে, তিনি যত টাকা চাহিয়াছিলেন, তত টাকাই দিলেন; কাপ্তান মূল্য গ্রহণ করিলেন।

সাহেব ও কাপ্তানের মধ্যে যেং কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ঐ দাস তাহা শুনিতে পাইয়া মনেং ভাবিল, সাহেব বুঝি তাহাকে নিজের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিয়াছেন; সুতরাং দাসত্বের শৃঙ্খল অধিকতর দৃঢ় হইল

ভাবিয়া অত্যন্ত রাগে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিবৎ ও ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, এবং অগ্রসর হইয়া সাহেবকে বলিল, "তুমি আপনাকে স্বাধীন ও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধ বলিয়া থাক, এবং আমাকে ক্রয় করিতেছ? স্বাধীনতা ভোগ করিবার তোমার যত, আমারও কি তত অধিকার নাই?"

সে এই প্রকার কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে সাহেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য ক্রয় করিলাম।"

এই কথা শুনিবামাত্র মুসলমানের রাগ দূর হইল, এবং আনন্দাশ্রু তাহার দুই চক্ষু হইতে পড়িতে লাগিল, ও সে উক্ত সাহেবের চরণে পতিত হইয়া বলিল, "আপনি আমার অন্তঃকরণ ক্রয় করিলেন, আমি আপনার চিরদাস।"

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য এই প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। আমরা সকলেই দুরাত্মা শয়তানের দাস ছিলাম। সমস্ত জীবন পাপ কার্য্য করিতাম, এবং সর্ব্বশেষে তাহার বেতনস্বরূপ অনন্ত মৃত্যুগ্রস্ত হইতাম। কিন্তু আমাদের প্রতি প্রভু যীশুর অত্যন্ত দয়া থাকাতে, তিনি আমাদিগকে উক্ত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি ঐ মূল্যস্বরূপ আপনার জীবন দান করিলেন। এক সময়ে আগামী যাতনার ভার যখন তাঁহার উপরে পতিত হইল, তখন মর্ম্মভেদী দুঃখে তিনি ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "যদি হইতে পারে, এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক!" কিন্তু তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সেই স্নেহ শেষপর্য্যন্ত ছিল। যদি কোন মনুষ্য তাহার বন্ধুর জন্য আপনার প্রাণ দান করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে অত্যন্ত প্রেমী বলে। কিন্তু যাহারা তাঁহার বন্ধু ছিল না, খ্রীষ্ট তাহাদের জন্য আপনার প্রাণ দান করিলেন। আমাদিগকে শত্রু জানিয়াও তিনি আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদিগকে পুনরায় ঈশ্বরের নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। তিনি মূল্য দান করিয়া আমাদিগকে ক্রয় করিলেন।

পাঠক, তুমি কি জান, যে আমরা এখন মুক্ত? যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে মুক্ত করা সত্ত্বেও কি তুমি এখন শয়তানের দাসত্বে রহিয়াছ? তিনি যে তোমাকে কিনিয়াছেন, তাহা কি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শুন নাই? অথবা সেই ক্রেতাকে কি ভয় করিতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছ যে তিনি তোমার দাসত্ব শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করিবেন? না, তুমি প্রভু পরিবর্ত্ত করিতে চাহ না?

যদি এরূপ হয়, তুমি বড় ভুল করিয়াছ। শয়তানের দাসত্ব যেমন কষ্টকর ও মারাত্মক, মনুষ্যের দাসত্ব তেমন নয়। এবং খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা যত মিষ্ট ও সহজ, মনুষ্যের স্বাধীনতা তত নয়। "তাঁহার যোঁয়ালি সহজ ও তাঁহার ভার লঘু।" তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে দাস নয়, কিন্তু বন্ধু বলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ দান করেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই জগতে শান্তি ও পরকালে অনন্ত জীবন, বিশ্রাম ও আনন্দ ভোগ করিতে দেন। শয়তানের দ্বারা যাহা২ তোমার অপহৃত হইয়াছে, খ্রীষ্টের দ্বারা তাহা লাভ হইবে।

তোমাকে ক্রয় করাতে তাঁহার কোন লাভ হয় নাই। তোমার প্রতি তাঁহার নিস্বার্থ প্রেম ও স্নেহ আছে বলিয়াই তিনি আপনার বহুমূল্য রক্ত দ্বারা তোমাকে তোমার দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করেন। এইরূপ নিস্বার্থ ও আশ্চর্য্য প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ তোমার কি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়? তাঁহার চরণে পড়িয়া গত পাপের জন্য তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং "আমি তোমার চিরদাস," এই কথা বলা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? সাংসারিক উপকারকের প্রতি তুমি এরূপ করিয়া থাক, কিন্তু তোমার স্বর্গীয় ত্রাণকর্ত্তার প্রতি কি করিবে না?

আরও মনে রাখিও, যদ্যপি তাঁহার দীর্ঘ সহিষ্ণুতা অত্যন্ত অধিক, তথাপি যদি তুমি তাঁহার সেই প্রেম অবহেলা কর, তাহা হইলে এমন দিন আসিতেছে যে দিনে তাঁহার অনুগ্রহ রাগে ও দয়া ক্রোধে পরিবর্ত্ত হইবে। তিনি তোমাকে এখন তাঁহার কৃত পরিত্রাণের ও মহিমার অংশী এবং অধিকারী হইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তিনিই আবার তখন তোমাকে মৃত্যুরূপ রজ্জুতে বদ্ধ করি-

বেন ও তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য দূর হইতে বলিবেন। আরও মনে রাখ, পরিত্রাণ সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে বিশ্বাস করে, সেই উহার অংশী হইতে পারে। উহা গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু অগ্রাহ্য করিলে শেষে ভয়ানক বিপদ ঘটিবে। সে বিপদ সামান্য নয়,—তোমার উদ্ধার চেষ্টা করাতে খ্রীষ্টের যত কষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলে তোমার বিপদও সেই পরিমাণ হইবে। অতএব তুমি কায়মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট জ্ঞান ও পবিত্র আত্মার সাহায্য ভিক্ষা কর। ঈশ্বর দয়াময়, তিনি তাঁহার যাচকদিগকে বিমুখ করেন না। তিনি তোমাকে তোমার প্রার্থিত বর দান করিবেন; তাহা হইলে যিনি তোমার জন্য আপনার প্রাণ দিয়াছেন, তুমি তাঁহার "চিরদাস" হইবে।

আশ্চর্য্য মনঃপরিবর্ত্তন!

তৎকালেও শৌল প্রভুর শিষ্যদের প্রতি ভর্ৎসনা ও প্রাণনাশরূপ বায় ফুৎকার করাতে মহাযাজকের নিকটে যাইয়া দম্মেষক নগরস্থ ধর্ম্মসভা সকলের প্রতি পত্র চাহিল, যেন সেই মতাবলম্বি (খ্রীষ্টমতাবলম্বী) স্ত্রী কি পুরুষ যাহাকে পায়, তাহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া যিরূশালমে আনে। পরে যাইতে২ যখন দম্মেষক নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন অকস্মাৎ আকাশহইতে প্রখর তেজ তাহার চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইল। তাহাতে সে ভূমিতে পড়িলে, 'হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ?' আপনার প্রতি এমত বাণী শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কে? তখন প্রভু কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই যীশু; কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন সে কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে কি করিতে আজ্ঞা করেন? প্রভু কহিলেন, উঠিয়া নগরে প্রবেশ কর, তাহাতে তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা বলা যাইবে। আর তাহার সঙ্গি লোকেরা অবাক্ হইয়া

রহিল, কেননা তাহারা ঐ রব শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পা-

ইল না। পরে শৌল ভূমিহইতে উঠিল, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পরে কাহাকেও দেখিল না; অতএব তাহারা তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে দম্মেষকে লইয়া গেল। আর সে তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিয়া ভোজন পান করিল না।

ঐ দম্মেষক নগরে অননিয় নামে এক জন শিষ্য ছিল। প্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে অননিয়! তাহাতে সে উত্তর করিল, হে প্রভো, দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া সোজা নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে, এবং অননিয় নামে এক জন আসিয়া দৃষ্টি প্রদানার্থে তাহার উপরে হস্তার্পণ করে, এমত দর্শন পাইয়াছে। তাহাতে অননিয় উত্তর করিল, হে প্রভো, সেই ব্যক্তি যিরূশালমে তোমার পবিত্র লোকদের প্রতি কত হিংসা করিয়াছে, তাহা আমি অনেকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এবং সে এ স্থানেও তোমার নামে প্রার্থনাকারি সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা প্রধান যাজকদের নিকটে পাইয়াছে।

কিন্তু প্রভু কহিলেন,তুমি যাও, কেননা ভিন্নজাতীয় লোকদের ও ভূপতিগণের ও ইস্রায়েল বংশীয়দিগের নিকটে আমার নাম উপস্থিত করণার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র। আর আমার নামের নিমিত্তে তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব। তাহাতে অননিয় চলিয়া গিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিল, হে ভ্রাতঃ শৌল, তুমি যেন দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, এই জন্যে প্রভু অর্থাৎ যিনি তোমার আগমনকালে পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন দিলেন, সেই যীশু আমাকে পাঠাইলেন। ইহা বলিবামাত্র তাহার চক্ষুহইতে এক প্রকার আঁইষ খসিয়া পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইল, এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইল, পরে ভোজন পান করিয়া বল প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর শৌল কএক দিন পর্য্যন্ত দম্মেষক নগরস্থ শিষ্যগণের সঙ্গে থাকিয়া তাবৎ ভজনালয়ে (গিয়া) অবিলম্বে যীশুর কথা, অর্থাৎ তিনি

যে ঈশ্বরের পুত্র, এই কথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহাতে তাবৎ শ্রোতা চমৎকৃত হইয়া কহিল, এ কি সেই ব্যক্তি নহে, যে যিরূশালম নগরে এই নামে প্রার্থনাকারি লোকদের উৎপাত করিত, এবং এমত লোকদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্তেই এ স্থানে আসিয়াছে? কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর ক্ষমাপন্ন হইয়া যীশু যে অভিষিক্ত ভ্রাতা, ইহার প্রমাণ দিয়া দম্মেষক নিবাসী যিহুদীয় লোকদিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিল। প্রেরিতদের ক্রিয়া, ৯; ১—২৩।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বরাজধানী মাহরা নগরের চণ্ডাল বংশীয় কন্যা। তিনি অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও প্রখর বিদ্যাবুদ্ধির নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। গোরামণ্ডলা দেশের গুপ্ত রাজপুত্র তাঁহার যশঃসৌরভে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আপনার সুখ দুঃখের সহভাগিনী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু চণ্ডালেরা আপনাদিগের বংশের অতিশয় গৌরব করিতেন, সুতরাং দুর্গাবতীর পিতা এক অসভ্য রাজপুত্রকে জামাতৃপদে বরণ করিতে অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু রাজপুত্রের বিশেষ আগ্রহ দর্শনে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করতঃ বলিয়া পাঠাইলেন, যদ্যপি তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া বিবাহ করিতে আইসেন, তাহা হইলে চিরবাঞ্ছিত রূপবতী দুর্গাবতীর কোমল কর প্রাপ্তিরূপ সুখে বঞ্চিত হইবেন না। রাজপুত্র দুর্গাবতীর অসামান্য রূপগুণে এরূপ অভীভূত হইয়াছিলেন যে, ইহাতেও সম্মতি প্রদান করেন এবং পরম আহ্লাদে পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া দুর্গাবতীর পাণিগ্রহণানন্তর হর্ষোৎফুল্ল মনে নববিবাহিতা রাণীকে স্বদেশে লইয়া যান। তথায় কিছুকাল সুখ সচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করতঃ তিনি অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হন। দুর্গাবতী প্রাণসম স্বামীর মৃত্যুর পর সৌজন্য ও সদ্গুণে প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া, নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতেছেন, এমন সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরের নিষ্ঠুর সেনাপতি আসফ খাঁ অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাণীও সামান্য নারীগণের ন্যায় বিষম সঙ্কট দর্শনে ভয়াকুল ও হতবুদ্ধি না হইয়া অকুতোভয়ে রণসজ্জা করতঃ বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রতিরোধ এবং

দুইবার রণে পরাজয় করেন। কিন্তু যুদ্ধে তৃতীয় বার অবলা কামিনীর দ্বারা পরাভূত হওন প্রযুক্ত আসফ্ খাঁ অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অতিশয় বেগে রাণীকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে রাণীর এক মাত্র পুত্র সিংহের ন্যায় সাহস প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত রণে নিযুক্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই যুদ্ধে আপনি সাংঘাতিক রূপে আহত হন। রাণী পুত্রের ঈদৃশ শোকাবহ অবস্থা দর্শনে তাঁহাকে রণস্থল হইতে অন্তর করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাহাতে সৈন্যগণ রাজপুত্রকে রণস্থলে না দেখিয়া, শত্রুগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করতঃ, অতিবেগে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চারিদিগে ধাবমান হইল। তখনও রাণী অতিশয় সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রু পক্ষ হইতে এক তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া তাঁহার নয়নোপরি পতিত হয়,এবং সেই তীর বাহির করিতে না করিতেই আর একটী তীর আসিয়া তাঁহার গলদেশে আঘাত করে। তাহাতে তিনি মৃতকল্পের ন্যায় হস্তীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া পড়েন। জনৈক বিশ্বাসী ভৃত্য কর্ত্রীর চরমকাল দর্শনে তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু রাণী তাঁহাকে নিষেধ করতঃ খড়্গাঘাতে আপনার প্রাণ নাশ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু স্নেহবান ভৃত্য এরূপ নিদারুণ কার্য্যে অসম্মত হওয়াতে, রাণী বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে অসি গ্রহণানন্তর নিজ গলদেশে আঘাত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। অদ্যাপি রাজস্থানের লোকেরা দুর্গাবতীর যশঃ গান করিয়া থাকে। দুর্গাবতী বস্তুতঃ একজন বীরাঙ্গনা ছিলেন।

দয়া।

দয়াহীন হয় যেই শুন শিশুগণ,
পাষণ্ড পশুর সম হয় সেই জন।
দুয়ারে ভিখারী কাঁদে শুনি যেই জন,
মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা নাহি দেয় কদাচন।
কঠিন পাষাণ প্রায় হৃদয় তাহার,
ধিক ধিক শত ধিক তারে বার বার।
কালা, খোঁড়া, কানা, বোবা প্রতি যেই জন,
উপহাসে করে সদা মন্দ আচরণ।
ইহকালে পরকালে সুখ নাহি তার,
নরক তাহার ভোগ জানিবে তা সার।

উষ্ট্র।

উষ্ট্র অতিশয় দীর্ঘকায় জন্তু। উহার গলদেশের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্দিকে একটী কুকুদ আছে। এই জন্তু মনুষ্যের অতি প্রয়োজনীয়। আরব দেশের লোকেরা উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। উষ্ট্রের শরীর রোমে আবৃত; উহা বৎসরের মধ্যে এক বার আপনি পড়িয়া যায়; তদ্দ্বারা আরব দেশীয়েরা বস্ত্র ও তাম্বু প্রস্তুত করিয়া থাকে।

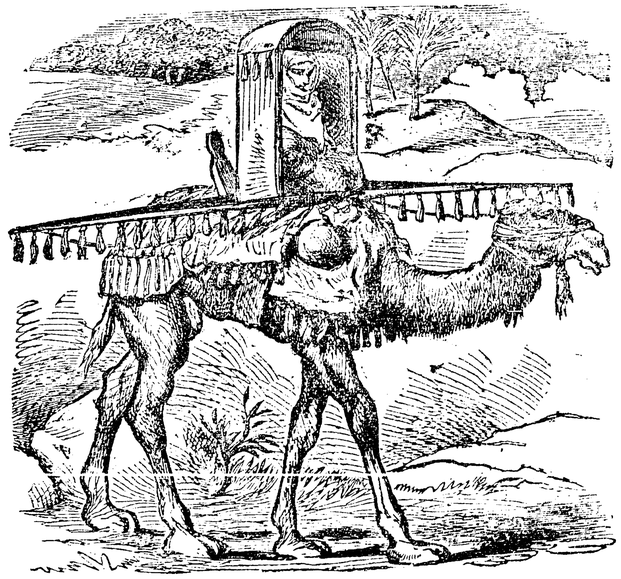

আরব দেশের মরুভূমি সকল সমুদ্রের ন্যায় দৃশ্য হয়। ইংরাজেরা যেমন জাহাজ আরোহণ করিয়া বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হন, তদ্রূপ আরবদেশীরা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুবিস্তীর্ণ জলশূন্য মরুভূমি সকল পার হইয়া থাকে। আরব দেশে আমাদের দেশের ন্যায় পুষ্করিণী বা ঝিল ইত্যাদি নাই,—অত্যন্ত জলকষ্ট। উষ্ট্রের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা জলপান ব্যতিরেকে ক্রমাগত অনেক দিন ভ্রমণ করিতে পারে।

উষ্ট্রের পেটের ভিতরে জল রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র থলি আছে। তাহাতে অনেক পরিমাণ জল ধরে। আবশ্যক অনুসারে উষ্ট্রেরা তাহা হইতে জল বাহির করিয়া পাকস্থলিতে লইয়া যাইতে ও মুখে তুলিয়া

জিহ্বা সিক্ত করিতে পারে। বড়২ উষ্ট্র ১২ মন ওজনের দ্রব্য অক্লেশে লইয়া যায়। উষ্ট্র না থাকিলে আরব দেশীয়েরা সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি সকল কোন প্রকারে পার হইতে পারিত না। এই জন্য লোকে উষ্ট্রকে "অরণ্য-জাহাজ" নাম দিয়াছে।

চোক্ গেল।

চোক্ গেল, চোক্ গেল, পাখী কেন বলে রে ?
এত পাখী আছে বনে,
কত যে তাপিত মনে,
ঢালিয়া সঙ্গীত সুধা নিয়তই তোষে রে !
সুধু দেখি ঐ পাখী,
সর্ব্বাঙ্গেতে ভস্ম মাখি,
চোক্ গেল, চোক্ গেল, বলিয়া চেচাঁয় রে !
মাণিকের মত আঁখি,
তবু কেন বলে পাখী,
চোক্ গেল, চোক্ গেল, এ বিষম দায় রে !
বসিয়া রসাল ডালে,
পাকা ফল পুরে গালে;
তবু কেন থেকে থেকে বলে, চোক্ গেল রে ?
ডালে ডালে উড়ে উড়ে,
বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে,
মেয়েছেলে দেখিলেই ওই কথা বলে রে।
পাখী হয়ে কথা কয়,
শুনে যে মানি বিস্ময়,
বুঝি কারো পড়া পাখী খাঁচা ভেঙ্গে এলো রে।
জেনেছি, জেনেছি পাখী,
কেন সদা থাকি থাকি,
আর কোন কথা নাই, অই কথা কয় রে।

বুঝিলাম অনুভবে,
দুরন্ত শাশুড়ী যবে,
সপত্নী পুত্র বধূরে কত বকে ঝকে রে,
অবশেষে তারে ধরে,
চকে দিল কাটি পুরে,
তাই "চোক্ গেল" বোলে কাঁদিয়া উঠিল রে !
পতি রত্ন নাই ঘরে,
হায় ! বামা কেঁদে মরে,
কে তারে সান্ত্বনা করে, এ বিষম কালে রে !
সেই রব শুনে পাখী,
যদ্যপিও আছে আঁখি,
চোক্ গেল, চোক্ গেল, বলিয়া বেড়ায় রে !
তার দুঃখে হয়ে দুঃখী,
প্রতিধ্বনি সম পক্ষী,
যা শুনিল তাই বলে ভাষায় পৃথিবী রে।
ওরে পাখী শোন, শোন,
হেথা কেন ঘন ঘন,
বসিয়া রসাল ডালে, ডাকিয়া মরিবি রে ?
কুলীনের পাড়া যাও,
তাদিগে উহা শুনাও,
বহু বিবাহের ফল তা হলে বুঝিবে রে ;
এখানে ডাকিলে ঘন, কি ফল ফলিবে রে ?

সদ্ভাবলহরী।

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক
কবিতাবলী।

প্রভাতীয় সূর্য্য।

রাঙ্গারবি ছবি খানি পূর্ব্বীয় আকাশে,
আঁধারে ঠেলিয়া উঠি কেমন বিকাশে !
হেরিয়া সে রবি ছবি যত বনচর,
প্রভাত হইল জানি করে কলস্বর।

২

এ সময়ে যাও যদি প্রান্তরে, বিজনে,
কত যে মধুর স্বর শুনিবে শ্রবণে।
ফুর ফুর করি বয় শীতল পবন,
স্নিগ্ধ করে কলেবর, প্রফুল্লিত মন।

৩

হেরিয়া গগনে প্রিয় তপন উদয়,
স্বচ্ছ সরোবরে ফোটে কমলিনী চয়।
পড়িলে তপন তেজ পৃথিবী উপরে,
আনন্দে প্রকৃতি এক নব বেশ ধরে।

৪

সকলি উজ্জ্বল করে প্রখর তপন,
ভয়ে অন্ধকার করে দূরে পলায়ন।
নূতন জীবন লাভ করে প্রাণীগণ,
দিবসের কার্য্যে সবে নিবেশয়ে মন।

৫

এই রূপে ত্রাণসূর্য্য উদিলে অন্তরে,
মানবপ্রকৃতি এক নব ভাব ধরে।
নূতন জীবন লভে সেই সুখী নর,
ঈশ্বরের কার্য্যে রত থাকে নিরন্তর।

জিহ্বার পাপ।

রসনা অদম্য অতি বলে জ্ঞানী জন,
কভু মিত্র কভু শত্রু, আশ্চর্য্য ঘটন !
কভু বা আনন্দে বলে সুমধুর বোল,
কভু কটু কথা ভাষি করে গণ্ডগোল।

২

কভু আশীর্ব্বাদ করে, কভু দেয় শাপ,
কভু করে জয়ধ্বনি কভু অনুতাপ।
একাধারে রহিয়াছে মধু, হলাহল,
সময়ে নির্গত হয় হইয়া প্রবল।

৩

উগারে গোমুখী সদা সুশীতল জল,
কভু কি উগারে সেই বিষম গরল ?
ইক্ষু দণ্ডে থাকে রস সুমধুর অতি।
কভু কি গরল তাতে করয়ে বসতি ?

৪

বলিলে কর্কশ বাণী কিম্বা দিলে শাপ,
অবশ্যই তুমি আচরিবে পাপ।
বাক্য দ্বারা করিবারে পাপ আচরণ,
রসনা তোমারে দত্ত হয়নি কখন।

৫

যীশুর নিকটে সদা করহ প্রার্থনা,
তাহলে পবিত্র হবে তোমার রসনা।
নির্গত হইয়া যাবে যতেক গরল,
ধরিবে রসনা তব অমৃত কেবল।

মৃত্যু।

শিশু মরে, বৃদ্ধ মরে, মরে যুবজন,
মরণের কাছে নাই বয়সের ভেদ ;

কবে যে কাহার্ কাছে আসিবে মরণ,
এ জগতে কোন জন নাহি জানে ভেদ।

২

বেণীতে আমাতে বোসে সে দিন বাগানে,
কত যে খেলিনু খেলা কি বলিব আর?
কিন্তু মম শুনে বড় ভয় হল প্রাণে,
কালিকে মরেছে বেণী, গৃহে হাহাকার!

৬

চোরের মতন মৃত্যু আসি অগোচরে,
কাড়ি লয়ে চলি যায় মানবের প্রাণ;
বলবতী আশালতা ছিণ্ডে চিরতরে,
পড়ে থাকে মৃতদেহ জড়ের সমান!

৪

কবে যে আমারি কাছে আসিবে মরণ?
কবে যে মুদিব আঁখি চিরনিদ্রাবেশে?
কে বলিবে এই কথা? হয় তো সে ক্ষণ,
আজি উপস্থিত হবে ভয়ানক বেশে!

৫

অতএব এই বেলা হব সাবধান,
হেরিয়া শমনে যাতে ভীত নাহি হই;
পরমেশ পদে আমি সঁপিব পরাণ,
সে কালে নাহিক বন্ধু পরমেশ বই!

পাপিষ্ঠের প্রার্থনা।

১

মম সম দুরাচার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নিয়ত কুপথে আমি চালাই চরণ;
সামান্য সুখের লাগি, কুকর্ম্মেতে অনুরাগী,
পরমেশ, ভুলে তোমা করি না স্মরণ!

২

হেলায়ে কাটাই কাল, যারে তারে দেই গাল,
নিয়ত কুকথা মম বলয়ে রসনা;
কুকার্য্যে আনন্দ অতি, হায় আমি মন্দমতি,
কি হইবে পরিনামে করিনা ভাবনা।

৩

হে বিভো! করুণাকর, এ অধমে দয়া কর!
নিজ আত্মা দানে মন করহ নির্ম্মল;
মম সম পাপীতরে, প্রিয় পুত্রে অকাতরে,
পাঠাইলা প্রভো! তুমি এই ধরাতল।

৪

যীশু অগতির গতি, হইলা ত্রাণের পতি,
প্রাণদানে প্রায়শ্চিত্ত করিলা সাধন;
তাঁরি নামে ভিক্ষা চাই, অন্তে পরিত্রাণ পাই,
এ মম বাসনা প্রভো, করহ পূরণ।

৫

ক্ষম মম গত পাপ, দেহ সত্য অনুতাপ,
নিয়ত সুপথে মম চালাও চরণ;
আমি অতি নরাধম, নয়নের তারাসম,
দয়া করি প্রভো, মোরে করহ রক্ষণ!

জ্যোতিরিঙ্গণ।

আলুচুরি ও রাজকীয় ক্ষমা।

প্রায় চব্বিশ বৎসর গত হইল, জর্ম্মণি দেশে একবার মহাদুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। সেই বৎসরের দুর্ভিক্ষে প্রজাদিগের ভয়ানক ক্লেশ হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দে পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া ছিলেন, এই বৎসর তাঁহাদেরও কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে ষ্টাসফর্থের লোকেরা দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া যাহা করিয়াছিল, আমরা তাহাই বর্ণনা করিতে মানস করিয়াছি। যখন রাজ্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব, এমন সময়ে এই নগর নিবাসিরা শুনিতে পাইল, ওয়ার্মস্‌ডর্ফ নামক নগরে বিস্তর গোল আলু সঞ্চিত আছে।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এক মহাজন মদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, আর কেহ কেহ কহিল, যখন রাজ্য মধ্যে আর কোন প্রকার আহার সামগ্রী পাওয়া যাইবে না, এমন সময়ে ঐ সকল আলু বিক্রয় করিয়া বেল ঐ মহাজন অল্পকাল মধ্যে ধনী হইতে পারে, এই আশয়ে ঐ সকল আলু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ষ্টাসফর্থের লোকেরা এই রূপ জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে এক কালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ঐ মহাজনকে নিতান্ত নীচাশয় বিবেচনা করিয়া, তাহার সমস্ত আলু, চুরি করিতে মনস্থ করিল। অবশেষে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ওয়ার্মস্‌ডর্ফে গমন করিয়া, আলু চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তৎপরে পুলিষের লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, প্রায় ১১৫ জন কারারুদ্ধ হইল। যাহার আলু, সেই ব্যক্তি ঐ কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের নামে বিচা-

য়ালয়ে নালিশ করিল। বিচারপতি এই রূপ আদেশ করিলেন, প্রত্যেক অপরাধীকে ছয় বৎসর মিয়াদ খাটিতে,এবং মকদ্দমার সমস্ত ব্যয় দিতে হইবে; যদি ব্যয় প্রদানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আরো কিছু দিন মিয়াদ খাটিতে হইবে। এই রূপ বিচার শুনিয়া, বন্দীদিগের পরিজনেরা এককালে হতাশ হইয়া পড়িল। যাহারা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিবে, তাহারা কারারুদ্ধ হওয়াতে,তাহাদিগের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। মকদ্দমার ব্যয় না দিতে পারাতে,কয়েদিরা মনে মনে ভাবিল, আমরা রাজার নিকট এবিষয়ে একটী আবেদন করিয়া,ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তৎকালে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম, জর্ম্মণি দেশের অধিরাজ ছিলেন। উক্ত দেশের বর্ত্তমান সম্রাট্,ঐ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মের পুত্র। চতুর্থ ফ্রেডারিক অতিশয় দয়ালু লোক ছিলেন। বন্দীদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া,তিনি তাহাদিগকে অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত করিলেন। অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত হইলে, অপরাধীরা মনে করিল, যদি কেহ আমাদের সপক্ষ হইয়া রাজার নিকট আমাদিগের কারাবাস দণ্ডের ক্ষমার নিমিত্ত আবেদন করেন, তাহা হইলে আমরা পুনরায় পরিবারের মুখদর্শন করিবার আশা করিতে পারি। তাহারা এই রূপ ভাবিয়া সিল্ড নামে এক জন ধর্ম্মোপদেশককে, রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজার নিকট গমনকালে, সিল্ড মনে মনে ভাবিলেন, যদি মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,অপরাধীরা কি সকলেই মনঃপরিবর্ত্তন করিয়াছে,তাহা হইলে আমি যেন তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া অপরাধীদিগের অবস্থা কহিতে পারি, এই জন্য তাহাদের নিকটে একবার গমন করিয়া; প্রত্যেক জনের মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আইসি। এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক অপরাধীর নিকট গমন করিলেন। এই সময় রাজা বর্লিনে বাস করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে, সিল্ড, রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্ভিক্ষপ্রভৃতির ব্যাপার রাজাকে শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ, যাহারা অপরাধী বলিয়া ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের ছয় বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড হইয়াছে; এক্ষণে আপনি যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, এই নিমিত্ত

আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

রাজা তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কয়েদিরা কি সকলেই আপনাপন দোষ প্রযুক্ত খেদ প্রকাশ করিয়াছে? সিল্ড কহিলেন, মহারাজ তিন জন ব্যতীত আর সকলেই করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া, মহারাজ, ফ্রেডারিক কহিলেন, আর সকলকে আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু এই তিন জনকে ক্ষমা করিতে পারি না। তৎপরে রাজা সিল্ডের সহিত অন্য বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, যদি এই তিন জন এখনো আপনাদের অপরাধ প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের কারাদণ্ড ক্ষমা করিব। এই কথা কহিয়া রাজা সিল্ডকে বিদায় করিয়া দিলেন। সিল্ডও আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া আনন্দিত মনে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বন্দীদিগের কারামুক্তির শুভসংবাদ প্রচার করিলেন।

যাহারা আলু চুরি করিয়াছিল, আমরাও তাহাদের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। খ্রীষ্ট আমাদের অনন্য প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থ। পাপের নিমিত্ত সরলচিত্তে অনুতাপ করিয়া তাঁহার দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, যিনি রাজাদিগের রাজা এবং প্রভুদিগের প্রভু, তিনি নিশ্চয়, যীশুর অনুরোধে, আমাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাহা হইলে আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না।

ঘড়ি।

একদা নির্জন গৃহে রয়েছি বসিয়া,
পরমার্থ ভাবে মন গিয়াছে গলিয়া।
এহেন সময়ে টুঙ্ টাঙ্ টিঙ্ করি,
থাকিয়া আপন স্থানে বাজিলেক ঘড়ি।
অমনি ঘড়ির পানে ফিরিল নয়ন,
দেখি তাতে কারি কুরি ভাবিলেক মন।
যে গড়েছে এই ঘড়ি তাঁরে নমস্কার,
প্রকাশিলা এতে তিনি শিল্প চমৎকার।
চক্রাকার শত খণ্ডে ইহারে নির্ম্মিলা,
নিয়ত চলিবে বলি ইস্পিরিং দিলা।
তার বলে সদা চলে অবিরাম গতি,
কভু না থামিবে যদি করহ মিনতি।
শুয়ে থাক বসে থাক চলিতেছে ঘড়ি,
গণিছে সময় যেন টুক্ টাক্ করি।
মাজেং শুনি বটে টুঙ্ টুঙ্ করে,

কেবল জাগাতে সুধু অচেতন নরে।
টুঙ্ টাঙ্ শব্দে ঘড়ি দেয় উপদেশ,
গেল রে সময় ভাব কি হইবে শেষ।
জানিয়া আমার চিন্তা এমন সময়,
টুক্ টাক্ শব্দে ঘড়ি আমারে বলয়।
আমাতে কি কারি কুরি কর নিরীক্ষণ,
হে ভাবুক, নিজ দেহ কর বিলোকন!
সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি আমার নিদান,
সামান্য পদার্থে হল আমার নির্ম্মাণ।
তোমাদেরই বুদ্ধি বলে হয়ে অচেতন,
চেতনের মত সদা করি আচরণ।
কিন্তু তব দেহে আহা, কি শিল্পচাতুরি!
এক বার দেখ দেখি, মনে চিন্তা করি।
শত শত খণ্ডে যথা আমার গড়ন,
ঠিক্ সেই রূপে হল তোমার সৃজন।
স্প্রিঙের বলে যথা আমি হই বলী,
তেমনি আয়ুর বলে তুমি যাও চলি।
দম দিলে চলি আমি, না দিলে অচল,
তব ও ঘড়ির দম অন্ন আর জল।
কলঙ্ক মিশ্রিত হলে মম অঙ্গগণ,
শিথিল হইয়া করে অযথা গমন।
পীড়াগ্রস্ত হলে ভাই তব কলেবর,
হয়ে থাকে সেই রূপ শিথিল অন্তর।
কিছুতে সে ইস্পিরিঙ হইলে বিকল,
অমনি নির্ব্বাক আমি অমনি অচল।
সেই রূপ আয়ু ধন বিগত হইলে,
দেহ রূপ ঘড়ি ভাই কখন না চলে।
তোমাতে আমাতে বটে সাদৃশ্য বিস্তর,
কিন্তু ভাই এক ভাবে অনেক অন্তর।

সময়ের স্রোতে তুমি যেতেছ ভাসিয়া,
আমি মরি কিন্তু ভাই সময় গণিয়া।
মম নির্ম্মাতারে যিনি করিলা নির্ম্মাণ,
তুমি তাঁর হস্তকৃত কার্য্যের প্রমাণ।
তোমাতে নিবসে এক মহামূল্য ধন,
পরকালে হবে তার নিকাশ গ্রহণ।
আমাতে এ হেন ধন কোন কালে নাই,
তাই বলি আমা হতে শ্রেষ্ঠ তুমি ভাই!
নির্ম্মাতার আজ্ঞা যদি করহ রক্ষণ,
স্বীয় ক্রোড়ে তিনি তোমা করিবা গ্রহণ!
কোথা বা নির্ম্মাতা মম, আমি বা কোথায়,
চির তরে পরিত্যাগ করিলা আমায়।
হয় ত মরিলা তিনি বহুকাল হল,
সৃষ্টের পতন আগে স্রষ্টাই মরিল।
অমর তোমার স্রষ্টা, অনন্ত শকতি,
যদি কায়মনে তাঁরে করহ ভকতি।
হইবে সদ্গতি তব হইবে মঙ্গল,
অবশ্য পাইবে তুমি কর্ত্তব্যের ফল।"
কিন্তু ইস্পিরিঙ্ মম যাইলে ভাঙ্গিয়া,
পুনরায় জড়ে জড় যাইবে মিলিয়া।

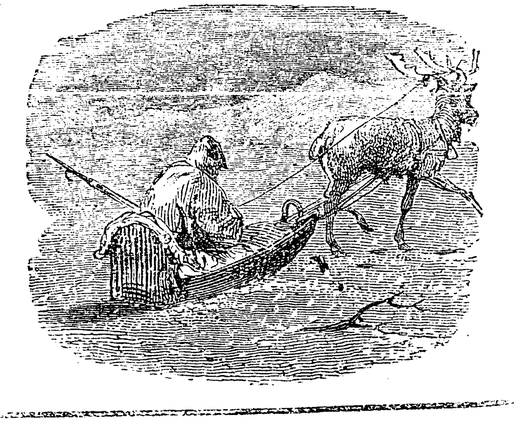

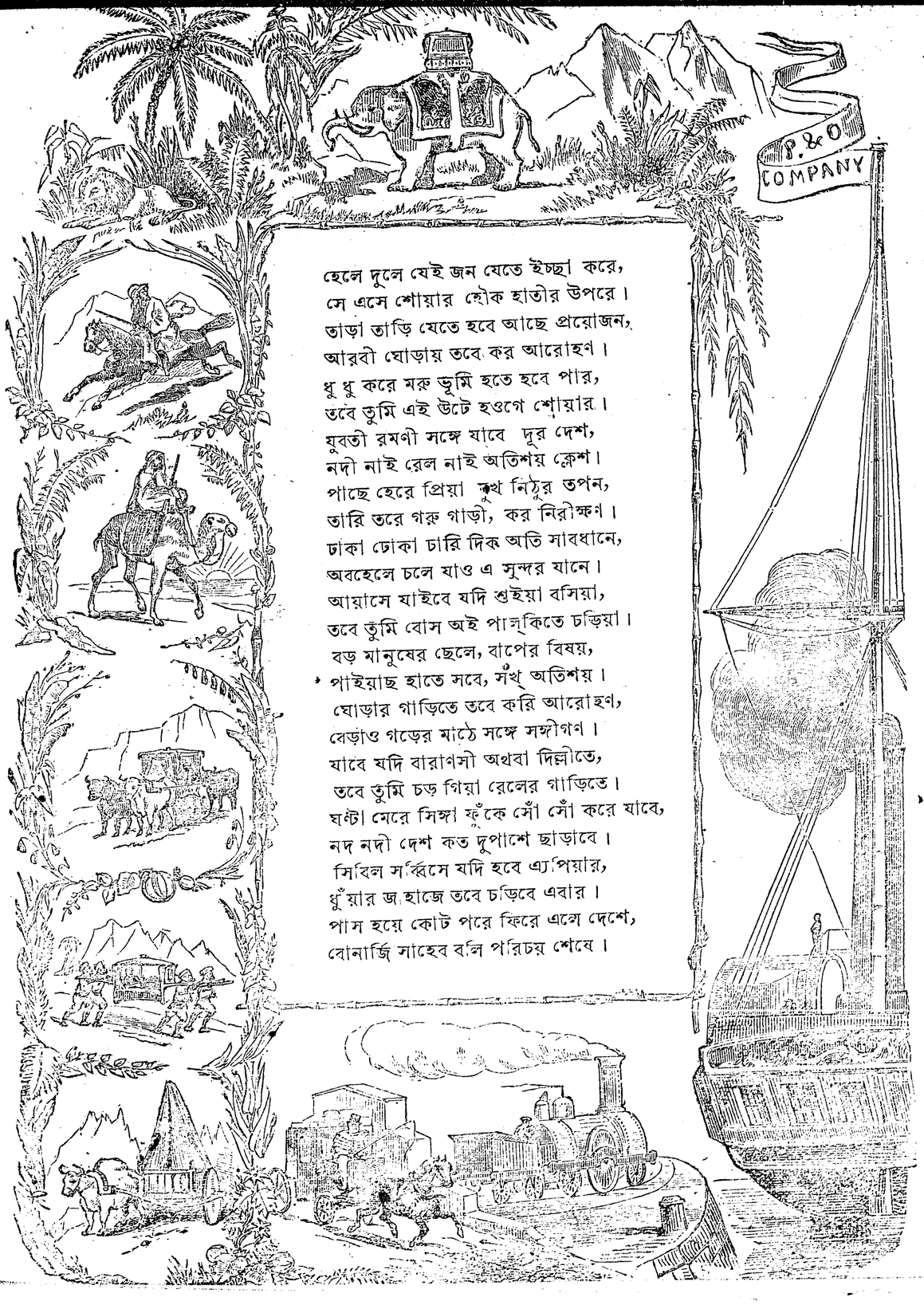

হেলে দুলে যেই জন যেতে ইচ্ছা করে,
সে এসে শোয়ার হৌক হাতীর উপরে।
তাড়া তাড়ি যেতে হবে আছে প্রয়োজন,
আরবী ঘোড়ায় তবে কর আরোহণ।
ধু ধু করে মরু ভূমি হতে হবে পার,
তবে তুমি এই উটে হওগে শোয়ার।
যুবতী রমণী সঙ্গে যাবে দূর দেশ,
নদী নাই রেল নাই অতিশয় ক্লেশ।
পাছে হেরে প্রিয়া মুখ নিঠুর তপন,
তারি তরে গরু গাড়ী, কর নিরীক্ষন।
ঢাকা ঢোকা চারি দিক অতি সাবধানে,
অবহেলে চলে যাও এ সুন্দর যানে।
আয়াসে যাইবে যদি শুইয়া বসিয়া,
তবে তুমি বোস অই পাল্‌কিতে চড়িয়া।
বড় মানুষের ছেলে, বাপের বিষয়,
পাইয়াছ হাতে সবে, সখ্ অতিশয়।
ঘোড়ার গাড়িতে তবে করি আরোহণ,
বেড়াও গড়ের মাঠে সঙ্গে সঙ্গীগণ।
যাবে যদি বারাণসী অথবা দিল্লীতে,
তবে তুমি চড় গিয়া রেলের গাড়িতে।
ঘণ্টা মেরে সিঙ্গা ফুঁকে সোঁ সোঁ করে যাবে,
নদ নদী দেশ কত দুপাশে ছাড়াবে।
সিবিল সর্ব্বিসে যদি হবে এ্যপিয়ার,
ধুঁয়ার জাহাজে তবে চড়িবে এবার।
পাস হয়ে কোট পরে ফিরে এলে দেশে,
বোনার্জি সাহেব বলি পরিচয় শেষে।

উদারচরিত ভৃত্য।

বহু বৎসর অতীত হইল, রুশীয়া দেশীয় এক ভদ্রলোক পুত্রকলত্র সহিত, চারি ঘোড়ার শকটে আরোহণ করিয়া কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য শকটের পশ্চাৎ প্রদেশে বসিয়া ছিল। সে প্রভুকে স্বীয় জীবন সদৃশ প্রিয় জ্ঞান করিত।

পথিমধ্যে দিবাবসান হইলে রজনী উপস্থিত হইল; এবং ভয়ানক ব্যাঘ্রের গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ভদ্রলোক, দ্রুত বেগে শকট চালন করিতে কোচুয়ানকে আদেশ করিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রগণ ক্রমশঃ শকটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েই ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন, কিন্তু দুইটী মাত্র ব্যাঘ্র গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট ব্যাঘ্রেরা নিমিষে উহাদিগকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিল; সেই অবসরে কোচুয়ান দ্রুতবেগে শকট চালন করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাঘ্রগণ শোণিতাস্বাদে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শকটাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বার দুই গুলি করাতে, পূর্ব্ব-

বৎ দুইটী ব্যাঘ্র ভূপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অন্যেরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। সেই ভদ্র লোকটী, শকট শার্দ্দূলবেষ্টিত অবলোকন করিয়া কোচুয়ানকে কহিলেন, অবিলম্বে শকট হইতে এক অশ্ব মোচন করিয়া দাও, কারণ তাহা করিলে আমরা পলায়নের অবসর প্রাপ্ত হইব। সেই আদেশ অচিরে সম্পাদিত হইল। অশ্বটী বন মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং ব্যাঘ্রেরা অবিলম্বে তাহাকে উদরসাৎ করিল। আর একটী অশ্বও বিমুক্ত হইল এবং উহারও পূর্ব্বরূপ দশা ঘটিল। অবশেষে ভৃত্য নিজ স্বামীকে কহিল, "প্রভো! শৈশবাবধি আমি আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি। আমি আপনজীবনসম আপনাকে প্রিয়জ্ঞান করি। আপনার জীবনরক্ষার অপর কোন উপায় দৃষ্ট হইতেছে না; অতএব আমি আপন প্রাণ দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিব। আমি আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সানুগ্রহ হইয়া আমার স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।"

যখন ব্যাঘ্রেরা পুনর্ব্বার শকটের সম্মুখবর্ত্তী হইল, তখন সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য আপনাকে তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। এই রূপে ভৃত্য বিনষ্ট হইল, এবং তাহার প্রভু সপরিবারে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

"বন্ধুদের নিমিত্ত আপনার প্রাণ দান অপেক্ষা আর অধিক প্রেম কাহারো নাই। কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্ত খ্রীষ্ট প্রাণ দিলেন।"

হিমালয়।

(সিমলা পর্ব্বত হইতে প্রাপ্ত।)

তুমি বটে হিমাচল! শিরে শুভ্র কেশ,
করি ঊর্দ্ধবাহু সদা পূজিছ মহেশ।
গম্ভীর মূরতি ধরি তপস্বীর প্রায়,
ধ্যানে মগ্ন দিবা নিশি, অতি দীর্ঘকায়।
নির্ঝর রূপেতে স্বেদ ঝরিতেছে ভালে,
লোমরাজিরূপে শোভে বিশাল তমালে।
করিতেছে কত জন সুদেহ মর্দ্দন,
তবু নাহি হয় তব ধ্যান বিভঞ্জন।
ধন্য হে তাপস তুমি, ধন্য তব ব্রত,
সংসার মায়ায় কভু না হও বিব্রত।
দিবাকর করজাল করিয়া ভক্ষণ,
তৃপ্ত হও পান করি স্নিগ্ধ সমীরণ।
কোথায় নিবাস তব, কাহার তনয়?
ভাব দেখি বোধ হয় মানব ত নয়।
মহী-মাতা গর্ভে জন্মি নাম মহীধর,
কেন হে এরূপ বল, কেন গিরিবর?
বুঝেছি বুঝেছি, আমি, বুঝেছি কারণ,
স্নেহ করি বুড় মাকে করেছ ধারণ।
এক মনে পূজি সেই সর্ব্ব গুণাকর,
লভিয়াছ যেন তুমি অমরতা বর।
মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য লেখা তব মুখে,
থাক থাক হিমাচল থাক মন সুখে।
কিবা সুখে কিবা দুঃখে সকল সময়,
তব সম মন যেন অচঞ্চল রয়।
কখন কখন মনে করিও স্মরণ,
এসেছিল তব কাছে এক অভাজন।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

যদু বাই।

যদু বাই মরুদেশের অধিপতি মল্লদেবের দুহিতা ও উদয় সিংহের সহোদরা ছিলেন। উদয় সিংহ সম্রাট্ আকবরের ক্রোধানল নির্ব্বাণমানসে ১৫৬৯ সালে জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করত নিজ ভগিনী যদু বাইকে আকবরের হস্তে সমর্পণ করেন। বোধ হয়, হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই প্রথম বিবাহ। কিন্তু ইহাদ্বারা হিন্দুদিগের বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছিল। যদু বাই আপনার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও বিবিধ সদ্‌গুণে সম্রাট্‌কে অতি অল্পকাল মধ্যে বশীভূত করিয়া প্রধান রাজ্ঞী হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে আকবর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া নয়ন মন সন্তপ্ত করণাভিলাষে সস্ত্রীক আজমীরের মইলুদ্দিন নামে বিখ্যাত মশিদে পদব্রজে গমন করেন। যেন মহিষীর কোমল চরণতলে আঘাত না লাগে, এই নিমিত্ত পথোপরি গালিচা বিস্তারিত করাইয়াছিলেন, এবং কেহ যেন তাঁহার মুখপদ্ম না দেখে, এই জন্য পথের দুই পার্শ্বে বস্ত্রের প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজ এই রূপে তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করেন, এবং রজনীতে স্বপ্নযোগে ফতেপুর শিকরি নিবাসি এক বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট গমন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। ঐ মুসলমানের নাম সেলিম আকবর। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করেন, তাহাতে ঐ পবিত্র ব্যক্তি বলেন, যে মহারাণী যদুবাই অতি শীঘ্রই এক পুত্র প্রসব করিবেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহিষী স্বসত্ত্বাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধের কুটীরের সন্নিকটে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া যে পর্য্যন্ত চিরবাঞ্ছিত অপত্য মুখারবিন্দু দর্শন না করেন, তাবৎ তথায় বাস করিলেন। উপযুক্ত সময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ বৃদ্ধের নামানুসারে তাহার নাম "সেলিম" রাখিলেন। ইনি পরে "জাহাঙ্গির" অর্থাৎ "জগৎজেতা" নামে বিখ্যাত হন। যদিও আমরা, যদু বাই হিন্দু হইয়া মুসলমান স্বামীর সহিত কি রূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিশ্চয় করিতে অক্ষম, তথাচ তাঁহাদের প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া আমাদের আহ্লাদ জন্মে। মনুষ্য জাত্যভিমান পরিত্যাগ করত ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিলে যুদ্ধ কলহাদি নির্ব্বাপিত ও ক্রমে সকল জাতি একত্রে মিলিত ও অধিকতর বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। আকবর নিশ্চয়ই এই অভিপ্রায়ে যদু বাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৮০ শকের প্রারম্ভে পরমরূপবতী যদুবাই মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং তাঁহার অদর্শনে আকবর এরূপ খেদান্বিত হইয়াছিলেন, যে তিনি রাজ্যের সমস্ত লোককে ঐ উপলক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, এবং রাণীর নাম চিরস্মরণীয় করণাভিলাষে তাঁহার কবরের উপর একটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহা এক্ষণে ইংরাজদিগের দ্বারা সমূলে উচ্ছেদিত হইয়াছে।

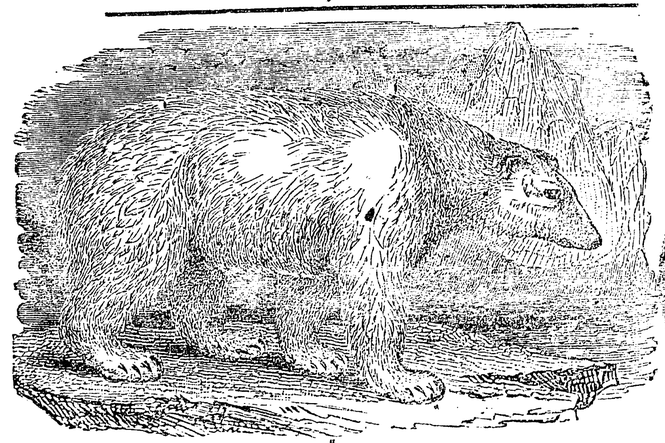

শ্বেত ভল্লূক।

জীবরহস্য পাঠ করিলেও আমরা পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি যে জন্তুর যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহা দিয়াছেন। উপরে যে চিত্রটী প্রকাশ করা গেল উহা এক প্রকার ভল্লূকের চিত্র। উহা আমাদের দেশীয় ভল্লুকের ন্যায় নহে, উহার শরীরের লোম সকল শাদা; এই নিমিত্ত উহাকে শ্বেত ভল্লূক কহে। আমেরিকার উত্তরে যে শীতপ্রধান মহাসমুদ্র আছে, উহারা তাহার তীরস্থ পর্ব্বতময় প্রদেশে বাস করে।

এই প্রদেশ বারমাস বরফে আবৃত থাকে, সুতরাং উক্ত ভল্লূকদিগকে উহার উপর দিয়া সর্ব্বদা চলিতে হয়। যদি এই ভল্লূকের পদ আমাদের দেশীয় ভল্লূকের পদের ন্যায় সুধু নখরবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহারা কখনও বরফের উপর দিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর উহাদের পদচতুষ্টয় লোমে আবৃত করিয়াছেন। সুতরাং উহাদের পায়ে শীত বোধ হয় না।

পরিশ্রম।

পরিশ্রম অভাবের দুহিতা এবং স্বাস্থ্য ও সন্তোষের মাতা। তিনি কন্যাদ্বয়ের সহিত নগর হইতে অতি দূরে এক প্রান্তর মধ্যে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। ইহাঁরা তিন জনই ধনশালী ব্যক্তিদিগের বিষয় কিছুই জানিতেন না, কেবল এই মাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, যে প্রধান নগর এই আখ্যাধারী ব্যক্তিগণের বাসস্থান। কুটীরনিকটস্থ গ্রামনিবাসি কৃষকেরাই ইহাঁদিগের বন্ধুত্ব-সুখ অনুভব করিতে পারিতেন। এইরূপে অবস্থান করিতে২ একদা পৃথিবী দর্শন করিবার মানস অত্যন্ত বলবান হওয়াতে, তাঁহারা ঐ ইচ্ছার গতি অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইষ্ট বিষয় সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় মনকে কাহার সাধ্য নিবারণ করে? অতএব পরিশ্রম ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ইচ্ছার কুহকজালে পতিত হইয়া যে স্ব২ সুহৃদগণকে ত্যাগ করিবেন, ইহার বিচিত্র কি? পরিশ্রম, স্বাস্থ্য ও সন্তোষের সহিত কুটীর হইতে নির্গত হইলেন। পরিশ্রম ধীরে২ চলিলেন। স্বাস্থ্য তাঁহার দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মধুর কথোপকথন ও আনন্দোদ্ভাবক গীত দ্বারা পথের ক্লেশ মন্দীভূত করিতে লাগিলেন এবং সন্তোষ হাস্যমুখে বাম পার্শ্বে থাকিয়া মাতার পাছে পদস্খলন হয়, এই ভয়ে আপনার সুকোমল হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ স্বভাবসিদ্ধ রহস্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা ভগিনীর আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ যাইতে লাগিলেন। এই রূপে ভ্রমণ করিতে২ তাঁহারা অনেক বিজন বন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে রাজ্যের প্রধান নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নগরপ্রবেশ কালে মাতা দুহিতাদ্বয়কে পুনঃ২ এই সাবধান সূচক বাক্য বলিলেন, তোমরা কদাচ আমার দৃষ্টির অগোচর হইও না, কারণ যদি কোন প্রকারে আমাদিগের বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের তিন জনের অমঙ্গল হইবে। স্বাস্থ্য অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন, তিনি শীঘ্রই মাতার সদুপদেশের বিপরীতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহার ফললাভ করিলেন;—অপরিমিতাচারের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল ও কিছুকাল পরেই পীড়া নামক সন্তানকে প্রসব করিবার সময়ে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এ দিকে সন্তোষ, ভগিনীর অদর্শনে আলস্যের প্রণয়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন এবং তাহার পর তাঁহার কি হইল ইহা অদ্যাপি কেহই জানিতে পারেন নাই। পরিশ্রম অপত্যবিরহরূপ দুর্ব্বিসহ পরিতাপে তাপিত হইয়া নানা স্থানে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে শ্রান্তির দ্বারা পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সদ্ভাবলহরী।

ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক
কবিতাবলী।

আত্মা ও শরীর।

দেখিয়া ভবের রীতি খেদে মরে যাই,
রতনে যতন নাই, যত্ন করে ছাই।
সাজায় শরীরে দিয়া নানা আভরণ,
উলঙ্গ রয়েছে কিন্তু নিত্য আত্মা ধন।

২

মাটী হতে হল যাহা, মাটী হয়ে যাবে,
কি রূপে সাজাবে তারে সদা তাই ভাবে।
শরীরের কর্ত্তা যেই অমর আত্মন,
না পরায় যত্নে তারে ধর্ম্ম আভরণ।

৩

শরীরে যদ্যপি কারু হয় কোন রোগ,
অমনি তাহাতে করে ঔষধ প্রয়োগ।
পাপ রোগে আত্মা যদি সদা হয় ক্ষীণ,
ভুলিয়া ঔষধ নাহি দেবে কোন দিন।

৪

করিবারে বৃদ্ধি দেহে শক্তি আর বল,
সালসা পেরেলা খায় বোতল বোতল।
ধর্ম্ম বলাভাবে আত্মা ক্ষীণ হয়ে যায়,
কিসে বল বৃদ্ধি হবে ভাবে নাকো তায়।

৫

মাটীর শরীরে তুমি কোরনা যতন,
করহ যতন তব অমূল্য আত্মন।

আত্মা যে অমর তব চির কাল রবে,
অতএব ভাব কিসে এর বৃদ্ধি হবে !

সময়।

সময় অমূল্য ধন, বলে জ্ঞানী জন,
আলস্যে কোর না কভু সময় হরণ।
করিতে হইবে যাহা আশু তাহা কর,
করিব বলিয়া কেন মিছে কাল হর ?

২

অমূল্য সময় যেই বৃথা ব্যয় করে,
পরিণামে অনুতাপ আছে তার তরে।
দণ্ডেক নিমেষ বটে অল্প অতিশয়,
ভেবে দেখ দশ দিনে কত দণ্ড হয়।

৩

কত যে সময় তুমি করেছ হরণ,
মনে মনে তাহা যদি করহ গণন।
ঠিক দিলে হতে পারে দুচার বৎসর,
সাধিতে পারিতে যাতে কার্য্য বহুতর।

৪

সংক্ষেপ জীবন তব, কর্ম্ম অতিশয়,
এই বেলা করে নেও সেই সমুদয়।
কত যে কর্ত্তব্য তব রয়েছে পড়িয়া,
সময় সফল কর সে সব করিয়া।

৫

যে সব করিলে ভাল পরকালে হয়,
সময় থাকিতে কর, সেই সমুদয়।
বৃথায় সময় হেথা করিলে হরণ,
বৃথা অনুতাপে তথা দহিবেক মন।

স্বদেশের নিমিত্ত প্রার্থনা।

অহে পরমেশ, তুমি অতি দয়াময়,
দুর্ভাগ্য বঙ্গের প্রতি হও হে সদয় !
কত কাল রবে প্রভো ! বঙ্গের এবেশ ?
সুবেশ পরাও এরে, অহে পরমেশ !

২

নানা ধর্ম্ম নানা মত প্রচলিত হেথা,
অনেকেই স্বেচ্ছাচারী শুনে না যে কথা।
কেহ বা সহজ জ্ঞানে করয়ে নির্ভর,
কেহ বা কম্‌টির শিষ্য দুর্দ্দশা বিস্তর।

৩

কেহ বা প্রতিমা পূজে, কেহ পূজে নরে,
কেহ বা কৌপীন পরে হরিনাম করে।
নানা লোক নানা রূপ, একি রূপ হায় !
ঘুচাও দুর্দ্দশা প্রভো ! ধরি তব পায়।

৪

বঙ্গদেশ হতে প্রভো ! তাড়াও শৈতানে,
কোন জন কভু যেন তারে নাহি মানে।
যীশুর রাজত্ব, প্রভো ! করহ বিস্তার,
হউক সমগ্র দেশ তাঁরি অধিকার।

৫

দূর কর দেব দেবী মাটীর প্রতিমা,
হেরুক বঙ্গের লোকে তোমার মহিমা।
সমস্বরে সবে যেন তব গুণ গায়,
যীশুকৃত পরিত্রাণ লভুক সবায়।

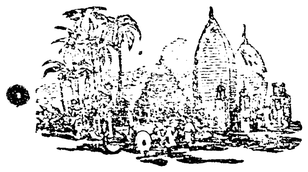

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
প্রবেশ সং
শ্রেণী সং

Priya Nath Chatterjee